বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

এস. এম. খাবীরুজ্জামান

AKAS SUVOM

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

এস এম খাবীরুজ্জামান

পালক পাবলিশার্স

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শু ভ ম
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

প্রকাশক
ফোরকান আহমদ
বি এ অনার্স, এম এ
পালক পাবলিশার্স
৮/২, নর্থ সাউথ রোড, পুরানা পল্টন
জি পি ও বক্স নং - ৪১৫, ঢাকা - ১০০০

দ্বিতীয় সংস্করণ
জ্যৈষ্ঠ ১৪০৫
জুন ১৯৯৮

প্রথম সংস্করণ
ফাল্গুন ১৩৯৮
ফেব্রুয়ারী ১৯৯২

গ্রন্থস্বত্ব
লেখকের সন্তানগণ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদ
সমর মজুমদার

মুদ্রণ
জাকির আর্ট প্রেস
বশিরউদ্দিন রোড, কলাবাগান, ঢাকা

মূল্য ঃ একশত বিশ টাকা

ISBN 984-445-088-7

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

এস এম খাবীরুজ্জামান

স্ক্যানের জন্য বইটি ধার দিয়েছেন

গোলাম মাওলা আকাশ

SCAN & EDITED BY:

Suvom

WEBSITE:

WWW.BANGLAPDF.NET

FACEBOOK:

https://www.fb.com/groups/Banglapdf.net/

উৎসর্গ

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন
উনসত্তরেরগণঅভ্যুথান
ও
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ সহ
সকল গণআন্দোলনের বীর শহীদদের
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

প্রসঙ্গকথা

১৯৪৭ সনে দেশ বিভাগের পর স্বৈরাচারী পাকিস্তান সরকার বাঙালীদের উপর চেপে বসে। তাদের শাসন, শোষণ ছিল বৃটিশদের অনুরূপ। নতুন কলোনী পূর্ববাংলায় স্বৈর শাসকদের অত্যাচার দিন দিন সীমা ছেড়ে যাচ্ছিল। তাদের প্রথম আঘাত ছিল ১৯৪৮ সনে বাংলা ভাষার উপর। জিন্নাহর ঘোষণায় উর্দু-ই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য ১৯৫২ সনে রক্ত ঝরাতে হয়- যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। ১৯৫৪ সনে স্বৈরাচারী মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের বিজয় যার ফল ভোগ বাঙালীরা করতে পারেনি। সামরিক সরকার চেপে বসে ক্ষমতায়। এরপর স্বঘোষিত ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান দশ বছর ক্ষমতায় ছিলেন।

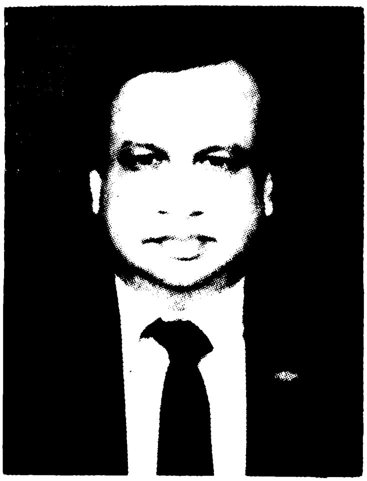

এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেও তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ছিল অবহেলিত। দু'অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দিন দিন প্রকট থেকে প্রকটতর হতে থাকে। একই দেশের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও সরকারী প্রশাসন, ব্যবসা বাণিজ্য, সেনাবাহিনী তথা সর্বক্ষেত্রেই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের প্রাধান্য। এমনকি তারা বাঙালীদের মৌলিক অধিকার হরণ করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। এ সব কারণে পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে বাঙালীদের ক্ষোভ বাড়তে থাকে।

এদেশের কৃষক, শ্রমিক, মেহনতী মানুষ পাঞ্জাবীদের ঘৃণার চোখে দেখত। কবি, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষকরা পশ্চিম পাকিস্তানীদের এহেন কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে সচেতন করার চেষ্টা করে; এবং ছাত্র সমাজ সরাসরি বিরোধিতা করে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের এ ধরনের অপচেষ্টা প্রতিহত করার পদক্ষেপ নেয় ছাত্ররাই। হরতাল, মিটিং, মিছিলের মাধ্যমে এর বহিপ্রকাশ ঘটাতে থাকে। রাজনৈতিক দলগুলোও সংঘবদ্ধ হতে থাকে। ফলে আন্দোলন আরো দানা বাধে।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী ছাত্র সমাজের একজন নিবেদিত প্রাণ কর্মী হিসেবে আমিও সেদিন অংশ গ্রহণ করি। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরেবাংলা হলের ছাত্রলীগের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব আমি যথাযথ ভাবে পালন করার চেষ্টা করেছি।

উনসত্তরের গণআন্দোনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা কি ছিল, স্বাধীকার আন্দোলনে ঐতিহাসিক ৬ দফা, সত্তরের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়, জাদরেল প্রতিক্রিয়াশীল নেতাদের ভরাডুবি, সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের তালবাহনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ আমার হয়েছে। চীন-মার্কিন সমর্থন পুষ্ট এবং তাদের সেরা অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে নিরাস্ত্র বাঙালী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁর এ আহবানে লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতাকামী ছাত্র জনতার সঙ্গে আমিও সেদিন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করি।

আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি, যা অনুভব করেছি, সে অভিজ্ঞতার আলোকে "উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান" বইয়ে তা লিপিবদ্ধ করেছি। আশা করি উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও স্বাধীনতা ঘোষণা পর্যন্ত সত্যানুসন্ধানী পাঠকদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণে তা সহায়ক হবে।

এ গ্রন্থটি লেখার জন্য আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী, ডঃ প্রকৌশলী মাহবুব-উল-হক ও প্রকৌশলী জয়নুল আবেদীন ভুঁইয়া এবং উহা সম্পাদনা এবং প্রকাশ করে সম্মানিত পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য অনুজ প্রতীম ফোরকার আহমদ এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বইটি প্রকাশে সার্বক্ষণিক সহায়তা দেয়ায় আমার স্ত্রী নিলুফার সুচরিতা এবং কন্যাদ্বয় অনন্যা ও অন্তরাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান গ্রন্থটিতে কিছু তথ্যগত অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে সেগুলো সংশোধনের আশা রাখি। এজন্য সুধী পাঠক মহলের সহায়তা সশ্রদ্ধচিত্তে গ্রহণ করা হবে।

এস এম খাবীরুজ্জামান

ঢাকা

ফেব্রুয়ারী ১৯৯২

সম্পাদক ও প্রকাশকের কথা

এস এম খাবীরুজ্জামান ১৯৪৭ সনে বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার দেলুয়াবাড়ী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। সারিয়াকান্দি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক তার পিতা মোঃ আলাবক্স মাষ্টারের অনুপ্রেরণা ও তত্ত্বাবধানে অত্র বিদ্যালয়ে তিনি লেখাপড়া শুরু করেন। ১৯৬৪ সনে উক্ত বিদ্যালয় থেকে ১ম বিভাগে এস এস সি পাশ করেন; ১৯৬৬ সনে রাজশাহী সরকারী মহাবিদ্যালয় হতে প্রথম বিভাগে এইচ এস সি পাশ করেন; এবং ১৯৭০ সনে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হতে বি এস সি ইঞ্জিনিয়ারিং (ইলেকট্রিক্যাল) ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি ছাত্র লীগের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। তদানীন্তন পাকিস্তানী স্বৈরচারী শাসকদের বিরুদ্ধে ১৯৬৯ এর গণ আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পতাকা তৈরীকারকদের মধ্যে তিনিও একজন। শাসকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ১৯৭০ সনে তিনি ছিলেন স্বাধীনতার প্রথম পতাকা বাহক। ১৯৭১ সনে তিনি সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকরেন।

১৯৭২ সনে তিনি বি সি এস (টেলিযোগাযোগ) সার্ভিসে যোগদান করেন এবং বর্তমানে বাংলাদেশ টি এন্ড টি বোর্ড-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি পশ্চিম জার্মানী ও ফ্রান্সে টেলিফোন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ১৯৮২ হতে ১৯৮৭ সন পর্যন্ত প্রেষণে সৌদি আরবে অভিজ্ঞ প্রকৌশলী হিসেবে চাকুরী করেন। তিনি ইনষ্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ, ঢাকা কেন্দ্রের সম্মানী সম্পাদক।

ইংরেজি, জার্মানী ও আরবী ভাষায় তাঁর যথেষ্ট দখল রয়েছে।

এস এম খাবীরুজ্জামান বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগদান করেছেন। তিনি ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, যুক্তরাজ্য, পূর্ব জার্মানী, পশ্চিম জার্মানী, ফ্রান্স, সৌদি আরব সহ অনেক দেশ ভ্রমণ করেন।

একই দেশের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে শাসকদের একচোখা নীতির ফলে অর্থনৈতিক বৈষম্য দিন দিন বাড়তে থাকে।

বৈদেশিক সাহায্য ও রপ্তানী আয়ের সিংহভাগ খরচ হতো তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানের শ্রীবৃদ্ধির জন্য। শাসন ক্ষমতা ও তাদের হাতে ছিল। ১৯৫৪ সনে নির্বাচিত যুক্তফ্রন্টকেও তারা ক্ষমতায় থাকতে দেয় নি। পাঞ্জাবীদের এ ধরনের অন্যায়ের প্রতিবাদে বাঙ্গালীরা মুখর হয়ে ওঠে। ১৯৬৯-এ গণআন্দোলনের ফলে দোর্দন্ড প্রতাপশালী আইয়ুব খানের গদী নড়বড়ে হয়ে পড়ে। ১৯৭০ এর সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করার পরও পাকিস্তানী স্বৈরশাসকরা ক্ষমতা হস্তারে গড়িমসি করতে থাকে। ফলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ডাক দেন। নয় মাস সশস্ত্র সংগ্রামের পর বাঙ্গালীরা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করে। এসব তথ্য সত্যানুসন্ধানী পাঠকদের অবহিত করার জন্য 'উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান' গ্রন্থখানা সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি।

ফোরকান আহমদ
পরিচালক
পালক পাবলিশার্স

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের কারণ

৭১১ খ্রীস্টাব্দে মুসলমান সেনাপতি মুহম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে একদল সৈন্য ভারতীয় উপমহাদেশে পদার্পণ করেন। তারপর থেকে সমগ্র উপমহাদেশ মুসলমানদের অধিকারে আসে এবং ইসলাম ধর্ম বিস্তার লাভ করে, বিশেষ করে উপমহাদেশের উত্তর পূর্ব এবং উত্তর পশ্চিম অংশে। ১৭৫৭ সন হতে ১৮৫৭ সনের মধ্যে সমগ্র উপমহাদেশ ইংরেজ শাসনের অধীনে চলে যায়।

ইংরেজ আমলে উপমহাদেশের উত্তর পূর্বাংশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও ইংরেজ শোষণ, নির্যাতনের শিকার হয় এবং শিক্ষা দীক্ষায় অনেক পিছনে পড়ে যায়। ১৯০৫ সনের ১ লা এপ্রিল বাংলা প্রেসিডেন্সী ভেঙ্গে ইংরেজ সরকারের প্রশাসনিক স্বার্থেই পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয়। মুসলীম সংখ্যাগরিষ্ঠ এই নতুন প্রদেশে মুসলমানেরা শিক্ষা-দীক্ষায়, সরকারী চাকুরীসহ অন্যান্য বৈষয়িক বিষয়ে সুফল পেতে থাকে। মাত্র সাত বছরের মাথায় বর্ণ হিন্দু জমিদার ও মহাজনদের অর্থানুকূল্যে ও বুদ্ধিজীবীদের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৯১২ সনে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে যায়।

ইংরেজ শাসনামলে এ অঞ্চলে দু'টি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি হল কংগ্রেস এবং অপরটি মুসলীম লীগ। প্রথম দিকে উভয় দলই অখন্ড ভারতের স্বাধীনতা চেয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে মুসলীম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলীম অঞ্চলের ভিত্তিতে পাকিস্তান দাবী করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতেই শুধুমাত্র ধর্মের উপর ভিত্তি করেই বারশ' মাইল ব্যবধানে ভারত ভূখন্ডের দু'প্রান্তের দু'টি অঞ্চল নিয়ে

১৯৪৭ সনে ১৪ই আগস্ট ভারতীয় উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ববঙ্গ নিয়ে জন্ম হয় পাকিস্তান। এ নতুন রাষ্টের জন্মের পর থেকেই সশস্ত্র বাহিনী কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সবকিছুই পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও পূর্ববাংলার জনগণের জন্য ঘৃণ্য ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার রক্ষক পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই হলো না। দিন যতই যেতে লাগলো পশ্চিম পাকিস্তানীদের বৈষম্যমূলক আচরণও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকলো। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হয়েও সম অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের কলোনীতে পরিণত হলো।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের তৃতীয় দিনে ভারতের আলীগড় বিশ্ব বিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ জিয়া উদ্দিন আহম্মদ প্রথম ভাষার দাবী উথাপন করেন। তিনি তৎকালীন আজাদী পত্রিকায় প্রস্তাব করেন যে, ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষা যেহেতু হিন্দী সেহেতু পাকিস্তানের ভাষা হবে উর্দু। তার এই বক্তব্যের প্রতিবাদে ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ পরদিন একই পত্রিকায় প্রতিবাদ করেন যে, পাকিস্তানের ভাষা হবে বাংলা। কারণ এদেশের জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ হচ্ছে বাঙ্গালী।

পাকিস্তান জন্মের পর থেকেই এ দেশের রাজনীতির গতিধারায় ছাত্রদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। যে ছাত্ররা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে তারাই পাকিস্তান সৃষ্টির শুরুতে মুসলীম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। বিভিন্ন সরকারের শাসনামলে বিরোধী দলগুলো যখন সরকারের দমন নীতির কারণে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে, তখন সরকারের বিরোধিতায় প্রধান ভূমিকা পালন করেবিশ্ববিদ্যালয়েরছাত্ররাই।

১৯৪৮ সনে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় ছাত্র জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় বলেন, "উর্দু হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা।" তাঁর এই বক্তব্য বাঙ্গালীদের জাতিসত্তা ও সংস্কৃতির উপর চরম আঘাত বলেই পূর্ববাংলার ছাত্র জনগণ তখন থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার দাবীতে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯৫২ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবীতে ঢাকায় এক গণ বিক্ষোভে পুলিশ এলোপাতাড়ি গুলী চালায়। এতে ছালাম, রফিক, জব্বারসহ অনেক নাম না জানা শহীদের রক্তে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত হয়। এই ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এই মাটিতে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়।

বাঙ্গালীরা তখন থেকেই জাতীয়ভাবে প্রতি বছর শহীদদের স্মরণে ২১শে ফেব্রুয়ারী পালন শুরু করেন।

এই ছাত্র কর্মীর যোগদানের মাধ্যমেই ১৯৫৪ সনে বিরোধী দলগুলো এ কে ফজলুল হক, এইচ এস সোহরাওয়ার্দী এবং মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট গঠনের মাধ্যমে পূর্ববাংলার প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলীম লীগ সরকারকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করেন। মুসলীম লীগ কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্টের এই বিজয়কে মেনে নিতে পারলেন না। ১৯৫৪ সনের ৩০শে মে কেন্দ্রীয় মুসলীম লীগ সরকার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করেন এবং পূর্ববাংলায় গভর্নরের শাসন জারি করেন।

১৯৫৫ সনের ১লা জুন পরোক্ষ ভোটে ৮০ সদস্য বিশিষ্ট নতুন গণ পরিষদ গঠিত হয়। পূর্ববাংলা থেকে গভর্নরের শাসন প্রত্যাহার করা হয়। ৬ই জুন যুক্তফ্রন্টের সরকার (আওয়ামী লীগ ছাড়া) কৃষক শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১১ই আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর পদচ্যুতি হয় এবং এককালীন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী প্রধান মন্ত্রীত্ব লাভ করেন। সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তান প্রদেশ বিলুপ্তি সাধন করে এক ইউনিট গঠিত হয়।

১৯৫৬ সনে গণপরিষদ এক ইউনিট এবং সংখ্যাসাম্যের ভিত্তিতে রচিত হয় পাকিস্তানের সংবিধান। পূর্ববঙ্গ প্রদেশের নামকরণ করা হয় পূর্বপাকিস্তান। পূর্ববঙ্গের স্বার্থ পরিপন্থী শাসনতন্ত্রে গণ পরিষদের সংখ্যালঘু আওয়ামী লীগ সদস্য বৃন্দ (একজন ছাড়া) পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেন এবং সংবিধানে স্বাক্ষর দিতে অসম্মতি জানান।

১৯৫৬ সনের ১লা অক্টোবর চৌধুরী মোহাম্মদ আলী পদত্যাগ করেন এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রীর পদলাভ করেন।

১৯৫৭ সনের ১৮ই অক্টোবর গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়াদী পদচ্যুত হন এবং ইসমাইল ইব্রাহীম চুন্দ্রীগড় এর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

১৯৫৮ সনের ৭ই অক্টোবর রাতের অন্ধকারে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সংবিধান বাতিল, সমস্ত রাজনৈতিক দল বেআইনী এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক

সরকারগুলো বাতিল করেন। সামরিক বাহিনীর প্রধান জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক শাসক নিয়োগ করে সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করেন। তারপর জেনারেল আইয়ুব খান ২৭শে অক্টোবর অস্ত্রের মুখে ইস্কান্দার মীর্জাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করেন এবং প্রেসিডেন্টের দায়িত্বও গ্রহণ করেন। তখন থেকেই পূর্ব বাংলায় তথা সমগ্র পাকিস্তানে নেমে আসে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অন্ধকার। প্রকৃত রাজনীতি ধ্বংস হয় এবং সামরিক অফিসারেরাই "ষড়যন্ত্রীয় রাজনীতির" মাধ্যমে সর্বময় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হন।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই কেন্দ্রে রাজনীতিবিদদের দুর্বলতার সুযোগ, তাদের পক্ষে ব্যুরোক্রেসীকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয় নি বলেই দেশে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজনীতি ধ্বংস হয়ে যায়।

জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান পুরোপুরিভাবে পাকিস্তানের ক্ষমতা দখলের পর দীর্ঘদিন একনায়কত্বে টিকে থাকার জন্য অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে দেশের রাজনীতি ও রাজনীতিবিদদের উপর বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে থাকেন। ১৯৬২ সনে সামরিক আইন প্রত্যাহারের সংগে সংগেই রচনা করেন মৌলিক গণতন্ত্র ভিত্তিক সংবিধান। এ বছরের ৩১শে জানুয়ারী পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়াদীকে নিরাপত্তা আইনে করাচীতে গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠান। সোহরাওয়াদীর গ্রেপ্তারের সংবাদে পুর্ব বাংলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন এলাকায় গোলযোগের সৃষ্টি হয়। ১৯৬৩ সনে লেবাননের বৈরুতে এক হোটেল কক্ষে শহীদ সোহরাওয়ার্দী পরলোক গমন করেন।

১৯৬২-৬৩ শিক্ষাবর্ষ জুড়ে ছাত্ররা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সনে রাজশাহী সরকারী কলেজের ছাত্ররা আবু আলম ও রফিকের নেতৃত্বে আইয়ুব খানকে পূর্ব বাংলায় ১ম কাল পতাকা প্রদর্শন করালে এই দিনই আইয়ুবশাহীর গুন্ডা বাহিনী পুলিশের সহায়তায় সরকারী কলেজ হোস্টেলের নিরীহ ছাত্রদের নির্দয়ভাবে প্রহার করে এবং পরবর্তীতে আবু আলম এবং রফিকসহআরও কয়জন ছাত্রকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করে। এই শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ক্লাসে উপস্থিত হওয়া থেকে বেশীর ভাগ সময়ই বিরত থাকেন। শুধু তাই নয় তারা বিভিন্ন সময়ে রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এই শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মাত্র ৩৩ দিন ক্লাসে যোগদান করেন।

আইয়ুব খান গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। মাত্র ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী সদস্যের ভোট প্রদানের মাধ্যমে ১৯৬৫ সনের ২রা জানুয়ারী হতে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

এই নির্বাচনে মিস ফাতেমা জিন্নাহ সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী হিসেবে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ছাত্ররা মিস ফাতেমা জিন্নাহর সমর্থনে সক্রিয় প্রচারণা চালায়। সে সময় নির্বাচক মন্ডলীর সদস্যরা ক্ষমতাসীনদের অনুগত হওয়ায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে গদিচ্যুত করার ব্যাপারে ছাত্রদের প্রয়াস ব্যর্থ হয়।

এরপর ১৯৬৫ সনের ১৭ই সেপ্টেম্বরে শুরু হয় পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে অনাকাংখিত যুদ্ধ। ১৭ দিন ব্যাপী পাক–ভারত যুদ্ধ মুলতঃ পশ্চিম পাকিস্তানে হলেও পূর্ব বাংলা নিরাপত্তাহীনভাবে অসহায় অবস্থায় ভীতির মধ্যে থাকে।

পূর্ব বাংলার এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৬৬ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারী লাহোরে সর্বদলীয় জাতীয় সংহতি সম্মেলনে বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বাংগালী জাতির মুক্তির সনদ ৬ দফা দাবীর ঘোষণা ও ব্যাখ্যা দেন।

৬ দফা

প্রথমতঃ পাকিস্তানের সংবিধান হইবে যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) এবং সরকার হইবে পার্লামেন্টারী (Parliamentary) পদ্ধতির। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান এবং পার্লামেন্টারী সরকার লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই শাসন ব্যবস্থায় প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত আইনসভাই হইবে সর্বেসর্বা। সরকার উহার যাবতীয় কার্যাবলীর জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকিবে। সংবিধানে জনগণের পূর্ণ মৌলিক অধিকার রক্ষিত হইবে। তদুপরি বিচার বিভাগের স্বাধীনতাও প্রদত্ত হইবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের অধীনে একটি সত্যিকার পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই হইবে একমাত্র উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়তঃ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অধীনে কেবলমাত্র দুইটি বিষয় থাকিবে– দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয়। সরকারের অবশিষ্ট বিষয়গুলি প্রদেশসমূহের হাতে ন্যস্ত থাকিবে।

এইভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেবলমাত্র প্রতিরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখিয়া ৬ দফা দাবী একপ্রকার চরম প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী উত্থাপন করেন।

তৃতীয়তঃ দেশের দুইটি অংশের জন্য দুইটি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকিবে অথবা আন্তঃআঞ্চলিক মূলধন পাচার বন্ধের উদ্দেশ্যে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। ইহাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীনে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিচালনায় দুই অঞ্চলে দুইটি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে। এই আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দুইটি আঞ্চলিক সরকারকে অর্থনৈতিক বিষয়ে পরামর্শ দান করিবে এবং এক অঞ্চল হইতে যাহাতে অন্য অঞ্চলে অবাধে অর্থ ও মূলধন পাচার হইতে না পারে তজ্জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য একটি পৃথক রাজস্ব এবং আর্থিক নীতি (Fiscal and Monetary Policy) গৃহীত হইবে।

চতুর্থতঃ কর ও শুল্ক ধার্যের ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলির স্বাধীনতা বিদ্যমান থাকিবে। এই ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের কোন প্রকার ক্ষমতা থাকিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া কর ও শুল্কের ক্ষেত্রে যে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন অংশ থাকিবে না তেমন নহে। প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাজ্যগুলির রাজস্বের একটি স্বীকৃত অংশ শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থানুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হইবে।

পঞ্চমতঃ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের বহির্বাণিজ্যের জন্য পৃথক হিসাব রক্ষা করা হইবে। এইভাবে বর্হিবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাজ্যগুলির অধীনে থাকিবে। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অঙ্গরাজ্যগুলি মিটাইবে অথবা পরস্পর আলোচনার মাধ্যমে অঙ্গরাজ্যগুলি উক্ত হার (Ratio) নির্ধারণ করিবে। ইহা ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া অঙ্গরাজ্যগুলি বিদেশে স্ব স্ব বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে এবং যে কোন বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

ষষ্ঠতঃ অঙ্গরাজ্যগুলিকে জাতীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কার্যকরী অংশ গ্রহণের সুযোগদান এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও সংহতি রক্ষা করিবার সুযোগ প্রদান করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রতিটি অঙ্গরাজ্যকে স্বীয় কর্তৃত্তাধীনে আধা সামরিক বাহিনী বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের সুযোগ ও ক্ষমতা দিতে হইবে। অঙ্গরাজ্যসমূহে সামরিক প্রতিষ্ঠান রাখিতে হইবে।

আওয়ামী লীগের এই ৬ দফা কর্মসুচী সকল স্তরের বাঙালীরা স্বাগত জানালেন। দিন দিন ৬ দফার প্রতি বাঙগালীদের স্বতঃxফূর্ত সম্মতি দেখে আইয়ুব খান বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে শেখ মুজিবসহ বহু সংখ্যক আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করেন। এর প্রতিবাদে ৭ই জুন ঢাকায় আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহূত হরতালে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশের গুলীতে ১০জন নিহত এবং বহু লোক আহত হয়।

১৯৬৭ সনে আইয়ুব সরকার রেডিও পাকিস্তান ও টেলিভিশন কর্পোরেশনের সকল কেন্দ্র থেকে রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন বন্ধ ঘোষণা করেন এবং সকল সরকারী মাধ্যম হতে রবীন্দ্র সংগীতের প্রচারও বর্জন করেন।

সরকারের সকল প্রকার দমন নির্যাতন সত্ত্বেও পূর্বেকার স্বায়ত্ত শাসন তথা ৬ দফা বাংগালী জনগোষ্ঠীর কাছে মুক্তির সনদ হিসেবে গৃহীত হলে ১৯৬৮ সনের ৬ই জানুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার অযুহাতে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সাজিয়ে সামরিক ও বেসামরিক অফিসারসহ মোট ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং বাংগালীদের কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে এই মামলার প্রধান আসামী করা হয়। ক্যান্টনমেন্টের ভিতর থেকে তথাকথিত বিচার শুরু হয়।

এদিকে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনবহুল পুর্ব বাংলাকে উপেক্ষা করে গত ২০ বছরে সমগ্র সম্পদ শতকরা ৭০ ভাগ মাত্র ২২ টি পশ্চিম পাকিস্তানী পরিবারের হাতে চলে যায়। চাকুরীর ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে বাংগালীর সংখ্যা শতকরা ১৫ ভাগের কম এবং দেশ রক্ষায় ১০ ভাগেরও কম। তারমধ্যে বিদেশী দূতাবাসসহ উর্ধ্বতন সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তা বাংগালীদের মধ্য হতে একেবারে ছিল না বললেই চলে।

বৈদেশিক মুদ্রার আয় হতো পূর্ব বাংলা থেকে অথচ সিংহ ভাগ খরচ করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানে।

একই দেশ হয়েও পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সোনার দাম ছিল প্রচুর ব্যবধান। কেন্দ্রীয় সরকারের এরূপ অবিচার বৈষম্য আচরণ এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় পূর্ব বাংলার ছাত্র সমাজ ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন সব সময় সজাগছিলেন।

সোনার বাংলা শ্মশান কেন?

বৈষম্য বিষয়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
রাজস্বখাতে ব্যয়	১৫০০ কোটি টাকা	৫০০০ কোটি টাকা
উন্নয়নখাতেব্যয়	৩০০০ কোট টাকা	৬০০০ কোটি টাকা
বৈদেশিক সাহায্য	শতকরা ২০ ভাগ	শতকরা ৮০ ভাগ
বৈদেশিকদ্রব্যআমদানী	শতকরা ২৫ ভাগ	শতকরা ৭৫ ভাগ
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী	শতকরা ১৫ জন	শতকরা ৮৫ জন
সামরিক বিভাগে চাকুরী	শতকরা ১০ জন	শতকরা ৯০ জন
চাউল মণ প্রতি	৫০ টাকা	২৫ টাকা
আটা মণ প্রতি	৩০ টাকা	১৫ টাকা
সরিষার তৈল সের প্রতি	৫ টাকা	২·৫০ টাকা
স্বর্ণ প্রতিভরি	১৭০ টাকা	১৩৫ টাকা

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করার পর, অব্যাহত নির্যাতন ও গ্রেপ্তারে। আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক দিক থেকে সংকটপূর্ণ হওয়ায় পূর্ব বাংলার বিভিন্ন দাবীর প্রতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তেমন কোন কর্মসূচী না থাকায় পূর্ব বাংলার বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ১৯৬৮ সনের শেষের দিকে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্ত শাসন তথা বিভিন্ন দাবীর কর্মসূচী দিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করার লক্ষ্যে আলোচনা শুরু করেন।

এ সময় আইয়ুবের একনায়কী শাসনের দশবছর পূর্তি উপলক্ষে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি দশক হিসেবে চিহ্নিত করে, দেশ ব্যাপী আয়োজন করা হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান। কিন্তু এই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির রেশ ফুরাতে না ফুরাতেই পশ্চিম পাকিস্তানে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে ১৯৬৮ সনের নভেম্বরে ছাত্র আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীতে তা আর কেবলমাত্র ছাত্র সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আইয়ুবের পতনকে কেন্দ্র করে দেশের উভয় অংশের জন সাধারণের মধ্যে ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৬৮ সনের ৭ই নভেম্বর রাওয়ালপিন্ডির পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের নির্ধারিত বক্তৃতা সভায় পুলিশ ভুট্টোকে বক্তব্য রাখতে না দেয়ায় পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের এক সংঘর্ষ বাধে এবং পুলিশের গুলীবর্ষণে আবুল হামিদ নামে পলিটেকনিকের ছাত্র নিহত হলে শহরের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পরের দিন ৮ই নভেম্বর রাওয়ালপিন্ডিতে সংঘটিত ছাত্র দাঙ্গা ব্যাপক আকার ধারণ করায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সামরিক বাহিনী তলব করা হয়। সারাদিন ব্যাপী ছাত্র–পুলিশের সংঘর্ষের পর রাওয়ালপিন্ডিতে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। ৯ই নভেম্বর ছাত্র বিক্ষোভের তৃতীয় দিনে অবস্থা আরও চরম আকার ধারণ করে। রাওয়ালপিন্ডিতে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের দমন করার জন্য পুনরায় গুলী চালালে ২ ব্যক্তি মারা যায়। পরবর্তীতে ছাত্র আন্দোলন মূলতান, লাহোর, করাচী, হায়দরাবাদ ও পেশোয়ারসহ অন্যান্য শহরেও ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানীয়ভাবে এ সব ছাত্র বিক্ষোভ কিছু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলেও তা গণ আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি।

১০ই নভেম্বর পেশোয়ারের জিন্নাহ পার্কে এক জনসভায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব এর উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠের শেষ পর্যায়ে দু'টি গুলীর শব্দ শোনা যায়। সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক সুবেদার যুবককে ধরে ফেলেন। তিনি যুবকটির পাশেই বসে ছিলেন। ক্রুদ্ধ জনতা কর্তৃক তার প্রাণ নাশের আশঙ্কা দেখা দিলে প্রেসিডেন্ট ও গভর্নরের উপস্থিতির দরুন তার প্রাণ রক্ষা পায়। এই ঘটনা পূর্ব পরিকল্পিত একটি সাজানো ঘটনা বলেও জনমনে সন্দেহের সৃষ্টি করে।

৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৮–সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদে বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবর্গের সমন্বয়ে গঠিত কাল পতাকাসহ একটি বিক্ষোভ মিছিল ঢাকার বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের নেতা নূরুল আমীন বার্ধক্য

জনিত কারণে রিকশায় আরোহণ করে বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন। বিক্ষোভ মিছিল শেষে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত জনসভায় ভাষণে নূরুল আমীন বলেন যে, "আমাদের এই বিক্ষোভ মিছিল নির্যাতিত মানুষের দাবী আদায়ের সংগ্রামের প্রতীক। কাল পতাকার বিক্ষোভ মিছিল আমাদের প্রাণের ব্যাখ্যা ও ক্ষোভ প্রকাশের অংশ মাত্র। আমাদের এই সংগ্রাম কোন নতুন সংগ্রাম নয়।"

৬ই ডিসেম্বর জুলুম প্রতিরোধ দিবস পালন উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপ (পিকিং পন্থী), কৃষক সমিতি ও শ্রমিক ফেডারেশনের যৌথ উদ্যোগে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভার পর মওলানা ভসানীর নেতৃত্বে একটি মিছিল গভর্নর ভবনের সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং পরের দিন ৭ই ডিসেম্বর হরতাল আহবান করেন।

৭ই নভেম্বর হরতালে পুলিশের গুলীতে ঢাকায় ৩ জন নিহত ও চারজন গুরুতর আহত হয়। পুলিশের গুলীর প্রতিবাদে এইদিন সংসদের অধিবেশন থেকে বিরোধী দলীয় সদস্যরা ওয়াক আউট করেন। এ দিন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান হুঁশিয়ারী দেন যে, বিরোধী দল দেশকে বিভক্ত করতে চায়। তিনি আরও বলেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা বিরোধী দলের উদ্দেশ্য নয়; বরং তারা দেশকে ধ্বংস করতে চায়। তিনি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করে বলেন, তারা নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য দেশকে খন্ডে খন্ডে বিভক্ত করতে চায়।

৮ই ডিসেম্বর শহরে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল ও গায়েবী জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ভাসানীর নেতৃত্বে একটি মিছিল ই পি আর ও পুলিশ বাহিনীর ব্যারিকেড ও ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে দুপুরে বায়তুল মোকাররম হতে রাজধানীর পথে বের হয়। মিছিল বের হওয়ার পূর্বে আই জি পি মহিউদ্দিন আহম্মেদ মওলানা ভাসানীকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে বাধা দিলে, মওলানা ভাসানী বলেন "১৪৪ ধারা বুঝিনা গায়েবী জানাজা পড়বই, গুলী করতে হয় কর।"

২৬ শে ডিসেম্বর দীর্ঘ দু মাস পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরুর প্রথম দিনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের পক্ষ হতে কলা ভবনের শীর্ষে কাল পতাকা উত্তোলন করা হয়। সমগ্র পাকিস্তানে সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদে এ পতাকা উত্তোলন করা হয়।

৩০ শে ডিসেম্বর মনোহরদীর হাতিরদিয়া বাজারে জনতার উপর পুলিশ গুলী বর্ষণ করলে ৩ জন নিহত হয়। মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর আহবানে হরতাল পালন উপলক্ষে জনতা সেখানেও মিছিল বের করলে পুলিশ তাতে গুলী করে।

এ সময় পূর্ব বাংলার ছাত্র সংগঠনগুলো ছিল আদর্শগত দিক দিয়ে একেবারে ভিন্ন ধর্মী। বৃহত্তর ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ছিল পূর্ব বাংলা ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী ছাত্র সংগঠন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) মস্কপন্থী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছাত্র সংগঠন। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) চীন পন্থী কমিউনিজমে বিশ্বাসী ছাত্র সংগঠন। ইসলামী ছাত্র সংঘ পাকিস্তান ভিত্তিক মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন এবং এন এস এফ আইয়ুব– মোনায়েম সমর্থিত ছাত্র সংগঠন। অন্যান্য ছাত্র সংগঠনগুলোর তুলনায় এন এস এফ–এর ছাত্র সংখ্যা অত্যন্ত কম হলেও সরকারী মদদপুষ্ট ও অবৈধ অস্ত্রধারী হওয়ায় তারাও ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী।

ছাত্রলীগ আদর্শগত দিক থেকে আওয়ামী লীগের অংগ সংগঠন হিসেবেই কাজ করত, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া), ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন), ইসলামী ছাত্রসংঘ যথাক্রমে ন্যাপ (মোজাফ্ফর), ন্যাপ (ভাসানী) ও জামায়াতে ইসলামী'র অংগসংগঠন হিসেবে কাজ করত। আদর্শগত দিক থেকে ভিন্ন মতাবলম্বী হওয়াতে ছাত্র সংগঠনগুলোর মিলিত কর্মসুচী ভিত্তিক একটি মঞ্চ তৈরী করা ছিল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের ৬ দফা বাদ দিয়ে অন্য কোন কর্মসূচীর প্রতি ছিল একেবারে অনড়। আর এদিকে ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) এর মতে ৬ দফা পুঁজিপতি ধনিক শ্রেণীদের দফা, তাই নীতিগত দিক থেকে ৬ দফার তারা শুধু বিরোধী নয়, প্রতিবাদীও।

তখন ডাকসুতে হল ভিত্তিক কর্মকর্তা নির্বাচিত হয়। ডাকসুর সহসভাপতি তোফায়েল আহম্মদ (ছাত্রলীগ) ইকবাল হল থেকে এবং সাধারণ সম্পাদক নাসিম কামরান চৌধুরী (এন এস এফ) মোহসীন হল থেকে নির্বাচিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এন এস এফ সরকারী মদদপুষ্ট ও অবৈধ অস্ত্রধারী হয়ে উঠায় সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ ভীতির সঞ্চার হয়। ডাকসু এন এস এফ–এর সংগে বিভক্ত হওয়াতে ডাকসুর পক্ষেও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেয়া সম্ভব হচ্ছিল না।

তবুও দেশের ঐরূপ নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক প্রয়োজনে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সূত্রপাতের লক্ষ্যে আলোচনা শুরু হয়। ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচীতে দীর্ঘ বিতর্কের পর বিভিন্ন সংযোজন ও সংশোধনীর পর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত

অনুযায়ী ছাত্রলীগ সমর্থিত ৬ দফাকে এক দফায় রেখে মোট এগারটি দফা প্রণয়ন করা হয় এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ঐতিহাসিক ১১ দফা রচিত হয়। ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন উভয় দলের কর্মকর্তাগণ ছাড়াও ডাকসুর সহসভাপতি তোফায়েল আহম্মদ ও সাধারণ সম্পাদক নাজির কামরান এতে স্বাক্ষর করেন।

ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচী জনসমক্ষে পেশ করার পূর্বে সম্মিলিত ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের (ডাকসুসহ) বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের জন্য সারাদেশের ছাত্র সমাজকে প্রস্তুতি নেয়ার আহবান জানিয়ে সংবাদপত্রে এক বিবৃত দেন। এরপর গণতান্ত্রিক বিরোধী দলগুলোকে তাদের সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মসূচী নিয়ে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানান।

১৯৬৯ সনের ৪ঠা জানুয়ারী ডাকসু কার্যালয়ে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সাংবাদিক সম্মেলনটি অনেক রাজনৈতিক নেতাদের কাছে তেমন গুরুত্ব না পেলেও উহা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এ সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমেই ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ তাদের ১১ দফা জনসাধারণের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচার করতে সক্ষম হয়।

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১দফা

স্বৈরাচারী সরকারের দীর্ঘদিনের অনুসৃত জনস্বার্থ বিরোধী নীতির ফলেই ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর জীবনে সংকট ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। শাসনে-শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে ছাত্র-জনতা আন্দোলনের জন্য পথে নামে।

আমরা ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে নিম্নোক্ত ১১ দফার দাবীতে ব্যাপক ছাত্র-গণআন্দোলনের আহবান জানাইতেছি ঃ

১। (ক) স্বচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশিকীকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিতেহইবে।

(খ) শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের সর্বত্র বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। কারিগরী শিক্ষা প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক

সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ, পলিটেকনিক, টেকনিক্যাল ও কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট স্থাপন করিতে হইবে।

(গ) প্রদেশের কলেজ সমূহকে দ্বিতীয় শিফটে নৈশ আই এ; আই এস সি; আই কম ও বি এ; বি এস সি; বি কম এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহে নৈশ এম এ ও এম কম ক্লাস চালু করিতে হইবে।

(ঘ) ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ড কাড়িয়া লওয়া চলিবে না।

(ঙ) হল, হোস্টেলের ডাইনিং হল ও কেন্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক সাবসিডি হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

(চ) হল ও হোস্টেল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

(ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা চালু করিতে হইবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের ব্যবস্থা করিতে হইবে। শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দিতে হইবে।

(জ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে।

(ঝ) মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশনে ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিক্যাল কাউন্সিল অর্ডিনেন্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করা প্রভৃতিসহ মেডিক্যাল ছাত্রদের দাবী মানিয়া লইতে হইবে। নার্স ছাত্রীদের সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(ঞ) প্রকৌশল শিক্ষার অটোমেশন প্রথা বিলোপ, ১০% ও ৭৫% রুল বাতিল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সুব্যবস্থা, প্রকৌশল ছাত্রদের শেষ বর্ষেও ক্লাস দেওয়ার ব্যবস্থাসহ সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(ট) পলিটেকনিক ছাত্রদের কনডেন্স কোর্সের সুযোগ দিতে হইবে এবং বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা বাতিল করিয়া একমাত্র সেমিস্টার পরীক্ষার ভিত্তিতেই ডিপ্লোমা দিতেহইবে।

(ঠ) টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার টেকনোলজি এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের সকল দাবী অবিলম্বে মানিয়া লইতে হইবে। আই ই আর ছাত্রদের ১০ দফা, সমাজকল্যাণ কলেজ ছাত্রদের, এম বি এ, ছাত্রদের ও আইনের ছাত্রদের সমস্ত দাবী মানিয়া লইতে হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগকে আলাদা ফ্যাকাল্টি করিতে হইবে।

(ড) কৃষি বিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবী মানিয়া লইতে হইবে। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের কনডেন্স কোর্সের দাবীসহ কৃষি ছাত্রদের সকল দাবী মানিয়া লইতে হইবে।

(ঢ) ট্রেন, স্টিমার ও লঞ্চে ছাত্রদের আইডেন্টি কার্ড দেখাইয়া শতকরা ৫০ ভাগ কন্সেসনে টিকিট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাসিক টিকিটেও এই কন্সেশন দিতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মত বাসে ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে কোন স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দূরবর্তী অঞ্চলে বাস যাতায়াতেও শতকরা ৫০ ভাগ কন্সেশন দিতে হইবে। ছাত্রীদের স্কুল কলেজে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারী ও আধাসরকারী উদ্যোগে আয়োজিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ছাত্রদের শতকরা ৫০ ভাগ কন্সেশন দিতে হইবে।

(ণ) চাকুরীর নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

(ত) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে।

(থ) শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রামাণ্য দলিল, জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, হামিদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ণ বাতিল করিতে এবং ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করিতে হইবে।

২। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩। নিম্ন লিখিত দাবীসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবেঃ

(ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

(খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশ রক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরঙ্কুশ।

(গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যে, যাহাতে পূর্ব পাকিস্তানের মূদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে। দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকিবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

(ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোন কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে।

(ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহিঃবাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বহিঃবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির এক্তিয়ারাধীন থাকিবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী প্রদান করিবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানী-রপ্তানী চলিবে। এবং ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী -রপ্তানী করিবার অধিকার অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতন্ত্রে বিধাম করিতে হইবে।

(চ) পূর্ব পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারী রক্ষী বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌ-বাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করিতে হইবে।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু সহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করতঃ সাব ফেডারেশন গঠন।

৫। ব্যাংক, বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয় করণ করিতে হইবে।

৬। কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হইবে।

৭। শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতেহইবে।

৮। পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতেহইবে।

৯। জরুরী আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০। সিয়াটো, সেন্টো, পাক–মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১। দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতেহইবে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কর্মসূচী ঘোষণার পরই ৮ই জানুয়ারী ১৯৬৯ রাজনৈতিক দলগুলো বৃহত্তর আন্দোলনের উদ্দেশ্যে ৮ দফা দাবীর এক কর্মসূচী ঘোষণা করে। ৮টি রাজনৈতিক দল নিয়ে এই গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। সংক্ষেপে এই জোটের নাম রাখা হয় 'ডাক'। ন্যাপ (ভাসানী) ও পিপলস পার্টি এই জোটে অংশগ্রহণ করে নি। যে সমস্ত দল নিয়ে ডাক গঠিত হয় সেগুলো হলো;

১। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ

২। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি

৩। জামায়াতে ইসলামী

৪। নেজামে ইসলামী

৫। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (এন ডি এফ)

৬। পাকিস্তান আওয়ামী লীগ (পি ডি এম).

৭। জামায়াতে উলেমা–ই–ইসলাম

৮। পাকিস্তান মুসলীম লীগ (কাউন্সিল)

প্রত্যক্ষ আন্দোলন কত তারিখে এবং কিভাবে শুরু হবে তা নিয়েও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) , বৃহত্তর রাজনৈতিক জোট 'ডাকের' কর্মসূচীর সংগে মিলিয়ে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ১১দফার কর্মসূচী ঘোষণা করতে চান। কিন্তু ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। ন্যাপ (ভাসানী) যেহেতু ডাক এর অন্তর্ভুক্ত ছিলনা এ কারণেই সম্ভবতঃ তারা এ প্রস্তাবের বিরোধিতাকরে।

এ দিকে ডাকে অবস্থানরত দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহ ১১দফা কর্মসুচীতে আওয়ামী লীগের ৬ দফা অন্তর্ভুক্ত ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দাবী থাকায় তা মানতে অস্বীকার করে এবং ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের কোন কর্মসূচী গ্রহণ করে নি। তবে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ (ওয়ালী) নেতৃবৃন্দ ডাকে অবস্থানরত হলেও ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সংগে একাত্মতা ঘোষণা করে।

ডাক ১৭ই জানুয়ারী ১৯৬৯ পল্টন ময়দানে বিকেলে সমাবেশ ও মিছিল করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদও তীব্র বিতর্কের পর অবশেষে এ দিনই সকালে বটতলায় ছাত্র জমায়েতের কর্মসূচী ঘোষণা করে।

এ উপলক্ষে ১৬ ই জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মধুর কেন্টিনে সর্বদলীয় ছাত্র কর্মী সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, দেশ ব্যাপী সরকারের নির্যাতন ও গ্রেফতারের প্রতিবাদ এবং ছাত্রদের সাম্প্রতিক ১১ দফা ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে আগামীকাল ১৭ই জানুয়ারী শুক্রবার প্রদেশ ব্যাপী ছাত্র সভা ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। এ উপলক্ষে রাজধানী ঢাকায় বেলা ১১ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন বটতলা প্রাঙ্গণে এক সাধার ছাত্র সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং সভা শেষে ৩ জনের ব্যাচে ছাত্র মিছিল বের করা হবে। এ সভায় আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, আগামী

ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ছাত্রদের ঘোষিত ১১ দফা দাবীর ভিত্তিতে প্রদেশ ব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট পালনের কর্মসূচী ও আগামী কালের সভার ঘোষণা করা হবে।

১৯৬৯ সনের ১৭ই জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের বটতলায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবানে ১১ দফার উপর ছাত্র জমায়েত ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এটাই ছিল প্রথম সাধারণ সভা। পুলিশ সকাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তার চারপাশের এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে এবং সে ভাবেই পুলিশ ও ই পি আর বেষ্টনী গড়ে তোলে। এদিন সকাল ১০ টার মধ্যেই বিভিন্ন হল এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা এসে বটতলায় জমায়েত হয়। ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহম্মদের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১১দফা দাবীর উপর বক্তব্য রাখেন ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুর রউফ, জেনারেল সেক্রেটারী খালেদ মোহাম্মদ আলী। ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) এর সভাপতি মোস্তফা জামাল হায়দার, জেনারেল সেক্রেটারী মাহবুব উল্লাহ, ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) সভাপতি সাইফুদ্দীন আহমদ মানিক, জেনারেল সেক্রেটারী সামসুদ্দোহা এবং ডাকসুর জেনারেল সেক্রেটারী নাজিম কামরান। তিনি এন এস এফ–এর দ্রোহী অংশের সমর্থক ছিলেন। ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতির সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও সভায় উপস্থিত হয় বিভিন্ন সংগঠনের সক্রিয় কর্মীবৃন্দ। বিভিন্ন সংগঠনের বিভিন্ন ধরনের স্লোগানে বটতলা হয় মুখরিত।

এ সময় কলা ভবনের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে উপাচার্যের ভবনের সন্মুখে তেমাথায় লাল পানির রায়ট ভ্যান ও মোতায়েন থাকতে দেখা যায়। এ ছাড়া সশস্ত্র পুলিশ বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা সর্বদা টইল দিতে থাকে। এ সময় ঢাকার ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ সুপারসহ পদস্থ সরকারী কর্মকর্তাগণ সেখানে উপস্থিত থাকেন। বটতলায় ছাত্র সভায় ঘোষণা করা হয় যে, যে আইন দেশের সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে না সে আইনের প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধা থাকতে পারে না। এই ঘোষণার পর বেলা ১২–২০ মিনিটে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভংগ করে মিছিল বের করে। দিনটি ছিল শুক্রবার। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকায় এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য ছাত্র উক্ত সভায় উপস্থিত হয়। মিছিল কলাভবনের সামনে রাস্তায় আসার সংগে সংগেই রোকেয়া হল এবং উপাচার্যের বাড়ীর দিক থেকে সাজোয়া পুলিশ মিছিলের উপর হামলা করে ও রায়ট ভ্যান থেকে লাল ও গরম পানি ছিটাতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাত্ররা ছত্রভংগ হয়ে কলাভবনের ভিতরে প্রবেশ করে। ছাত্রদের দিক থেকেও ইট পাটকেল

নিক্ষেপ শুরু হয়। অপর দিকে পুলিশ অনবরত টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করতে থাকে। টিয়ার গ্যাসের সেল কলা ভবনের বারান্দায় পর্যন্ত পড়তে থাকে। মিছিলকারীদের যাতে চেনা যায় সে জন্য লাল পানি ছিটানোর রায়ট ভ্যান ব্যবহার করা হয়। অল্পক্ষণের মধ্যে গোটা কলাভবন একটা খন্ড যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়ে যায়। প্রচন্ড টিয়ার গ্যাসে কলাভবন এলাকা ধোঁয়ায় অন্ধকার হয়ে যায়। চোখে মুখে জ্বালা যন্ত্রণায় ছাত্রছাত্রীরা অস্থির হয়ে পড়ে। অল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন হলগুলোতে সংবাদ পৌঁছে যায় এবং আরও অধিক সংখ্যক ছাত্র এসে সংগ্রামে যোগদান করেন। হলগুলো হতে পিঁয়াজ কেটে কেটে এবং রুমাল ও কাপড় ভিজিয়ে ছাত্রদের চোখে লাগানোর জন্য দেয়া হয়। এতে চোখের জ্বালাযন্ত্রণা কিছুটা কম হতো। দাঙ্গারত অবস্থায় এক সময় পুলিশ কলা ভবনের অঙ্গনে প্রবেশ করে ছাত্রদের বেপরোয়া লাঠিচার্জ শুরু করে এবং তিনজন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পরও পুলিশ তাদের মধ্যে একজনকে বেদম প্রহার করতে থাকে এবং এলোপাথাড়ি লাথি মারতে থাকে ফলে উক্ত ছাত্রের মাথা ফেটে রক্ত ছুটতে থাকে। পাঠাগার হতে ২৪ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। এই দিন এভাবেই বিকেল ২টা পর্যন্ত কলাভবন এলাকা একটা খন্ড যুদ্ধ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। পরে ছাত্ররা তৎকালীন ছাত্র নেতা সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে বিভিন্ন হলে, যেমন জিন্নাহ হল, মহসিন হল, ইকবাল হল, সলিমুল্লাহ হল এ খায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র প্রাঙ্গণে পুলিশের বেপরোয়া প্রবেশ এবং ছাত্রদের উপর নির্দয় হামলা ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিক্ষোভরত ছাত্ররা নির্যাতনের প্রতিবাদে বিভিন্ন স্লোগানে বিক্ষোভ করতে থাকে। ১৮ই জানুয়ারী বটতলায় সমাবেশ এবং বিক্ষোভের ডাক দেয়া হয়। এই হলগুলো একটা অপরটার সঙ্গে মোটামুটি লাগালাগি বলে এগুলোতে সহজে মিছিলসহ যাওয়া সম্ভব হয়।

১৮ই জানুয়ারীর কর্মসূচী নিয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে পুলিশের হামলা থেকে রেহাই পাওয়ার সুবিধাজনক স্থান হিসেবে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কায়েদে আজম হলে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এদিন সন্ধ্যায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন অধিক সংখ্যক ছাত্র সমাবেশ ও ১৪৪ ধারা ভংগ করে বিক্ষোভ মিছিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে সভা শেষ হয়। পরের দিন ১৮ই জানুয়ারী সকাল ১০টার মধ্যেই বটতলায় ছাত্র সমাবেশ হয়। ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য না হলেও বেশ মোটামুটি। বেলা ১১-২২ মিনিটে ডাকসুর সহসভাপতি

তোফায়েল আহম্মদের সভাপতিত্বে ছাত্র সভায় গতকাল শুক্রবার বিনা অনুমতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনে সশস্ত্র পুলিশ ও ই পি আর বাহিনীর প্রবেশ ও ছাত্রদের উপর বেপরোয়া নির্দয় হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। ১২-৩ মিনিটে সভা শেষে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিল হয়। ১৪৪ ধারা ভংগ করে তারা রাস্তায় নামে। এ দিন পুলিশের বেষ্টনী আগের চেয়ে আরও সুদৃঢ় করা হয়। আগে থেকে সিদ্ধান্ত ছিল নেতারা যেন পারতপক্ষে পুলিশের হাতে ধরা না দেন। তাই দেখা গেল তোফায়েল আহম্মদ মিছিলের প্রথম সারিতে থেকেও পুলিশের আগমনের সংগে সংগে মিছিলের সামনে থেকে পিছু হটে কলাভবনের মধ্যে চলে যান। আগের মতই আবার পুলিশ টিয়ারগ্যাস এবং রঙীন পানি ছিটানো শুরু করে। অল্পক্ষণের মধ্যে কলা ভবন আবার যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। অনেকক্ষণ হাংগামার পর তোফায়েল আহম্মদসহ আমরা কয়েকজন ছাত্র একেবারে পুলিশের কাছাকাছি চলে যাই। তোফায়েল আহম্মদ পুলিশ কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসা করেন, "ছাত্ররা তো সবাই ক্যাম্পাসের মধ্যে আছে তবুও আপনারা কেন তাদের সংগে এমন শুরু করেছেন।" এরপর পুলিশ কিছু দূরে সরে গেলে উত্তেজনা কিছুটা থেমে যায়। পরে কিছু সংখ্যক অত্যন্ত সাহসী ছাত্রের একটি মিছিল কলাভবন থেকে বের হয়ে রেসকোর্সের পাশ দিয়ে গুলিস্তানের দিকে চলে যায়। গুলিস্তান চত্বরের কামানের উপর দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখার সময় পুলিশ মিছিলের উপর হামলা করে। ছাত্ররা ছত্রভংগ হয়ে যায়। পুলিশ সুপরিকল্পিতভাবেই এ মিছিলটাকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাধা দেয় নি। মিছিলটা ছিল ক্ষুদ্র তবে প্রায় সবার জামা-কাপড়ই ছিল পুলিশ কর্তৃক ছিটানো রঙীন পানিতে রঞ্জিত। গুলিস্তান চত্বরে হামলার পর ছত্রভংগ হয়ে আমরা ৫ জন ছুটে যাই গভর্নর হাউজের শিশু পার্কের দিকে। আমি একটা চলন্ত বাসে উঠে পড়ি। এ দিন অন্যদের খবর জানা আর সম্ভব হয় নি। পরে জানতে পারি বাকি চারজন উপায়ান্তর না দেখে গভর্নর হাউজের সামনের পুকুরে পানিতে ঝাঁপ দেয়। তাদের মধ্যে একজন সাঁতার জানতেন না। জনৈক সাংবাদিক তাকে উদ্ধার করেন। তারা সবাই পুলিশের হাতে আহত এবং বন্দী হন।

বিকেলে পুলিশ ও ই পি আর বাহিনী সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঘিরে ফেলে এবং ছাত্রদের সন্ধান শুরু করে। সে সময় পুলিশ ২০/২২ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে।

১৯শে জানুয়ারী রোববার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাপ্তাহিক ছুটির দিন। এ দিন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এককভাবে ১৪৪ ধারা ভংগ করে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হতে এক বিরাট মিছিল বের করে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব ছাত্র মিছিলে অংশ গ্রহণ করে। ছাত্রদের এই মিছিল সলিমুল্যাহ হলের দিক হতে শহীদ সড়ক হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের দিকে রওয়ান হয়। শহীদ মিনারের নিকট সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী দেখে ছাত্ররা সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য দিক পরিবর্তন করে বকসি বাজারের দিকে যাত্রা করে। মিছিলটি আলিয়া মাদ্রাসার সম্মুখ দিয়ে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের কাছে গেলে চারদিক থেকে পুলিশ এসে আক্রমণ শুরু করে। ছাত্রদের পালানোর তেমন কোন সুযোগ ছিল না। এতে নানাভাবে প্রায় শতাধিক ছাত্র আহত এবং ৮জন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যায়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর এ ধরনের জঘন্য হামলা পত্র-পত্রিকায় বেশ গুরুত্ব সহকারেই ছাপানো হয়।

২০শে জানুয়ারী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের বর্বোরচিত পুলিশ হামলার প্রতিবাদে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব ছাত্র মিছিলে অংশগ্রহণ করে। বিশাল ছাত্র সমাবেশ ঘটে বটতলায়। কলাভবনে আর ছাত্রদের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। এদিন বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন এলাকায় পুলিশ অবস্থান না নিয়ে অবস্থান নেয় কার্জন হলের পশ্চিমে চৌরাস্তার কাছে। ঐ সব এলাকায় পুলিশ এবং ই পি আর বিশেষভাবে সুসজ্জিত ছিল। বটতলায় তেমন কোন বক্তব্য না রেখে বিশাল ছাত্র মিছিল সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে। মিছিল রোকেয়া হলের পাশ দিয়ে, এটোমিক এনার্জি কমিশনের পিছনের রাস্তা দিয়ে মেডিক্যালের সামনে দিয়ে সুসজ্জিত পুলিশ। ই পি আর বাহিনীকে এড়িয়ে নাজিমুদ্দিন রোড ধরে পুরানো ঢাকার দিকে চলতে থাকে। মিছিল নাজিমুদ্দিন রোডের দিকে যেতেই দেখা গেল মেডিক্যাল কলেজের পূর্বদিকে তিনজন কর্তব্যরত পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। কিছু সংখ্যক ছাত্র তাদের প্রতি মারমুখী হলে তাদের বারণ করা হয়।

---

* গণ আন্দোলনের ৩য় দিনে এটাই ছিল ছাত্রদের বৃহত্তর ছাত্র মিছিল।
* প্রায় দশ হাজার ছাত্রছাত্রীর বিক্ষোভ মিছিলটি সর্বক্ষণই দ্রুত ধাবমান অবস্থায় অগ্রসর হতে থাকে।

মিছিল পুরাতন ঢাকার দিকে বেশ কিছুদুর যাওয়ার পর খবর পাওয়া গেল, মেডিক্যাল কলেজের সামনে ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। মিছিলের অর্ধেক অংশ বাহাদুর শাহ পার্কে গিয়ে দ্রুত শেষ হয়ে যায়। মেডিক্যোল কলেজের সম্মুখে ফিরে এসে দেখতে পেলাম পুলিশের সংগে ছাত্রদের সংঘর্ষ চলছে। মিছিল যখন অর্ধেকটা চলে যায় তখন কয়েকজন ছাত্র ঐ তিনজন পুলিশের উপর আক্রোশে মারমুখি হয়ে উঠে, সেখান থেকেই গোলযোগের সূত্রপাত। পুলিশের সংগে সংঘর্ষে আমিও যোগ দিলাম। দেখলাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রই ঐ সংঘর্ষে যোগ দিয়েছে। অনেক বারই পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছাড়তে ছাড়তে ছাত্রদের পিছু হটিয়ে দেয় আবার ছাত্ররা ইট পাটকেল নিক্ষেপ করতে করতে পুলিশকে পিছু হটিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে বেলা প্রায় দেড়টার দিকে আসাদ এবং আরও কয়েকজন ছাত্র একেবারে পুলিশ কর্মকর্তার নিকট চলে যায়। সে সময় সেই পুলিশ কর্মকর্তা তার রিভলভার থেকে আসাদের দিকে লক্ষ্য করে গুলী ছোড়ে। সংগে সংগে আসাদ মাটিতে পড়ে যায়। গুলীটা রিভলভারের তা অনেকেই বুঝতে পারেনি। তাই সবাই আগের মতই লড়াই করতে থাকে। আসাদের শরীরে সামান্য রক্ত দেখলাম, তার জখম যে মারাত্মক এটা বোঝার উপায় ছিল না। তাকে হাসপাতালে পাঠানোর পর আমি হলে ভাত খেতে এলাম। খাবার টেবিলেই শুনতে পেলাম, আসাদ মারা গেছে। আসাদ ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) এর ছাত্রনেতা ছিল বলে অনেকে তাকে চিনতো। সংগে সংগে খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। সকল শ্রেণীর মানুষ এবং ছাত্রছাত্রীরা মেডিক্যোল কলেজের দিকে আসতে থাকে। ছাত্র ছাত্রীরা মৌন মিছিল করে এক শোক সভায় মিলিত হয়। কাল পতাকা উত্তোলন করা হয়। এতে ইডেন কলেজের ছাত্রীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। লাশ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়। শহীদ আসাদের লাশ তার গ্রামের বাড়ী নরসিংদী জেলার শিবপুরের ধনিয়া গ্রামে দাফন করা হয়। পরদিন চিরাচরিতভাবেই সরকারী প্রেসনোটে দেখা যায় আসাদ নরসিংদী এলাকায় গোলযোগকারী বলে চিহ্নিত এক ব্যক্তি। পুলিশ অনেক দিন ধরে তাকে খুঁজছিল।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আসাদ স্মরণে ২১শে জানুয়ারী ঢাকা শহরে হরতাল ডাকে। এই দিন মঙ্গলবার প্রাদেশিক রাজধানী ও উহার উপকন্ঠের অগণিত মানুষ ইতিহাস সৃষ্টিকারী পল্টন ময়দানে জমায়েত হয়, পুলিশের গুলীতে নিহত ছাত্র

আসাদের নামাজে জানাজায় অংশ নিতে। তারা আসে দলে দলে, কাতারে কাতারে, শতে শতে, হাজারে হাজারে, শহীদ ছাত্রের প্রতি শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য। এতে অংশ নেয় অশীতিপর বৃদ্ধ, প্রাণ চঞ্চল ছাত্রদল, চাকুরীজীবী, দিন মজুর, দোকানী আর ব্যবসায়ী। মহিলারা পায়ে হেঁটে জানাজায় শরীক হওয়ার জন্য পল্টনে সমবেত হয়। লক্ষাধিক লোকের এই ঐতিহাসিক জানাজার পর জনতার ঐতিহাসিক শোক মিছিল শহরের রাজপথ প্রকম্পিত করে দীর্ঘ আড়াই ঘন্টা ব্যাপী রাজধানী প্রদক্ষিণ করে। শ্লোগানমুখর গণ মিছিলের জন স্রোত প্রবাহিত হওয়ার সময় শহরবাসী পুষ্পবৃষ্টি করতে থাকেন। মিছিলের অগ্রভাগে আসাদের রক্তে রঞ্জিত পরিচ্ছদকে ছাত্রগণ সংগ্রামের প্রতীক চিহ্নের পতাকারূপে ব্যবহার করে। তাছাড়া এর পাশাপাশি থাকে একটি সুবৃহৎ সংগ্রামের লাল পতাকা। আর তারই পশ্চাতে শোকের চিহ্নরূপে বহন করা হয় পাঁচটি বৃহৎ কাল পতাকা। মিছিল শেষে সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় উপস্থিত হয়। এখানে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আসাদ স্মরণে দেশব্যাপী তিন দিনের কর্মসূচী ঘোষণা করে। এই দিন সকাল নয়টার দিকে পলাশীর মোড়ে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও আশেপাশে আজিমপুর এলাকার ছাত্রদের সংগে পুলিশ এবং ই পি আর এর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। পলাশীর দক্ষিণ দিক থেকে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছাড়তে থাকে। তুমুল সংঘর্ষের মধ্যে হঠাৎ করে গুলীর শব্দ শোনা গেল। ছাত্ররা ছোটাছুটি করে দৌড়াতে শুরু করলো। দেখতে পেলাম একজন লম্বা সুন্দর ছেলের বুকের বাম দিকের উপরে গুলী লেগেছে। সামনের দিকটা সামান্য ক্ষত হলেও পিছন দিকটায় একেবারে বিরাট গর্ত হয়ে গেছে। সে তখনও কিছু অনুভব করতে পারেনি। ছেলেটি হাসি মুখে হেঁটে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এগুতে থাকে। তার মুখের ম্লান হাসিটা সবসময় আমার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। কয়েকজন তাকে ধরে হাসপাতালে নিয়ে গেল। পরবর্তীতে তার ভাগ্যে কি ঘটেছে, আর জানতে পারিনি। এ সময়ে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র আসাদুল হক পায়ে গুলী লেগে ইডেন কলেজ হোস্টেলের সামনে পড়ে যায়। অনেকক্ষণ পর তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠান হয়। তার একটা পা চিরদিনের জন্য বিকল হয়ে যায়।

এদিন ই পি আর বাহিনীর বুলেট, বেয়নেট ও সরকারের গগণ বিদারী হুঁশিয়ারী উপেক্ষা করে রাজধানী ঢাকা শহরের ১২ লক্ষ লোক পূর্ণ ও সর্বাত্মক হরতাল পালন

করে। এই সর্বব্যাপী হরতালে ১৫ জন ছাত্রসহ প্রায় অর্ধ শত আহত ও বহু গ্রেফতার হয়।

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আসাদ স্মরণে তিন দিন ব্যাপী যে শোক দিবস পালনের কর্মসূচী দেয়, ২২ শে জানুয়ারী শোক প্রকাশের প্রথম দিবসে ঢাকার ধর্মঘটী ছাত্র ছাত্রীগণ বেলা সাড়ে এগারটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবন প্রাঙ্গণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিছিল নিয়ে সমবেত হয় এবং বটতলায় স্বল্পকালীন এক শোকসভা অনুষ্ঠানের পর মৃত্যুঞ্জয়ী আসাদের শোকে আচ্ছন্ন জঙ্গী ছাত্রসমাজ নগ্ন পদে এক সুদীর্ঘ শান্তিপূর্ণ নীরব শোক মিছিলে রাজধানী শহর প্রদক্ষিণ করে। কাল পতাকা ও ব্যানারবাহী প্রায় তিন মাইল দীর্ঘ শোক মিছিলে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের বুকে ও বাহুতে ছিল শোকের চিহ্ন কাল ব্যাজ। সশস্ত্র বাহিনী শোক দিবসে কোথাও বাধা প্রদান করে নি। এন এস এফ (দোলন গ্রুপ) সহ সকল ছাত্রদল শোক মিছিলে অংশ নেয়। প্রখ্যাত কবি সুফিয়া কামাল ও বেগম ইদ্রিস সারাক্ষণ মিছিলের সাথে থাকেন। তাছাড়া মিছিল বাহির হওয়ার পূর্বে বিশ্বদ্যিালয়ের বেশ কিছু সংখ্যক কাল ব্যাজ ধারী শিক্ষক শোকসভায় উপস্থিত থাকেন।

২৩শে জানুয়ারী শহীদ আসাদের স্মরণে ঘোষিত শোক দিবসের দ্বিতীয় দিন রাজধানীর তিরিশ সহস্রাধিক শোক বিহ্বল ছাত্র ছাত্রী সন্ধ্যায় গণতান্ত্রিক দাবী সম্বলিত বিভিন্ন শ্লোগানে চারদিক প্রকম্পিত করে শহরে স্মরণাতীত কালের বৃহত্তর মশাল মিছিল বের করে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী অপরাহ্ন চারটা হতে কলা ভবন অঙ্গনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মহল্লা ও আবাসিক এলাকা হতে মিছিল আসতে থাকে। ছাত্র ছাত্রীদের এই সভায় শহীদ আসাদের ভাই রাশীদুজ্জামান তার বৃদ্ধা মাতার বাণী পড়ে শোনান। ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহম্মেদ ছাত্রদের কর্মসূচী ঘোষণার পর মশাল মিছিল আরম্ভ হয়। বিভিন্ন রাস্তায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাত্র মিছিল ও উৎসাহী নাগরিকদের যোগদানের ফলে শেষ পর্যন্ত মিছিলটি এক ঐতিহাসিক মিছিলে পরিণত হয়। মিছিল অগ্রসর হওয়ার সময় রাজপথের দু পাশের বাড়ী ও বিভিন্ন পেট্রোল পাম্প হতে নিঃশেষিত মশাল পুনরায় প্রজ্জ্বলিত করার জন্য তেল ও পেট্রোল সরবরাহ করা হয়। চলমান মিছিলের পাশে ও অগ্র পশ্চাতে শৃঙ্খলার সাথে যানবাহন নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রখ্যাত কবি সুফিয়া কামাল, বেগম তাজউদ্দিন, বেগম জাহানারা মাহমুদ, কামরুন

নাহার লাইলী, বেগম ইদ্রিস, রোকেয়া মহিউদ্দিন, মিসেস হাসান প্রমুখ বিশিষ্ট মহিলা এ মিছিলে যোগদান করেন।

২৪শে জানুয়ারী শহীদ আসাদের স্মরণে ঘোষিত শোক দিবসের শেষ দিন। আজ পূর্ণ হরতাল, সভা ও মিছিলের মাধ্যমে তিনদিনব্যাপী শোক দিবস সমাপ্ত হবে। এই দিন শহরটি যেন বিক্ষোভের শহরে পরিণত হয়। শহরবাসীরা রাজপথে নেমে আসে। রাস্তায় একটি সাইকেলও দেখা যায় নি।

সরকারী ও বেসরকারী অফিসের প্রায় সব কর্মচারী ও কর্মকর্তা অফিস ত্যাগ করে ছাত্রদের বিক্ষোভে যোগ দান করেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ শাখার সভাপতি ও আমার নেতৃত্বে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের চেষ্টায় এ জি অফিসের এ· জি সেলিনা আহম্মেদ সহ উক্ত অফিসের সমস্ত কর্মচারী ও কর্মকর্তাকে অফিস কক্ষ ত্যাগ করাতে আমরা সমর্থ হই। সেলিনা আহম্মেদ অফিস ত্যাগ কালে কিছু সংখ্যক কর্মচারী হাততালি দিতে থাকেন "বহুত আবসুস কা বাত হায়" বলে অফিস ত্যাগ করেন।

একটি বিক্ষোভ মিছিল বায়তুল মোকাররমের উত্তর পাশ দিয়ে মতিঝিলের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে সরকার সমর্থক জাতীয় পারিষদের সদস্য লসকর সাহেবের বাড়ী বিক্ষুব্ধ জনতা পুড়িয়ে দেয়। শুনা যায় বিক্ষুব্ধ জনতার উপর লসকর সাহেবের বাড়ী থেকে গুলী বর্ষণ করা হয়। সত্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবশেন না করায় এ সময় জনতা ইংরেজী পত্রিকা দৈনিক মর্নিং নিউজ ও বাংলা পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান অফিস ভবন সম্পূর্ণভাবে পুড়িয়ে ফেলে। তা ছাড়া স্থানীয় কনভেনশন মুসলীম লীগ অফিস, নবাবপুরস্থ একটি হোটেল এবং দুটি গাড়ীসহ একটি দমকল বাহিনীর গাড়ী জনতা পোড়ায়ে দেয়।

ছাত্রজনতার এক বিরাট মিছিল প্রাদেশিক সচিবালয় ভবন ঘিরে ফেলে। ছাত্রজনতার সঙ্গে শুরু হয় সশস্ত্র পুলিশ ও ই পি আর বাহিনীর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। এ সময়ে আব্দুল গনি রোড দিয়ে ছাত্র জনতার আরও একটি মিছিল পুলিশ ও ই পি আর বাহিনীর বাধাকে অগ্রাহ্য করে পল্টন ময়দানের দিকে এগুতে থাকে। এ মিছিলের উপর ই পি আর বাহিনী গুলী বর্ষণ করে। গুলীতে ঘটনাস্থলেই শহীদ হয় ঢাকার নবকুমার ইনস্টিটিউশনের ১০ম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিভাগের মেধাবী ছাত্র মতিউর রহমান। মতিউর রহমান ছাড়াও রুস্তম ও মকবুলসহ আরো কয়েকজন প্রাণ হারায়।

গণ অভ্যুত্থানকারী জনতা বায়তুল মোকাররমসহ কয়েকটি অস্ত্রের দোকান লুট করে। শোনা গেছে কয়েকটি পুলিশ ফাঁড়িও লুট হয়। আরও বেশ কয়েকটি স্থানে গুলী হয় এবং অনেক হতাহত হয়।

এই দিন রাতে এক সরকারী ঘোষণায় বলা হয় যে, বেসরকারী কর্তৃপক্ষকে সাহায্যের জন্য আজ রাতে সেনাবাহিনী তলব করা হয়েছে। আজ রাত ৮টা হতে আগামী কাল রাত ৮ টা পর্যন্ত ২৪ ঘন্টা ব্যাপী সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে।

এই দিন চট্টগ্রামে ছাত্র ও জনসাধারণের মিছিলের উপর পুলিশের গুলী বর্ষণে ১ ব্যক্তি নিহত ও ৯ ব্যক্তি আহত হয়।

২৫ শে জানুয়ারী আবার সর্বাত্মক হরতালের কথা ঘোষণা দেয়া হয়। এরূপ গণঅভ্যুত্থান দেখে সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য সান্ধ্য আইন জারি করেন এবং ঢাকা শহরের নিয়ন্ত্রণভার সেনাবাহিনীর উপর ছেড়ে দেন। সেনাবাহিনীর এলোপাতারী গুলীতে নাখালপাড়ার একজন মা আনোয়ারা বেগম বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো অবস্থায় নিহত হন। দেশের অন্যান্য স্থান থেকেও গুলী বর্ষণের খবর আসে। তিনজন মারা যায় এবং অসংখ্য লোক আহত হয়।

এই দিন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হতে ২৬ শে জানুয়ারী রোববার হতে মঙ্গলবার পর্যন্ত তিনদিন শোক দিবস পালনের আহবান জানান হয়। বিবৃতিতে আরও জানান হয় যে, ছাত্রদের ১১ দফা দাবীসহ জনগণের সকল দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ছাত্র সমাজের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতির জন্য নিম্নলিখিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য জনসাধারণের প্রতি আহবান জানান।

(১) প্রদেশের সকল জেলা, মহকুমা, থানা, গ্রাম, মহল্লার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রত্যেক শ্রমিক অঞ্চলে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন। উপরোক্ত কমিটি দ্বারা সুসংগঠিভাবে আন্দোলন পরিচালনা ও যোগাযোগ স্থাপন।

(২) আন্দোলনের কর্মপন্থা ঘোষণার জন্য ব্যাপক গণসংযোগ গড়ে তোলা।

(৩) সকল প্রকার জনমতকে সংগঠিত করা।

(৪) গ্রামে গঞ্জে আন্দোলনের বাণী ছড়িয়ে দেয়া এবং সব স্থানে শৃঙ্খল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন।

(৫) আন্দোলনকে সফল করে তোলার জন্য ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক সহ সকল শ্রেণীর নাগরিকের এগিয়ে আসা, সবসময় শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সকল প্রকার সরকারী উসকানির প্রতি সতর্কতা অবলম্বন করা।

(৬) সর্বস্তরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রতি বজায় রেখে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা এবং সব সময় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশ মেনে চলা।

২৬ শে জানুয়ারী নারায়ণগঞ্জ, আদমজীনগর ও সিদ্দিরগঞ্জ শিল্প এলাকায় হাজার হাজার শ্রমিক ও নাগরিকের বিক্ষোভ মিছিল প্রধান প্রধান রাস্তা অবরোধ করলে সেনা বাহিনীর গুলী বর্ষণের ফলে চার জন নিহত ও বহু লোক আহত হয়। এছাড়া ঢাকা শহরে বিভিন্ন স্থানে সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে এবং সান্ধ্য আইন ক্ষণিক শিথিলের সময় বিক্ষোভ দমনে সেনাবাহিনীর গুলীতে বহু লোক আহত হয়।

২৭ শে জানুয়ারী কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ এক ঘোষণায় বলেন, ছাত্রদের ১১ দফা দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। ছাত্র নেতৃবর্গ সরকার কর্তৃক সান্ধ্য আইনের মেয়াদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধির তীব্র নিন্দা করেন এবং অনতিবিলম্বে তা প্রত্যাহারের এবং সেনা বাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়ার দাবী জানান। জনসাধারণ ও শ্রমিক সমাজকে তাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্য অভিনন্দন জানান। সরকার ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জ শহরের বিভিন্ন এলাকায় যে তীব্র দমন নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন তার তীব্র নিন্দা করেন।

এই দিন জাতীয় পরিষদে এমন এক চরম বিশৃঙ্খলা ও তুমুল হট্টগোলের সৃষ্টি হয় যা সচারাচর দেখা যায় না। ৫/৬ জন বিরোধী দলীয় সদস্য এক সংগে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে সান্ধ্য আইন জারি করার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি আলোচনার জন্য একটি মূলতবী প্রস্তাব উত্থাপনের দাবী জানালে স্পীকার যে মন্তব্য করেন তাকে কেন্দ্র করেই তুমুল হট্টগোলের সৃষ্টি হয়। স্পীকারের মন্তব্যে বিরোধী ও স্বতন্ত্রদলীয় সদস্যগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন। তারা বলিষ্ঠ কন্ঠে স্পীকারের মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন। তারা স্পীকারের নিকট বলেন যে, আপনার ইচ্ছামত আপনি যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। তারপর স্পীকার ৫ জন বিরোধী দলীয় সদস্য মিজানুর রহমান চৌধুরী, আবুল কাশেম, মুখলেছুজ্জামান, ফরিদ আহম্মদ ও মতিয়ুর রহমানকে আজকের জন্য পরিষদ কক্ষ ত্যাগের নির্দেশ দেন। সদস্যগণ এ নির্দেশ অমান্য করলে স্পীকার তাদের বলপূর্বক বের করে দেয়ার জন্য সার্জেন্টকে নির্দেশ দেন। স্পীকারের নির্দেশে সশস্ত্র

সার্জেন্ট বিরোধী দলীয় সদস্যদের দিকে অগ্রসর হলে প্রায় সব বিরোধী দলীয় সদস্য দন্ডায়মান হন এবং মাইকের ডান্ডা হাতে নেন। সার্জেন্ট ফরিদ আহম্মেদের নিকট এলে প্রায় সব বিরোধী দলীয় সদস্য তার সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন এবং সার্জেন্টকে বাধা দেন। পরিষদের এরূপ তুমুল উত্তেজনা এবং চরম বিশৃঙ্খলাপূর্ণ অবস্থায় স্পীকার তখন অধিবেশন ১৫ মিনিটের জন্য মুলতবী ঘোষণা করেন। এ দিন সান্ধ্য আইন অত্যন্ত কড়াকড়ি থাকায় ঢাকায় উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটে নি। তবে নারায়ণগঞ্জের নাইল্লাপাড়ায় ২ জন কিশোর ই পি আর এর গুলী বর্ষণে আহত হয় এবং নারায়ণগঞ্জে কারফিউ এলাকার নিকটে পুলিশ গ্রামবাসীদের মারপিট করার সময় মজনু নামক ৬ বছরের একটি শিশু মারা যায় এবং তার মা মমতাজ বেগমও আহত হন।

২৮ শে জানুয়ারী– আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১ নম্বর আসামী শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য বিশেষ ট্রাইব্যুনালের নিকট ভারতীয় অর্থ ও অস্ত্রের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ অস্বীকার করেন। ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ সমাপ্তির পর শেখ মুজিবুর রহমান জবানবন্দীতে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন। শেখ মুজিবুর রহমান ষড়যন্ত্রকারীদের বৈঠকে যোগদান করেছেন এবং তাদের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করেছেন বলে অভিযোগ আনা হয়েছে। শেখ মুজিবুর রহমানের জবানবন্দীর পূর্ণ বিবরণ নিচে দেয়া হলঃ

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বিবৃতিতে বলেন, "স্কুল শিক্ষা গ্রহণের সময় হইতেই আমি পাকিস্তান অর্জনের জন্য নিরলসভাবে সংগ্রাম করিয়াছি। আমি প্রাক আজাদী যুগের ভারতীয় ও বঙ্গীয় মোছলেম লীগ প্রতিষ্ঠানের অত্যন্ত সক্রিয় সদস্য ছিলাম এবং লেখাপড়া জলাঞ্জলি দিয়াও আমি পাকিস্তান দাবী হাসেলের জন্য কাজ করিয়া গিয়াছি। আজাদী লাভের পর মোছলেম লীগ পাকিস্তানের জনসাধারণের আশা–আকাংখার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার ফলে ১৯৪৯ সালে আমরা মরহুম জনাব এইচ এস সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ গঠন করি। আওয়ামী লীগ পূর্বেও নিয়মতান্ত্রিকতার পথ অনুসারী একটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিগণিত ছিল এবং এখনও উহা সেই রূপই রহিয়াছে।

১৯৫৪ সালে আমি প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হই এবং পরে আমি জাতীয় পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলাম। আমি দুইবার পূর্ব পাকিস্তান

সরকারের উজির হইয়া ছিলাম। উহা ছাড়াও আমি গণচীন রিপাবলিকে প্রেরিত পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করিয়াছিলাম। জনসাধারণের কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দল গঠনের জন্যই ইতিপূর্বে এই সময়ের মধ্যে আমাকে কয়েক বৎসর কারাভোগ করিতে হইয়াছে। সামরিক শাসন প্রবর্তনের পর বর্তমান সরকার আমার উপর নির্যাতন চালাইতে শুরু করেন। তাঁহারা ১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবর তারিখে পূর্ব পাকিস্তান জন নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স অনুসারে আমাকে গ্রেফতার করেন এবং প্রায় দেড় বৎসরকাল আমাকে বিনাবিচারে আটক রাখেন। আমি এইভাবে আটক থাকার সময় তাহারা আমার বিরুদ্ধে ছয়টি ফৌজদারী মামলা রুজু করেন কিন্তু সকল অভিযোগ হইতে আমি সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করি। ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর অথবা ১৯৬০ সালের জানুয়ারী নাগাদ আমি উক্ত আটক অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করি। আমার মুক্তি লাভের সময় আমার উপর এই মর্মে বিধি নিষেধ জারি করা হয় যে, ঢাকা ত্যাগ করিতে হইলে আমাকে লিখিতভাবে আমি কোন কোন স্থানে যাইতে চাই তাহার বিবরণ স্পেশাল ব্রাঞ্চকে জানাইতে হইবে। গোয়েন্দা বিভাগের লোকেরা সব সময় ছায়ার মত আমার পিছনে থাকিয়াছে। অতপর ১৯৬২ সালে বর্তমান শাসনতন্ত্র জারি করার প্রাক্কালে আমার নেতা মরহুম এইচ এস সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়। সেই সময় আমাকেও জন নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স অনুসারে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয় এবং প্রায় ছয়মাস কাল আমাকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর পাকিস্তানের উভয় অংশেই অন্যতম রাজনৈতিক দল হিসাবে ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং সম্মিলিত বিরোধী দলের অন্যতম অঙ্গদল হিসাবে আমরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। সম্মিলিত বিরোধী দলের পক্ষ হইতে প্রেসিডেন্ট পদের জন্য প্রার্থী হিসাবে জনাব আইয়ূব খানের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে মোহতারেমা মিস ফাতেমা জিন্নাহকে মনোনয়ন দান করা হয়। আমরা তখন নির্বাচনী অভিযান শুরু করি। আমার বক্তৃতাসমূহ সম্পর্কে কয়েকটি মামলা রুজু করিয়া পুনরায় আমার বিরোধিতা ও আমাকে হয়রানি করিতে শুরু করেন।

১৯৬৫ সালে ভারতের সহিত যুদ্ধ চলিতে থাকার সময় যে সকল রাজনৈতিক নেতা ভারতীয় আক্রমণের নিন্দা করেন, আমি তাহাদের অন্যতম এবং সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে পুরাপুরিভাবে সমর্থন করার জন্য আমি আমার পার্টি ও জনসাধারণের প্রতি

আহবান জানাই। যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য করার জন্য আহবান জানাইয়া আমার প্রতিষ্ঠান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ও উহার সকল ইউনিটের নিকট সার্কুলার প্রেরণ করি। উক্ত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের ভবনে যে সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উহার পক্ষ হইতে আমি এই অংশের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সহিত একটি যুক্ত বিবৃতি ইসু করি। উক্ত বিবৃতিতে ভারতীয় আক্রমণের নিন্দা করা হয় এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করিয়া যাওয়ার জন্য এবং দেশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সাহায্য করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আহবান জানান হয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তান সফরে আগমন করিলে আমন্ত্রিত হইয়া আমি স্বয়ং এবং অন্যান্য সকল রাজনৈতিক নেতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। উক্ত সাক্ষাতকারের সময় আমি পূর্ব পাকিস্তানকে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনদান এবং যুদ্ধের সময়ের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তানকে প্রতিরক্ষার ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিয়া তোলার জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন জানাই। কারণ যুদ্ধের সময়ে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান এবং বিশ্বের অবশিষ্ট অংশ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আমি তাসখন্দ ঘোষণাকেও সমর্থন করিয়াছিলাম। কারণ আমার পার্টি ও আমি অগ্রগতির জন্য বিশ্ব শান্তিতে বিশ্বাসী বিধায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে যাবতীয় আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা হওয়া উচিত বলিয়া মনে করি।

১৯৬৬ সালের গোড়ার দিকে লাহোরে একটি সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনের বিষয় নির্বাচনী কমিটির নিকট আমি পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্যাবলীর নিয়মতান্ত্রিক সমাধানের উপায় হিসাবে ছয়দফা কর্মসূচী পেশ করি। ৬দফা কর্মসূচীতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয়কেই পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন দানের কথা বলা হইয়াছে। অতপর আমার পার্টি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ছয় দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং যাহাতে দেশের উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্যমূলক অবস্থা দূর করা যাইতে পারে। তাহার জন্য ৬ দফার অনুকূলে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে আমরা জনসভা অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই। ইহাতে সরকারী যন্ত্র এবং প্রেসিডেন্টসহ সরকারী দলের নেতৃবৃন্দ আমার প্রতি 'অস্ত্রের ভাষায়' ও গৃহযুদ্ধের হুমকী প্রদান করেন। এবং আমার বিরুদ্ধে ডজন খানেকেরও বেশী মামলা রুজু করিয়া আমাকে হয়রানী করিতে শুরু করেন। তাহারা প্রথমে ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে যশোরে আমাকে গ্রেফতার করেন। এ সময়ে আমি খুলনা জনসভা অনুষ্ঠানের পর

যশোর হইয়া ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিতেছিলাম। আপত্তিকর বলিয়া কথিত বক্তৃতাদানের অভিযোগে ঢাকা হইতে প্রেরিত গ্রেফতারী পরোয়ানা বলে তথায় আমাকে আটক ও গ্রেফতার করা হয়। আমাকে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয়। আমি ঢাকা সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির হই কিন্তু তিনি আমার জামিন মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করেন। তবে মাননীয় দায়রা জজ আমার জামীন করিলে ঐ দিনই আমাকে মুক্তি দেওয়া হয়। আমি সন্ধ্যা সাতটার সময় স্বগৃহে আগমন করি। ঐ দিনই রাত আটটার সময় সিলেটে তথাকথিত আপত্তিকর বক্তৃতা দানের ব্যাপারে সিলেট হইতে প্রেরিত একটি গ্রেফতারী পরোয়ানাসহ পুনরায় পুলিশ আমার গৃহে উপস্থিত হয়। আমাকে তখন গ্রেফতার করা হয় এবং ঐদিনই রাত্রিতে পুলিশ পাহারাধীনে আমাকে সিলেটে লইয়া যাওয়া হয়। পরদিন সকালে সিলেটের মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট নেওয়া হয়। তিনি আমার জামীনের আবেদন প্রত্যাখান করেন এবং তিনি আমাকে জেলে পাঠান। পরদিন সিলেটের দায়রা জজ আমার জামীন মঞ্জুর করেন। মুক্তিদানের পর পুলিশ মোমেনশাহীর এক জনসভায় আপত্তিকর বলিয়া কথিত একটি বক্তৃতা দানের দায়ে মোমেনশাহী হইতে প্রেরিত একটি গ্রেফতারী বলে সিলেটে আমাকে গ্রেফতার করে। আমাকে মোমেনশাহীর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির করা হয়। অনুরূপভাবে তিনি আমার জামীন মঞ্জুর করিতে অস্বীকার করেন। আমাকে মোমেনশাহী জেলে প্রেরণ করেন। ধারাবাহিকভাবে এই সকল গ্রেফতার, হয়রানি ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হয়। পরদিন মোমেনশাহীর দায়রা জজ আমার জামীন মঞ্জুর করেন এবং জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আমি ঢাকা প্রত্যাবর্তন করি। ১৯৬৬ সালে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে সম্ভবতঃ ৮ই মে তারিখে আমি নারায়ণগঞ্জে এক জনসভায় বক্তৃতাদান করি এবং রাত্রিতে আমি আমার বাসায় প্রত্যাবর্তন করি। ঐ দিন রাত্রি একটার সময় পুলিশ পাকিস্তান রক্ষাবিধি অনুসারে আমাকে গ্রেফতার করে। উহার পরই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী তাজউদ্দীন আহম্মেদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ, প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট মুজিবুর রহমান, চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী এম এ আজিজ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগর প্রাক্তন ট্রেজারার নূরুল ইসলাম চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের লেবার সেক্রেটারী জহুর আহম্মদ চৌধুরী সহ অন্যান্য বহু সংখ্যক পার্টি নেতাকে যুগপৎ গ্রেফতার করা হয়। কয়েক দিন পরে এম এন এ ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অর্গানাইজিং

সেক্রেটারী মিজানুর রহমান চৌধুরী, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পাবলিসিটি সেক্রেটারী এ মোমেন, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সোসাল সেক্রেটারী ওবাইদুর রহমান, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শামসুল হক, ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট হাফিজ মোহাম্মদ মুসা এডভোকেট ও আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমদ, প্রাক্তন উজির ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, প্রাক্তন এম এন এ আমজাদ হোসেন, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট মুস্তাফা সারোয়ার, নারায়ণগঞ্জ আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী মহিউদ্দিন আহম্মদ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অফিস সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ এডভোকেট ও অন্যতম নেতা জনাব শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের অফিস সেক্রেটারী জনাব সিরাজুদ্দিন আহম্মদ, রাজারবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব হারুন অর রশীদ, তেজগাঁ ইউনিয় আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব শাহাবুদ্দিন চৌধুরী, ঢাকা সদর নর্থ আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী আব্দুল হাকিম এবং অন্যান্য বহু সংখ্যক কর্মী ও ছাত্র এবং শ্রমিক নেতাকে পাকিস্তান রক্ষা বিধির ৩২ ধারা অনুসারে গ্রেফতার করা হয় ও কারাগারে আটক রাখা হয়। তাহারা আমার দুইজন ভ্রাতুষ্পুত্র প্রাক্তন জি এস, ই পি এস, এল শেখ ফজলুল হক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শেখ সহিদুল ইসলামকেও কারারুদ্ধ রাখিয়াছে। ইহা ছাড়াও সরকার পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় বাংলা সংবাদ পত্র ইত্তেফাককে নিষিদ্ধ করিয়াছেন। উহার একমাত্র কারণ এই যে, উক্ত পত্রিকা কখনও কখনও আমার পার্টির অভিমতকে সমর্থন করিত, সরকার উহার প্রেসকেও বাজেয়াফত করিয়াছেন, উহার সম্পাদক ও আন্তর্জাতিক মর্যাদা সম্পন্ন সাংবাদিক জনাব তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে আটক করেন। তাহাকে দীর্ঘদিন যাবৎ কারাগারে আটক রাখেন এবং তাহার বিরুদ্ধে কয়েকটি ফৌজদারী মামলা রুজু করেন। চট্টগ্রামের গুরুত্বপূর্ণ আওয়ামী লীগ নেতা এবং চট্টগ্রাম মুসলীম চেম্বার অব কমার্সের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ও চট্টগ্রাম পোর্ট ট্রাস্টের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব ইদ্রিসকেও পাকিস্তান রক্ষা বিধি অনুসারে কারারুদ্ধ করা হয়। আমাদের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে আমার পার্টি ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন তারিখে সাধারণ ধর্মঘট আহবান করে। সারা প্রদেশে অনুষ্ঠিত এই প্রতিবাদ ধর্মঘটের সময় ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পুলিশ গুলী চালায়। এতে ১১ জন নিহত হয়, প্রায় ৮০০ জন

কর্মীকে গ্রেফতার করা হয় এবং অন্যান্য অসংখ্য লোকের বিরুদ্ধে কতিপয় মামলা রুজু করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জনাব মোনায়েম খান কম বেশি খোলাখুলিভাবেই দলে দলে অফিসার ও অন্যদের বলেন যে, যতদিন তিনি বর্তমান থাকবেন ততদিন শেখ মুজিবুর রহমানকে কারাগারে থাকিতে হইবে। ইহা অনেকেরই জানা আছে। আমাকে আটক রাখার পর হইতে আমাকে সেন্ট্রাল জেলের মধ্যে কতিপয় বিচারের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবং ঐ সময় ঢাকা সেন্ট্রাল জেলেই আদালতের অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হইত। উক্ত আটক ব্যবস্থায় প্রায় ২১ মাস পরে ১৯৬৮ সালের ১৭ই – ১৮ই জানুয়ারী নাগাদ ১ টার সময় আমাকে আটক অবস্থা হইতে মুক্তি দেওয়া হয় এবং জেলগেট হইতে কতিপয় সামরিক কর্মচারী আমাকে জোরপূর্বক ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে লইয়া আসে এবং তথায় একটি রুদ্ধ কক্ষে আমাকে আটক রাখা হয়। আমাকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়। নির্জন কক্ষে আটক রাখা হয় এবং আমাকে কাহারও সহিত দেখা করিতে দেওয়া হয় নাই। আমাকে এমনকি খবরের কাগজও পড়িতে দেওয়া হয় নাই। দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরিয়া আমাকে কার্যতঃ বিশ্বের অবশিষ্ট অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই সময়ে আমার প্রতি অমানুসিক মানসিক নির্যাতন চালান হয় এবং আমাকে যাবতীয় সুখ সুবিধা হইতে বঞ্চিত রাখা হয়। সেই মানসিক নির্যাতন সম্বন্ধে যত কম বলা যায় ততই ভাল।

১৮ই জুন তারিখে অর্থাৎ বর্তমান মামলা শুরু হওয়ার ঠিক একদিন আগে সর্ব প্রথম আমি এডভোকেট জনাব আব্দুস সালাম খানের সহিত সাক্ষাৎ করি এবং আমি তাহাকে অন্যতম আইনজ্ঞ হিসাবে নিযুক্ত করি।”

এইদিন পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ওয়ালী গ্রুপ) সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ রাত সোয়া ন'টায় নিজ বাসভবন হতে গ্রেফতার হন।

৩০ শে জানুয়ারী বিরোধী দলের সদস্য মৌলবী ফরিদ আহম্মদ জাতীয় পরিষদে কারফিউ জারি সংক্রান্ত একটি অধিকার প্রস্তাব উথাপনের অনুমতি চেয়ে অভিযোগ করেন যে, শহরে কারফিউ জারি এবং দেখামাত্র গুলী করার নির্দেশ দেয়ার ফলে আমার স্বাভাবিক ও অবাধ কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়েছে। ডেপুটি স্পীকার আবদুল মতিন তার অধিকার প্রস্তাবটি বাতিল করে দেন।

বিরোধী দলের সদস্য আরও বলেন, "আমি সান্ধ্য আইন জারির বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আবেদন করেছিলাম। সরকার দেখামাত্র গুলী করার বা সেনাবাহিনী তলবের নির্দেশ প্রদর্শন করতে সক্ষম হন নি। রেডিও পাকিস্তানের ডাইরেক্টর জেনারেলের নিকট এই নির্দেশের ঘোষণা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান যে, প্রাদেশিক সরকারের নির্দেশ মোতাবেক তা করা হয়েছে। প্রাদেশিক সরকারের জনৈক মুখপাত্র এ সম্পর্কে জানান যে, সরকার কারফিউ জারির নির্দেশ দিয়েছেন কিন্তু গুলী করার কোন নির্দেশ দেন নি। ফরিদ আহম্মদ বলেন, 'সেনাবাহিনীর গুলীর ফলে লোক মারা গেছে এবং বাড়াবাড়ি হয়েছে। এ অবস্থার সাথে আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা জড়িত এবং আমি জনগণের সাথে যোগাযোগের স্বাভাবিক কাজ করতে পারিনি।'

পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে সান্ধ্য আইন জারি করার জন্য নিন্দা ও অনতিবিলম্বে তা প্রত্যাহার করে সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে নেয়ার আহবান জানান। পাবনা হতে বিবৃতিতে প্রবীণ নেতা বলেন যে, দেশের বিভিন্ন স্থানে সান্ধ্য আইন জারি করে সেনাবাহিনী তলবের মাধ্যমে সাধারণ জনগণের উপর গুলী, লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে যে অকথ্য নির্যাতন চালানো হচ্ছে এবং যেভাবে দেশব্যাপী পাইকারীহারে গ্রেফতার করা হচ্ছে তাতে দেশের বর্তমান বিস্ফোরণমুখ পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটছে। সরকারের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অধিকার অপহরণের ফলেই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্রদের ১১ দফা ভিত্তিক ঐতিহাসিক আন্দোলন ও দাবীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন করে বলেন যে, এতে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের দীর্ঘদিনের স্থায়ী ন্যায্য দাবীসমূহ স্থান পেয়েছে। তিনি বলেন, এ সকল দাবীর জন্য আন্দোলন করতে ছাত্র সমাজ ও জনসাধারণ যে চরম দমন নীতির শিকারে পরিণত হচ্ছে তজ্জন্য আমি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। উপসংহারে ভাসানী বললেন, ছাত্রদের ১১ দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন এবং ছাত্র ও জন সাধারণের উপর অমানসিক নির্যাতনের সক্রিয় প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য সকল দলীয় কর্মী ও ইউনিটের প্রতি নির্দেশদান করেছেন।

৩১শে জানুয়ারী জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের নেতা নুরুল আমীন সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, জনগণের আস্থাহীন বর্তমান সরকার জনগণের ন্যায্য দাবী না মানলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে সে জন্য সরকারই দায়ী থাকবেন।

জাতীয় পরিষদের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনাকালে বিরোধী দলীয় নেতা উপরোক্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। সংসদে সকল বিরোধী দলের পক্ষ হতে তাদের নেতা নূরুল আমীন তার বক্তব্যে দেশের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য সরকারকেই দায়ী করেন এবং বলেন যে, জন সাধারণের দাবী পূরণ না হওয়া পর্যন্ত দেশের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ব্যাপক আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, জনগণ আজ খাইবার হতে কক্স বাজার পর্যন্ত ঐক্যের অজেয় প্রাকার তৈরী করেছে। এ অবস্থা মোকাবেলার জন্য সরকারকে নতুন দর্শনের ভিত্তিতে অগ্রসর হতে হবে। তাঁর পূর্বে পরিষদের নেতা সবুর খান প্রায় সোয়া এক ঘন্টা সরকারী নীতি ও পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। সবুর খান তার বক্তব্যে ছাত্রদের ১১ দফার একটি দাবী ছাড়া বাকী ১০টি দাবীই ছাত্রদের নয় বলে উল্লেখ করেন। তাছাড়া সরকারী সম্পত্তি বিনষ্ট ও অগ্নি সংযোগ সম্পর্কে নিন্দাজ্ঞাপন না করার জন্য বিরোধী দলীয় নেতার সমালোচনা করেন।

নূরুল আমীন সরকারের সমালোচনা করে আরও বলেন, "আমি ১৯৬৫ সাল হইতে যাহা বলিতেছি তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়িতে বলিব। কিন্তু বৃদ্ধ বলিয়া সরকার আমার কথায় কর্ণপাত করেন না। পূর্ব হইতে আমার বক্তব্য শ্রবণ করিলে এই ঘটনা ঘটিত না। এখন তাঁহারা হতাশ, সব কিছুই রাজনীতিকদের উপর দায়িত্ব দিতেছেন। তিনি বলেন, সরকার কাহারও ন্যায্য দাবী মানিয়া লন নাই। তাহারই বিষ্ফোরণ আজ ঘটিয়াছে। সরকার সভ্য পদ্ধতির কথা উচ্চারণ করিতেছেন, বর্তমান সরকার কোন সভ পদ্ধতিতে শাসন চালাইতেছেন? তাহারা বলপূর্বক ক্ষমতায় আসিয়াছেন। তাঁহারা যুদ্ধের ভাষায় কথা বলার হুমকী দেন। তিনি বলেন, বর্তমান জরুরী অবস্থার কোন যৌক্তিকতা নাই। প্রাদেশিক সরকারের যদি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা না থাকে তবে তাদের অস্তিত্বের প্রয়োজন নাই। তিনি দেশ রক্ষা আইনের ব্যাপক প্রয়োগ সম্পর্কে অভিযোগ করে বলেন যে, সরকার এই আইনের অপপ্রয়োগ করে বিরোধী দলের সদস্যদের এবং জনগণের বিরুদ্ধে ইহা প্রয়োগ করছেন। যে কেহই তাদের দাবী নিয়ে এগিয়ে আসলে দেশরক্ষা আইনের কবলে পড়েন। তিনি ভুট্টোর গ্রেফতারের কথা উল্লেখ করে বলেন, যিনি সাত বছর এই সরকারের সেবা করেছেন এবং যাকে উচ্চপর্যায়ের খেতাব "হেলালে পাকিস্তান" ভূষিত করা হয়েছে, তাকেই এই আইনে আটক করা হয়।"

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৯ সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ শনিবার দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, ১১ দফা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন ছাড়া কোন প্রকার আপোষ মীমাংসার অবকাশ নাই। ১১ দফা সমর্থন করে না এমন কোন দল বা নেতার পিছনে ছাত্র সমাজ থাকবে না। পক্ষান্তরে যে কোন রাজনৈতিক দল, নেতা, কৃষক-শ্রমিক ছাত্রদের তথা শোষিত জনগণের প্রাণের দাবী ১১ দফার সমর্থনে এগিয়ে আসবেন, ছাত্র সমাজ তাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে শরীক হবে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাই ১১ দফা কর্মসূচীর আন্দোলনকে আরও ব্যাপক, সুসংগঠিত ও জোরদার করে তোলার উদ্দেশ্যে শহর, বন্দর, থানা, মহল্লা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠনের জন্য ছাত্র-জনতার প্রতি উদাত্ত আহবান জানান। এইদিন দুপুর সাড়ে বারোটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সাধারণ ছাত্র সভায় উপরোক্ত দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করা হয়। রাজধানীর ছাত্র সমাজ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের ব্যাপক গ্রেফতারের প্রতিবাদে প্রতীক সাধারণ ধর্মঘট পালন সহকারে সভায় যোগদান করেন। এই সভাকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন এলাকায় বিভিন্ন মোড়ে মিলিটারী অবস্থান নেয় এবং মাইকযোগে ছাত্রদের সভা করার জন্য নিষেধ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি তোফায়েল আহম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই ছাত্র সভায় বক্তৃতা দেন ছাত্র নেতা সামসুদ্দোহা, মাহবুব উল্লাহ, খালেদ মোহাম্মদ আলী ও ফখরুল ইসলাম। গত শুক্রবার জাতীয় পরিষদে পরিষদ নেতা খান এ সবুর ১১ দফার একটি দাবী ছাড়া বাকী দশটি দাবীই ছাত্রদের নয় বলে যে মন্তব্য করেন ছাত্র নেতৃবৃন্দ তার জবাবে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে যে, ছাত্ররা এদেশের এবং এ সমাজেরই সচেতন অংশ, সে হিসেবে দেশের শোষিত জনগণের মুক্তির জন্য ছাত্র সমাজ অবশ্যই কর্মসূচী গ্রহণ করবে। সভায় ছাত্র বক্তাগণ সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন যে, ১৯৫৮ সনের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে রাজনীতিতে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করার পরিণতি কখনই শুভ হতে পারে না। তারা অভিযোগ করেন যে, গত ১৭ই জানুয়ারী হতে এ পর্যন্ত পুলিশ, ই পি আর ও মিলিটারী বাহিনীর গুলীবর্ষণে কেবলমাত্র ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে শতাধিক লোক নিহত হয়েছে। এনমনকি সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকার সময় পুলিশ ও সেনাবাহিনী মা-বোনদের মর্যাদা পর্যন্ত ক্ষুন্ন করতে কুণ্ঠাবোধ করে নি। সভায় মোমেনশাহী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টাফ কোয়ার্টারে পুলিশ ও ই পি আর বাহিনীর অবৈধ অনুপ্রবেশের তীব্র নিন্দা করেন।

একই দিনে বাগেরহাটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্ররা সকালে একটি মিছিল বের করল। পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদুনে গ্যাস ও গুলী বর্ষণের ফলে ২ জন আহত ও ছাত্রসহ মোট ৫৩ জন গ্রেফতার হয়। ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার জলিরপাড়ে একটি বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশের গুলী বর্ষণের ফলে ১ ব্যক্তি নিহত হয় বলে সরকারী সূত্রে প্রকাশ করা হয়।

রাতে মাস পহেলা বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বলেন, "শাসনতন্ত্র ঐশীবাণী নহে। ইহা পরিবর্তন করা যাইতে পারে। আলাপ আলোচনার জন্য শীঘ্রই দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিবর্গকে আমন্ত্রণ জানাইব। পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যে কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে কোন দ্বিধা নাই।"

ছাত্রদের উদ্দেশে বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বলেন, বর্তমান অচলাবস্থার অবসানের জন্য ছাত্রদের প্রায় সকল দাবী দাওয়া মেনে নেয়া হয়েছে। নয়া ব্যবস্থার ফলে শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রায় সকল অসুবিধা দূরীভূত হবে এবং দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এক নব যুগের সূচনা হবে।

২রা ফেব্রুয়ারী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ঘোষণা করে যে, ১১ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত ছাত্র জনতার আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। কোন আপোষমূলক সিদ্ধান্তই সংগ্রামী ছাত্র সমাজ মেনে নেবে না। দেশব্যাপী সরকারী নির্যাতন, বেপরোয়া গুলীবর্ষণ ও ছাত্র গণহত্যা এবং পাইকারী গ্রেফতারের প্রতিবাদে অনুষ্ঠিত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সভায় উপরোক্ত দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করে আরও বলা হয় যে, ১১ দফা দাবীর আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য যে কোন মহলের ষড়যন্ত্রকে সংগ্রামী ছাত্রসমাজ প্রতিহত করবে।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক ফৌজুল আকবরের সভাপতিত্বে ছাত্র সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে জলিরপাড় ও বাগেরহাটে পুনরায় গুলীবর্ষণ ও গণহত্যা, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদুল্লাহসহ আহত ছাত্রদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান হয়। এ ছাড়া সভায় দেশব্যাপী পাইকারীহারে ছাত্র, শ্রমিক-কৃষক, রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের গ্রেফতার করার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে সকল ছাত্র, রাজবন্দীর মুক্তির দাবী জানান হয়।

পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি মাহবুব মোর্শেদ শাহীনওয়ালা বার সমিতিতে ভাষণদানকালে বলেন যে, বহু পূর্বেই বিরোধী দলের নেতৃবর্গের সাথে গোল টেবিল বৈঠকের প্রয়োজন ছিল, তাহা অনুষ্ঠানের পূর্বে সরকার কর্তৃক দেশে শান্তি ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি ছাড়াও শেখ মুজিবুর রহমান, জুলফিকার আলী ভুট্টো ও ওয়ালী খান সহ সকল রাজবন্দী ও ছাত্র নেতাদের মুক্তিদানের প্রয়োজন। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত আলোচনাকালে দাবীসমূহ কাটছাট অথবা ব্যক্তি বিশেষের সাথে গোপন আলাপ আলোচনা করা উচিত হবে না। আলোচনার যুক্তিসমূহ যাহাই হোক না কেন তা প্রকাশ্য এবং সমগ্র জাতির সম্মুখে পেশ করতে হবে। তিনি কোন প্রকার ছলচাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ না করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান। বিরোধী দলের দাবী ন্যায়সঙ্গত ও অত্যন্ত সামান্য এবং অবিলম্বে সরকারের উহা মানিয়া নেয়া উচিত। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে কেন্দ্রে হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মনোভাবের কথা জোরের সাথে তিনি অস্বীকার করেন।

৩রা ফেব্রুয়ারী সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ দ্ব্যর্থহীন কন্ঠে ঘোষণা করেন যে, শেখ মুজিব, ওয়ালী খান, ভুট্টো, মোজাফফর আহমদ সহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করে কোন রাজনৈতিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হতে পারে না। জনগণের দাবী দাওয়া মেনে নেয়ার জন্য গোলটেবিল বৈঠকের প্রয়োজন নেই। একমাত্র ঐক্যবদ্ধ গণ আন্দোলনের মাধ্যমেই ছাত্র-জনতার প্রাণের দাবী ১১ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়িত করা সম্ভব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন প্রাঙ্গণে বটতলায় অনুষ্ঠিত এক বিরাট ছাত্রসভায় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত দৃঢ় অভিমত প্রকাশ করেন। সেনাবাহিনীকে ছাউনীতে প্রত্যাবর্তন ও ১৪৪ ধারা প্রত্যাহারের দাবীতে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে গুলীবর্ষণ, ব্যাপক ছাত্র-গণহত্যা, নির্যাতন ও পাইকারী গ্রেফতারের প্রতিবাদে গতকাল রাজধানী ঢাকার স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মঘটী ছাত্র ছাত্রীগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিছিল সহকারে বটতলায় আয়োজিত ছাত্র সভায় মিলিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি তোফায়েল আহম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ ছাত্র সভায় বক্তৃতা দেন ছাত্রনেতা সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক, মোস্তাফা জামাল হায়দার, আব্দুর রউফ ও ফখরুল ইসলাম।

ছাত্র নেতৃবৃন্দ তাদের ভাষণে বলেন যে, দেশ ব্যাপী ছাত্র জনতার দুর্বার আন্দোলনের চাপে পড়েই ক্ষমতাসীন মহল গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব

উত্থাপন করেছেন কিন্তু এতে দেশের শোষিত মানুষের মৌলিক সমস্যাবলী সমাধানের বিন্দুমাত্র স্বদিচ্ছার প্রকাশ নেই। তারা বলেন, ঐক্যবদ্ধ গণআন্দালনে বিভেদ সৃষ্টির জন্যই সুপরিকল্পিতভাবে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তার মাস পহেলা বেতার ভাষণে আপোষমূলক আলাপ আলোচনার জন্য "দায়িত্বশীল" রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানোর কথা উল্লেখ করেন। ছাত্র নেতৃবৃন্দ সভায় প্রশ্ন করেন যে, জনপ্রিয় নেতৃবৃন্দকে কারাগারে নিক্ষেপ করে কোন্ রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে? তারা অভিমত দেন যে, জরুরী অবস্থা, দেশরক্ষা আইন ও ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার, সকল ছাত্র রাজবন্দীর মুক্তি, নির্যাতন বন্ধ ঘোষণা, সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা প্রদান, সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের মাধ্যমে দেশের বর্তমান অস্বাভাবিক পরিস্থিতির অবসানই রাজনৈতিক আন্দোলনের পূর্ব শর্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫ই ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যাবলী সমাধানের জন্য আগামী ১৭ই ফেব্রুয়ারী বিরোধী দলের সাথে আলোচনার প্রস্তাব করেন। রাওয়ালপিন্ডিতে এ আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। আজ সকালে রাওয়ালপিন্ডি হতে লাহোর আগমনের পর বিমান বন্দরে প্রেসিডেন্ট সাংবাদিকদের তা জানান। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বলেন যে, আজ নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের নিকট এ মর্মে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ লিপিও তিনি প্রেরণ করেছেন। তিনি বলেন যে, "নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানকে আমি বলেছি যে আপনিই সর্বত্তোম। বিচারক, আমার পক্ষ হয়ে আপনি যাকে চান তাকে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। প্রস্তাবিত আলোচনায় মওলানা আব্দুল আমিদ খান ভাসানীকে আমন্ত্রণ জানানোর সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট বলেন যে তিনি আসতে চান কিনা এবং অন্যদের সঙ্গে যোগদান করবেন কিনা সে সম্পর্কে তিনি অবগত নন। এ সম্পর্কে কিছু বলা খুবই কষ্টকর। রাজবন্দীদের মুক্তি ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আলোচনায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক নন বলে কোন কোন রাজনৈতিক নেতা জানিয়েছেন। উত্তরে প্রেসিডেন্ট বলেন যে, যাদের বিরুদ্ধে প্রকৃত মামলা রয়েছে তাদের তাড়াহুড়া করে মুক্তি দেয়া যায় না। এ বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হতে পারে। প্রেসিডেন্ট বলেন যে, তাদের পক্ষ হতে কোন দাবী জানান নি। দেশের স্বার্থে ও ন্যায়সঙ্গত মীমাংসার জন্য তিনি সকলকে মিলিত হওয়ার আহবান জানান।

নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি মনোনয়নদানের দাবী প্রেসিডেন্টের নিকট হতে আমন্ত্রণ পত্র লাভের পর আজ ঢাকা আগমনকরেন।

৬ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী এন এন এ কে জানান যে আওয়ামী লীগ পার্টির প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতি ব্যতীত প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবে না। তিনি বলেন যে, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানের নিকট তাদের দলের মত ব্যক্ত করেছেন, তারা আলোচনার সুষ্ঠু আবহাওয়া সৃষ্টির জন্য সকল রাজবন্দীদের মুক্তি, আদালত ও ট্রাইবিউনালের সকল রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার ও জরুরী অবস্থা প্রত্যাহারেরদাবীকরেছেন।

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী রাজনৈতিক প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের আলোচনা প্রস্তাব সম্পর্কে কোন মন্তব্য করতে অস্বীকৃতি জানান। পাবনা হতে এখানে আগমনের পর তিনি বলেন যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও নসরুল্লাহ খানের মধ্যে আলোচনার প্রস্তাব করা হয়েছে এ সম্পর্কে তাঁর কিছুই বলার নেই।

৭ই ফেব্রুয়ারী গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির আহবায়ক নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কেন্টনমেন্টে সামরিক তত্ত্বাবধানে দু'ঘন্টা কাল আলোচনা করেন। নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান আলোচনার পর সাংবাদিকদের জানান যে, আলোচনা সন্তোষজনক হয়েছে। আগামী দু এক দিনের মধ্যে তিনি পুনরায় শেখ সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করবেন বলে জানান। তাঁরা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন।

৮ই ফেব্রুয়ারী সকালে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানীর সাথে প্রায় এক ঘন্টা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে আলোচনাকালে "পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসনের দাবী" বর্জিত ৮ দফার ভিত্তিতে আলোচনার জন্য গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তবে তিনি ন্যাপের ১৪ দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে আলোচনা করতে রাজী আছেন। নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান দুপুরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রাদেশিক ন্যাপের (ওয়ালী গ্রুপ) সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের সাথে গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে

আলোচনা করেন। এদিকে ন্যাপ নেতা মাহমুদুল হক উসমানী ঢাকা আগমন করেই অপরাহ্নে কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ন্যাপের সভাপতি ও অন্যান্য নেতৃবর্গের সাথে আলোচনা করেন। ন্যাপ (ওয়ালী গ্রুপ) ওয়ার্কিং কমিটি সন্ধ্যায় এক বৈঠকে গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব বিবেচনা করেন।

পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত প্রায় দুই লক্ষাধিক ছাত্র জনতার এক মহতী সভায় ৯ই ফেব্রুয়ারী সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ এক প্রস্তাবের মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, আশু গণদাবী আদায় ও দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বিরোধী দলীয় নেতৃবর্গকে প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত হতে দেয়া হবে না। এই দুই লক্ষাধিক ছাত্র– নাগরিকদের সভার সকলে হাত উত্তোলন করে বর্তমান সরকারের প্রতি অনাস্থাসূচক প্রস্তাবের উপর সমর্থন জানান। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবানে রাজধানী ঢাকাসহ প্রদেশব্যাপী 'শপথ দিবস' পালিত হয়। এ উপলক্ষেই বিকেলে পল্টন ময়দানে বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রারম্ভে সাম্প্রতিক আন্দোলনে নিহত শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সকাল হতেই রাজধানী ঢাকায় সর্বত্র ছাত্রদের স্লোগানমুখর খন্ড খন্ড মিছিল বের হতে থাকে। সমগ্র শহরটি যেন অপরাহ্ন পর্যন্ত মিছিলের শহরে পরিণত হয়। সন্ধ্যায় জনসভা সমাপ্ত হলে পল্টন ময়দান হতে লক্ষাধিক ছাত্রজনতার এক বিরাট গণমিছিল শহরের রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। সভা শেষে পল্টন ময়দানে জনসমুদ্রের সম্মুখে ১৯৬২ সনের বর্তমান শাসনতন্ত্র ও "প্রভু নয় বন্ধু" পুস্তকের কপি মঞ্চের উপর পুড়িয়ে দেয়া হয়।

এ ছাড়া সভায় ক'টি কুশপুত্তলিকা পুড়িয়ে দেয়া হয়।

সভাপতির ভাষণে ডাকসুর সহ–সভাপতি তোফায়েল আহম্মদ জনসভায় সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যে, ১১ দফা কর্মসূচী কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের দাবী নয়। উহা দেশের আপামর জনসাধারণের বাঁচার দাবী এবং সংগ্রামী ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধভাবে এ কর্মসূচী প্রণয়ন করেছে এবং উহা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবেই। তিনি বলেন, ছাত্ররা ক্ষমতায় আসীন বা উজির হতে চায় না, তারা কেবল জনগণের মুক্তিসনদ ১১ দফার বাস্তবায়ন দেখতে চায়। তিনি আরও বলেন, যে রাজনীতি সাধারণ মানুষের দাবী দাওয়াকে প্রদর্শিত ও অধিকারকে কেড়ে নেয়, সেই রাজনীতিতে ছাত্র সমাজের কোন বিশ্বাস নেই। বরং যে রাজনীতিতে দেশ ও

দেশবাসীকে সেবা করা যায় তার প্রতিই ছাত্রদের শ্রদ্ধা রয়েছে। তিনি ঘোষণা করেন যে, জনতার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের নিকট সরকারের অবশ্যই নতি স্বীকার করতে হবে।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম নেতা সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক এই বিরাট জনসমাবেশে বলেন যে, দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই আমাদের বাঁচার দাবী ১১ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের অগ্রগতি সাধিত হবে। তাই আজ সংগ্রামী ছাত্রজনতা জনগণের সরকার কায়েমের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তিনি বলেন, গত দশ বছর একচেটিয়া নির্যাতন ও শোষণের ফলেই আজ গণমানসে অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠেছে। তারই বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেশব্যাপী গণঅভ্যুথান দেখা দিয়েছে। ছাত্রনেতা বলেন, গোলটেবিল বৈঠকের কতিপয় সুযোগ সুবিধার মধ্য দিয়ে নহে একমাত্র ১১ দফা দাবীর বাস্তবায়নের পরই ছাত্রজনতার বিজয় সূচিত হবে এবং তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা বাঞ্ছনীয়। জনাব সাইফুদ্দিন মানিক দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে আরও বলেন, একমাত্র ঐক্যবদ্ধ সুশৃঙ্খল ব্যাপক গণ আন্দোলনের মাধ্যমেই দেশের জনগণের সরকার কায়েম এবং সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদের শোষণ হতে জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি সম্ভব। তিনি বলেন, রক্তের বিনিময়ে সংগ্রামী ছাত্র সমাজ ১১ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে সেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনেরই সূচনা করেছে। উহাকে সাফল্যের সাথে পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশের সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল কৃষক-শ্রমিক তথা সকল মেহনতী জনতাকে আন্দোলনে কাতারবন্দী হতে হবে।

অন্যতম ছাত্র নেতা মোস্তাফা জামাল হায়দার জনসভায় বলেন যে, ১১ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে আমরা আজ নূতনভাবে আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে প্রবেশ করতে চলেছি। তাই প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদী মহল ভীত হয়ে উঠেছে। তারা বুঝতে পেরেছে যে, তাদের মৃত্যু ঘন্টা বাজতে চলেছে। ছাত্রনেতা বলেন, সে কারণেই ছাত্র জনতার এই ঐক্যবদ্ধ দুর্বার গণজাগরণকে বিভ্রান্ত করার জন্য স্বার্থবাদী মহল হতে ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতা হয়েছে। কিন্তু জাগ্রত জনতাকে কোন ষড়যন্ত্রের দ্বারা আর বিভ্রান্ত করা যাবে না। মোস্তফা জামাল হায়দার বলেন, শোষণে আর শাসনে মানুষের ক্ষোভ আজ বিক্ষোভের স্তূপে পরিণত হয়েছে। জনগণ আজ সকল সাম্রাজ্যবাদ, সামান্তবাদ, পুঁজিবাদী শোষণ হতে মুক্তি চায়।

অন্যতম ছাত্র নেতা ফখরুল ইসলাম ঘোষণা করেন যে, শহীদের রক্তকে সাক্ষী রেখে আমরা শপথ নিয়েছি। আন্দোলনের পথ হতে সরে দাঁড়াবনা। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার জন্য গোলটেবিল বৈঠকের কোন প্রয়োজন নেই। ছাত্র সমাজ কোন আপোষমূলক প্রস্তাবই মেনে নেবে না।

পল্টনের জনসভা শেষে সন্ধ্যায় প্রায় লক্ষাধিক নাগরিকের এক বিরাট মিছিল রাজপথে বের হয়। সন্ধ্যার পর কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তিদান করা হবে, জনসভায় এই সংবাদ প্রচারিত হবার পর শ্লোগানমুখর উক্ত গণমিছিল বিভিন্ন রাজপথ প্রদক্ষিণ করে বন্দীদের বীরোচিত সংবর্ধনা জানাবার উদ্দেশ্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার সম্মুখে উপস্থিত হয় এবং কেন্দ্রীয় কারাগারের চারপাশের সকল পথ ঘিরে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। কিন্তু তখন কোন রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি না হওয়ায় মিছিলকারীগণ নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন এবং বন্দী মুক্তি আন্দোলনের জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

আওয়ামী লীগ আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিব সহ সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবী গোলটেবিল বৈঠকের পূর্বশর্ত হিসেবে উথাপন করেন। শেখ মুজিবকে বাদ দিয়ে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান তাদের পক্ষে সম্ভব নয় বলে তারা দৃঢ়মত পোষণ করেন। বিশেষ করে ন্যাপসহ আরও কয়েকটি দল তাদের এ দাবী সমর্থন করেন। ৮ দফার এক ও দুই নম্বর দাবী যথাক্রমে (ক) ফেডারেল পদ্ধতির পার্লামেন্টারী সরকার (খ) সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন বৈঠকের পূর্ব শর্তরূপে গ্রহণের পক্ষপাতি।

এই দিন গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির সদস্যগণ রাত নয়টায় নূরুল আমীন খানের বাসভবনে গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সভায় মিলিত হন এবং এ সভা রাত এগারটা পর্যন্ত চলে। সোমবার সকাল দশটায় উক্ত সভা পুনরায় আরম্ভ হবে। 'ডাক' বৈঠকের সাথে সংশ্লিষ্ট সূত্র হতে প্রকাশ গোলটেবিল বৈঠকের সাফল্যের প্রেক্ষিতে দেশের একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হবার সম্ভাবনার আভাস পাওয়া গেছে। অনুষ্ঠিত 'ডাক' 'বৈঠকে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান ও সালাম খান (পি ডি এসম পন্থী আওয়ামী লীগ), মিয়া মমতাজ দওলতানা (কাউন্সিল মুসলীম লীগ), নূরুল আমীন ও হামিদুল হক চৌধুরী (এন ডি এফ), চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও ফরিদ আহম্মদ (নেজামে ইসলাম), সৈয়দ নজরুল

ইসলাম ও কামরুজ্জামান (৬ দফা আওয়ামী লীগ), মুফতী মোহাম্মদ ও পীর মোহসীন আহমদ (ওলামায়ে ইসলাম), সৈয়দ আমীর হোসেন শাহ ও অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ন্যাপ (ওয়ালী গ্রুপ) এবং মিয়া তোফায়েল মোহাম্মদ ও আব্দুর রহীম (জামায়াতে ইসলামী) যোগদান করেন। এদিন মওলানা ভাসানী সরকারকে এই মর্মে হুঁশিয়ার করে দেন যে, কংগ্রেস মুসলীম লীগের ১৪ দফা দাবী অস্বীকার করায় যেভাবে ভারত বিভক্তির প্রয়োজন হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্রদের ন্যায়সঙ্গত ১১ দফা দাবী অগ্রাহ্য করলে অনুরূপ দুঃখজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। তিনি আগামী নির্বাচন সাফল্যজনকভাবে বর্জন করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন যে, জনসাধারণ যে ভোটের মাধ্যমে পাকিস্তান কায়েম করেছিল রাতারাতি জনগণের সে অধিকার হরণ করা হয়েছে। তিনি বলেন, ছাত্র-জনতাকে গুলী করার জন্য পুলিশের অভাব না হলেও দেশের অরাজকতা দূর করার জন্য পুলিশের অভাব দেখা যায়। আল্লাহর হুকুমে এবার জনসাধারণ জেগে উঠছে। জনতার অপ্রতিরোধ্য সংগ্রাম দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে। তিনি বলেন, যে ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানে বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্রুগ মিশন রিপোর্ট কার্যকরী করা হচ্ছে না সেক্ষেত্রে বিনা কারণে পশ্চিম পাকিস্তানে বারবার রাজধানী পরিবর্তন করা হচ্ছে। তিনি কালবিলম্ব না করে জনদাবীর নিকট নতি স্বীকার করার জন্য সরকারকে আহবান জানান।

১০ই ফেব্রুয়ারী 'ডাক' আহবায়ক নসরুল্লাহ খান সকাল ১০ টায় প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খানের সঙ্গে অকস্মাৎ সাক্ষাৎ করেন এবং আগরতলা মামলা প্রত্যাহার সম্পর্কিত আওয়ামী লীগের দাবী সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেন। সে সময় তিনি পূর্বশর্ত সম্পর্কেও আলোচনা করেন। এ দিন প্রেসিডেন্ট তার ৯ দিনব্যাপী পূর্ব পাকিস্তান সফর সংক্ষিপ্ত করে লাহোর হয়ে পিন্ডির পথে ঢাকা ত্যাগ করেন। ইতিপূর্বে সকাল দশটায় নূরুল আমীন খানের বাসভবনে 'ডাক' এর নির্ধারিত মুলতবী বৈঠক শুরু হওয়ার সময় নওয়াবজাদা প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। তিনি এক ঘন্টা পরে ফিরে এলে 'ডাক' এর বৈঠক বিলম্বে শুরু হয়। নওয়াবজাদা অপরাহ্নে দু'ঘটিকায় সেনানিবাসে শেখ মুজিবের সাথে একঘন্টা ব্যাপী গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁর সাথে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান মিজানুর রহমান চৌধুরী, খন্দকার মোশতাক আহম্মদ ও মোল্লা জালাল উদ্দিন ছিলেন।

আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি নওয়াবজাদার সাথে শেখ মুজিবের সাক্ষাতের পর বেলা চারটায় শেখ মুজিবের ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে পুনরায় মিলিত হন। বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ডাক এর দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধানত উক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। রাতে পুনরায় আওয়ামী লীগ নেতৃবর্গ বৈঠকে মিলিত হন। আজকের 'ডাক' এর বৈঠকে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানকারীদের নাম নির্ধারণ করার স্তর পর্যন্ত আলোচনায় অগ্রসর না হয়েই বৈঠক পরের দিন সকাল সাড়ে ন'টা পর্যন্ত মুলতবী হয়ে যায়।

১১ই ফেব্রুয়ারী সকাল সাড়ে দশটা হতে বারটা পর্যন্ত দেড় ঘন্টাব্যাপী ডাকবৈঠক প্রধানতঃ শেখ মুজিবের মুক্তি সংক্রান্ত তথা আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের প্রশ্নে ও অন্যান্য দলের বক্তব্যরের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকাশ থাকে যে, আওয়ামী লীগ গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান সম্পর্কে তার সিদ্ধান্তে অটল থাকায় 'ডাক'–এর গোলটেবিল বেঠকে যোগদানের প্রশ্নে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত গোলটেবিল সম্মেলনে যোগদানের প্রশ্নে 'ডাক' কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করেই পরের তারিখ পর্যন্ত বৈঠক মুলতবী রাখে।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ঢাকা ত্যাগ কালে সাংবাদিকদের নিকট ইঙ্গিত করেন যে, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করা সম্ভব নয় এবং বলেন উহার সাথে সামরিক ও বেসামারিক নাগরিক ও দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। তিনি লাহোর পৌঁছে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিবের মুক্তির দাবী সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ যদি আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবী পূর্বশর্তের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য চাপ সৃষ্টি বন্ধ না করে তবে ডাক এর পক্ষে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করার সম্ভবনা সম্পর্কে রাজনৈতিক মহল সন্দেহ প্রকাশ করেন। শেখ মুজিবকে মুক্ত না করে ডাক গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করার সিদ্ধান্ত নিলে আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত ডাক এর অঙ্গদল হিসেবে নাও থাকতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে ডাকের ভাঙ্গন সৃষ্টি হতে বাধ্য। এ ক্ষেত্রে লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য ডাক সম্মেলন গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের পক্ষে আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবী প্রশ্নটি কিভাবে মীমাংসা করা হবে উাহাই এখন মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংকট দেখা দেয়ার প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক মহল মনে করেন যে, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান আগরতলা মামলা প্রত্যাহার দাবী সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে রাজী করাতে ব্যর্থ হয়েছেন। গোলটেবিল বেঠকে যোগদানের পূর্বে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি সংক্রান্ত প্রেসিডেন্টের

নিকট হতে "আরও ব্যাখ্যা' গ্রহণের জন্য লাহোরে বৈঠকের স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে বলে ডাক এর জনৈক নেতা উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন যে, ডাক প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব গ্রহণ করলে গোলটেবিল বৈঠকে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নও আইনের সাথে সম্পাদিত বিষয়াদিই কেবলমাত্র উথাপিত হবে।

১২ ই ফেব্রুয়ারী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিভুক্ত (ভাসানী পন্থী) জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের তিন জন সদস্য মসিউর রহমান (রংপুর), মিয়া আরিফ ইফতেখার (লাহোর) ও মুজিবুর রহমান চৌধুরী (রাজশাহী) আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগ করেন। পরিষদে পদত্যাগ পত্র পেশকালে উক্ত তিনজন সদস্য জানান যে, তাদের দলের সিদ্ধান্ত ও দলীয় নেতা মওলানা ভাসানীর নির্দেশক্রমে তারা পদত্যাগ করেছেন। মসিউর রহমান পদত্যাগপত্র পেশকালে ব্যক্তিগত ব্যাখ্যাদানকালে বলেন যে, গণহত্যা ও নির্যাতানের প্রতিবাদে ন্যাপের ১৪ দফা ও ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবীর সমর্থনে এবং নির্যাতিত ছাত্র শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতি সমবেদনা জানানোর জন্য তিনি পদত্যাগ করলেন। মসিউর রহমান বলেন যে, তার পদত্যাগ বিরোধীদল ও সরকারের মধ্যকার প্রস্তাবিত আলোচনা বানচাল করার উদ্যোগ নহে; উহা গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনা আরো শক্তিশালী করে তুলবে। তিনি আরও বলেন যে, গত সাত বছর জাতীয় পরিষদ সদস্য থাকাকালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সাথে তিনি ন্যূনপক্ষে ৫০ বার সাক্ষাৎ করেছেন এবং তিস্তা বাধ নির্মাণ, দশ বিঘা করে যে সকল চাষী জমি চাষ করে তাদের খাজনা মওকুফ, শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরীদান এবং হামিদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট বাতিলসহ ছাত্রদের বিভিন্ন দাবী দাওয়া মেনে নেয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে বুঝাবার প্রয়াস পেয়েছেন। উহাতে তিনি শুধু আশ্বাস দিয়েছেন কিন্তু কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি।

মিয়া আরিফ ইফতেখার আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলেন, বর্তমান সরকারের আমলে এক কোটি তিরিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তিসহ তিনি অনেক কিছু হারিয়েছেন। তিনি উহার পরিবর্তে জরুরী আইন প্রত্যাহার, সার্বজনীন ভোটাধিকার ও মৌলিক অধিকারেরদাবীজানান।

এ দিন পূর্ব পাকিস্তানে ৬ দফা পন্থী আওয়ামী লীগ দলের ৪ জন জাতীয় পরিষদ সদস্য পদত্যাগ করেন। পদত্যাগকারী এ চার জন এম এন এ হলেন কামরুজ্জামান, ইউসুফ আলী, মিজানুর রহমান চৌধুরী ও এ বি এম নূরুল ইসলাম।

আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির নিকট তারা পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের নেতা এবং জাতীয় পরিষদের স্পীকারের নিকট এ পদত্যাগ পত্র প্রদান করেন।

১৩ ই ফেব্রুয়ারী পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলীম লীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাসেম এক বিবৃতিতে বলেন যে মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এবং শেখ মুজিব ছাড়া কোন আলাপ আলোচনাই পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করতে পারবে না। সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে কাউন্সিল মুসলীমলীগ সম্পাদক বলেন, প্রেসিডেন্ট বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক দলসমূহের সাথে গোলটেবিল বৈঠকে বসে রাজনৈতিক বিষয়াদির যে মীমাংসার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং বৈঠকের সাফল্যের জন্য জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার ও রাজবন্দীদের মুক্তিদান করে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির যে অভিপ্রায় প্রকাশ করেছেন উহা প্রশংসার যোগ্য; কিন্তু সাথে সাথে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তিদানের অক্ষমতা প্রকাশ করে যে মন্তব্য করেছেন তা আমাকে মর্মাহত করেছে। তিনি বলেন, সকল বিরোধী দলের নেতৃবর্গ শেখ মুজিবের দেশপ্রেমের প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে তাঁর নেতৃত্ব মেনে নিতে বলেন। এমতাবস্থায় তাঁকে মুক্তিদানের সরকারী স্বীকৃতি দেশের সকল রাজনৈতিক দলের দেশপ্রেমের প্রতি কটাক্ষের সামিল। আবুল কাসেম আরও জানান যে, মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে মেহনতী মানুষের জন্য সংগ্রাম করে আসছেন। তাঁকে আলোচনায় উপেক্ষা করা প্রেসিডেন্টের উচিত হবে না। গোলটেবিল বৈঠকের জন্য গুলীবর্ষণ ও লাঠি চার্জ বন্ধ করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি মাহবুব মোর্শেদ অদ্য বলেন যে, বর্তমান দমনমূলক কার্যকলাপ ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির অবসান না ঘটলে প্রেসিডেন্ট ও বিরোধী দলের মধ্যে প্রস্তাবিত আলোচনা সাফল্যমন্ডিত হতে পারে না। অনুরূপ আলোচনার জন্য যথোপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীতা রয়েছে। বিচারপতি মাহবুব মোর্শেদ এখানে জেলা বার সমিতির সদস্যদের এক সমাবেশে বক্তৃতা দান কালে বলেন যে, আকাশ বাতাস যখন গুলীর আওয়াজে বিক্ষুব্ধ, যখন জনগণের উপর নির্বিচারে লাঠিচার্জ করা হচ্ছে তখন আলোচনা কোন মতে সাফল্যমন্ডিত হতে পারে না। প্রসঙ্গক্রমে বিচারপতি মোর্শেদ বলেন, সরকার যদি প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক সংকটের সমাধান করতে চান তবে অবশ্যই গুলীবর্ষণ ও লাঠিচার্জ বন্ধ করতে হবে।

১৪ ই ফেব্রুয়ারী দেশব্যাপী ছাত্র জনতা, নির্যাতন ও নিপীড়নের প্রতিবাদে এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির (ডাক) ৮ দফা দাবীর ভিত্তিতে সারা পাকিস্তানে সাধারণ হরতাল পালিত হয়। এবারই প্রথম দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধভাবে পাকিস্তানে হরতাল পালন করেছেন। 'ডাক' বহির্ভূত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী পন্থী) এয়ার মার্শাল আজগর খান, সাবেক প্রধান বিচারপতি মোর্শেদ, জাতীয় পরিষদের সাবেক স্পীকার ফজলুল কাদের চৌধুরী, গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি হরতালের প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন। এছাড়া সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা কর্মসূচীর আন্দোলনকে আরও জোরদার করে যাবার উদ্দেশ্যে আজ শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল হরতাল পালনের জন্য দেশবাসীর নিকট উদাত্তআহবানজানান।

এদিন বিকেলে পল্টন ময়দানে তিন লক্ষাধিক সংগ্রামী নাগরিকের এক ঐতিহাসিক জনসমাবেশে মহানগরী প্রকম্পিত হয়ে উঠে এবং নির্যাতনী সরকার অবসানে বলিষ্ঠ শপথ গ্রহণ করা হয় । কেন্দ্রীর গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক আহূত হরতাল দিবসের এই জনসভায় জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের নেতা নূরুল আমীন সভাপতিত্ব করেন এবং সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক তোফায়েল আহম্মদ সভাটি পরিচালনা করেন। উক্ত সভার শুরুতেই ছাত্র শ্রমিক জনতা হাত তুলে লাখো কণ্ঠে উচ্চারিত শ্লোগানের মধ্যে ছাত্রদের ১১ দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন এবং গোলটেবিল বৈঠকের পূর্বশর্ত. হিসেবে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবী করেন। পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে পল্টনে আজকের জনসভার মত বৃহৎ জনসভা আর হয় নি। ময়দানে স্থান সংকুলান না হওয়ায় জনসভায় আগত জনতা স্টেডিয়াম, জিন্নাহ এভিনিউ ভবন সমূহের শীর্ষ জমায়েত হন। উক্ত সভায় 'ডাক' নেতৃবর্গের বক্তৃতার সময় ছাত্র শ্রমিক জনতা ছাত্রদের ১১ দফা দাবীর প্রতি সমর্থন দানের দাবী জানান এবং বক্তাগণ বারংবার বাধা প্রাপ্ত হন। ফলে 'ডাক' এর পক্ষ হতে যে সমস্ত নেতৃবর্গ বক্তৃতা দেয়ার কথা ছিল তাদের অধিকাংশই বক্তৃতা দিতে পারেন নি। ফলে উক্ত বিশাল জনসভাটি শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় পরিণত হয়। সভায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক তোফায়েল আহম্মদ, আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহম্মদ, কেন্দ্রীয় নেত্রী

আমেনা বেগম, আঞ্চলিক ডাকের আহবায়ক খন্দকার মোস্তাক আহমেদ, মোজাফফর আহমদ এবং মৌলবী ফরিদ আহম্মদ বক্তৃতা করেন।

সৈয়েদ নজরুল ইসলাম

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম বলেন যে, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার, শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীদের মুক্তিদান ও জরুরী অবস্থা প্রত্যহার না করা হলে আওয়ামী লীগ গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করবে না। তিনি আরও বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবী কেবলমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের নয় সমগ্র পাকিস্তানবাসীর। তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবী পশ্চিম পাকিস্তানেও উঠেছে। শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি প্রদান না করলে গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সহিত কোন আপোষ করবে না। আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে বহু আন্দোলনের জন্ম হয়েছে এবং বহুলোক জীবন দিয়েছে। এ আন্দোলনের প্রতিধ্বনি পশ্চিম পাকিস্তানে শোনা যায়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ আজ এ আন্দোলনে সামিল হয়েছে। আন্দোলনের জন্য ঐক্য ও শৃঙ্খলা অটুট রাখার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, ঐক্যবদ্ধ না হলে কোন দাবী আদায় হবে না। তিনি বলেন যে, আমরা ভিক্ষা করতে চাই না, সংগ্রামের মাধ্যমে দাবী আদায় করতে চাই।

তোফায়েল আহম্মদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ–সভাপতি ও সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের নেতা তোফায়েল আহম্মদ পল্টনের জনসমুদ্রের উদ্দেশে বলেন যে, ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকের অনুপ্রেরণায় আজ দেশব্যাপী যে গণআন্দোলন দেখা দিয়েছে ১১ দফার বাস্তবায়ন ছাড়া উহার অবসান ঘটবে না। পূর্ব পাকিস্তানীদের মনের কথা ও প্রাণের দাবীসমূহের প্রতিফলন বিহীন কোন সমাধানই এদেশের মানুষ মেনে নিবেন না। তিনি আরও বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়া না হলে, এ জন জোয়ারকে শান্ত করা যাবে না। এক পর্যায়ে তোফায়েল আহম্মদ ১১ দফার প্রতি সভায় সমবেত মানুষের সমর্থন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করেন। এ জিজ্ঞাসার জবাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ হাত তুলে ১১ দফার প্রতি সমর্থন জানান অতপর তোফায়েল আহম্মদ বলেন, ১১ দফা এবং শেখ মুজিবের মুক্তি ছাড়া এ দেশে বর্তমানে

রাজনৈতিক আন্দোলন চলতে পারে না। তিনি বলেন, ছাত্রদের ১১ দফার আন্দোলন কৃষক ও শ্রমিকের সহায়তা ও সমর্থনে নিরবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যাবে। কোন আপোষ রফায় তা থামবে না।

তাজউদ্দিন আহম্মদ

সদ্য কারামুক্ত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন বলেন, ১১ দফার প্রবক্তা ছাত্র সমাজ অনেক রাজবন্দীর মুক্তি এনেছে। কিন্তু যতদিন শেখ মুজিবের মুক্তি না হবে ততদিন ছাত্র জনতার আন্দোলন থামবে না,' কোন সমস্যা সমাধান হবে না। তিনি বলেন যে, এই জনতাই আমাদের ক্ষমতা, এই জনতার আন্দোলনে অনেক লৌহকপাট খুলে গেছে। আর বেশী দিন নাই যখন সমস্ত লৌহকপাটের দ্বার খুলে যাবে।

এই সময় দেশের সমগ্র প্রশাসনই যেন ছাত্র সমাজের হাতে চলে আসে। দিনের বেলা ইকবাল হলেই প্রশাসনের মূল কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। সন্ধ্যার পর কিছুটা নিরাপদ আশ্রয় মনে করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাগুলো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরে বাংলা হলেই অনুষ্ঠিত হতে থাকে। সন্ধ্যার পর ছাত্র নেতারাই প্রকৌশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে এসে জমায়েত হন। শেরে বাংলা হলের ছাত্রলীগের সভাপতি হিসেবে আমার উপর দায়িত্ব পড়ে অনেক। ঘন ঘন হরতাল ও গণআন্দোলনের মুখে সরকারী প্রশাসন একেবারে অচল হয়ে পড়ে। হরতালের দিন কোন কর্মচারী–কর্মকর্তা অফিস আদালতে যেতেন না বা যেতে সাহস পেতেন না।

১৫ই ফেব্রুয়ারী আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে ক্যান্টনমেন্টে আটক অবস্থায় গুলী করে হত্যা করা হয়। এই অপবাদ দিয়ে যে, তিনি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। ষড়যন্ত্রকারীরা এ দিন তার ঘরের দরজা ইচ্ছাকৃতভাবে খোলা রাখে। তিনি ঘর থেকে বের হওয়ার সংগে সংগেই তাকে গুলী করে হত্যা করা হয়। একইভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের ঘরের দরজাও খোলা রাখা হয়েছিল। শেখ মুজিব তাঁদের চক্রান্ত বুঝতে পেরে কোন সময় ঘর থেকে বের হন নি। এরূপ গণ আন্দোলনে দিশেহারা হয়ে সরকার শেখ মুজিবকেও হত্যা করার চক্রান্ত করেছিলেন বলে প্রতীয়মান হয়। এই দিন বিকেলে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কায়েদে আজম হলের সন্মুখে ছাত্রদের এক বিরাট প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবুর

রহমানকে হত্যার ষড়যন্ত্র চলেছে বলে ছাত্রলীগের ছাত্ররা কেঁদে আর্তনাদে ফেটে পড়েন।

সরকারী প্রেস রিলিজ

"ঢাকা, ১৫ই ফেব্রুয়ারী–আজ রাত্রি আট ঘটিকার দিকে চর্তুদশ ডিভিশনের পক্ষ হইতে প্রকাশিত এক প্রেস রিলিজে বলা হয়,প্রহরীকে নিরস্ত্র করার মাধ্যমে পলায়নের চেষ্টাকালে গুলীবিদ্ধ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দুই অভিযুক্ত ব্যক্তি ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক, ও ফ্লাইট সার্জেন্ট জহুরুল হকের দেহে আজ অস্ত্রোপচার করা হয়। তাহারা ঢাকার মিলিটারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রহিয়াছেন। উহাতে বলা হয়,ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হকের বুকে গুলী লাগে। তাহার আবস্থার সন্তোষজনক উন্নতি হইলেও এখন পর্যন্ত বিপদমুক্ত বলা যায় না। অপর আহত ব্যক্তি ফ্লাইট সার্জেন্ট জহুরুল হকের তলপেটে গুরুতর যখম হয়। তাহার অবস্থাও অনিশ্চিত। তাহাদের উভয়কেই বাঁচাইবার জন্য রক্তদান সহ সম্ভাব্য সকল চেষ্টা চালানো হইতেছে। উল্লেখ্য যে, শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ ব্যক্তি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার সাপেক্ষে বর্তমানে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট সামরিক হেফাজতে রহিয়াছে।"

পরের দিন ১৬ই ফেব্রুয়ারী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হতে ছাত্রদের এক বিরাট মিছিল এলিফ্যান্ট রোডস্থ চিত্রা ভবনে যায় এবং ফ্লাইট সার্জেন্ট জহুরুল হকের লাশ নিয়ে এক বিরাট শোক মিছিল নিয়ে পল্টনে উপস্থিত হয়। জহুরুল হকের মৃত্যুর সংবাদে সকাল ১১টার দিকে পল্টন ময়দানে আতাউর রহমান, ওসমানী সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীর বিরাট ছাত্র জনতা সেখানে উপস্থিত হন। সেখানে জানাজার পর তাঁকে আজীমপুর গোরস্থানে দাফন করা হয়।

বিকেলে মওলানা ভাসানী পল্টনে অসংখ্য বিক্ষুব্ধ শ্রমিক এবং জনতার উদ্দেশে এক বিপ্লবী ভাষণ দেন। ভাষণের পর জনতা আবদুল গনি রোডে প্রাদেশিক মন্ত্রী মংশু প্রু এবং সুলতান আহম্মদের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর আগুন ছড়িয়ে পড়ে নগরীর বিভিন্ন স্থানে সরকারী বাসভবনে। তথাকথিত আগরতলা মামলার বিচারক বিচারপতি এম এ রহমান এর বাসভবন এবং অফিস জনতার রুদ্ররোষে ভস্মিভূত হয়। রহমান বাবুর্চির পোশাকে পালিয়ে যান। অনেক জায়গায়

গোলাগুলী হয়। অনেক ছাত্র শ্রমিক জনতা হতাহত হয়। আবার সান্ধ্য আইন জারি করা হয়।

১৭ ই ফেব্রুয়ারী ডাকের পক্ষ হতে যে সকল নেতা প্রেসিডেন্টের সহিত রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগদান করবেন, ডাকের আহবায়ক নসরুল্লাহ খান অদ্য তাদের নাম ঘোষণা করেন। উক্ত নেতাগণ হলেন কাউন্সিল মুসলীম লীগ– মমতাজ মোহাম্মদ খান দওলতানা, খাজা খয়েরুদ্দিন, জমিয়তুল ওলেমায়ে– মুফতী মাহমুদ ও পীর মোহসেন উদ্দিন, পি ডি এম পন্থী আওয়ামী লীগ– নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান এবং আব্দুস সালাম খান জামায়াতে ইসলাম–মওলানা আবুল আলা মওদুদী এবং অধ্যাপক গোলাম আজম, নেজামে ইসলাম পার্টি– চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও মৌলবী ফরিদ আহম্মদ, রিকুইজিশান পন্থী ন্যাপ–খান আব্দুল ওয়ালী খান এবং অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মদ। এন ডিএফ–নুরুল আমীন ও হামিদুল হক চৌধুরী ৬ দফা প্রন্থী আওয়ামী লীগ– শেখ মুজিবুর রহমান এবং তৎকর্তৃক মনোনীত অপর একজন।

এই দিন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির (ডাক) সুপারিশ অনুযায়ী প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক আগামীকাল পর্যন্ত স্থগিত রাখতে রাজী হন। কেন্দ্রীয় তথ্য উজির খাজা সাহাবুদ্দিন বলেন, গোলটেবিল বৈঠক আগামী ১৯শে ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট ভবনে শুরু হবে, তবে আজ সন্ধ্যায়ই ঘরোয়া আলোচনা শুরু হয়ে যেতে পারে। প্রেসিডেন্ট এছাড়া ভাসানী পন্থী ন্যাপ ও ভুট্টোর পিপলস পার্টিসহ স্বতন্ত্র নেতা এয়ার মার্শাল আজগর খান, লেঃ জেনারেল আজম খান এবং এস এম মোর্শেদকে আমন্ত্রণ জ্ঞাপনের বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করে দেখছেন। শেখ মুজিবের অংশগ্রহণের বিষয়টি সর্ম্পকে তিনি গতকালই সম্মতি দিয়েছেন। প্রেসিডেন্টের সহিত বৈঠকে মিলিত হওয়ার জন্য ডাক এর নেতৃবর্গ আজ পি আই–এর বিশেষ বিমান যোগে বিমান বন্দরে পৌছলে তাদের সমর্থনে ও বিরুদ্ধে মুহু মুহু স্লোগান শোনা যায়। ডাক নেতৃবৃন্দকে স্বাগত জানানোর জন্য বিমান বন্দরে কেন্দ্রীয় তথ্য উজির খাজা সাহাবুদ্দিন, প্রেসিডেন্টের বিশেষ উপদেষ্টা ফিদা হাসান, প্রেসিডেন্টের মিলিটারী সেক্রেটারী মেজর জেনারেল মোহাম্মদ রফি খান উপস্থিত থাকেন।

১৮ ই ফেব্রুয়ারী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের প্রফেসর সামসুজ্জোহা ছাত্র এবং সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে মংঘাত যাতে না ঘটে সে জন্য তিনি ছাত্রদের ফিরিয়ে আনতে এগিয়ে যান । তিনি সশস্ত্র বাহিনীর একজন কর্মকর্তার সংগে কথা বলার চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বেয়নেটে স্বাগত জানান হয়। এ খবর দেশবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে আন্দোলন আরও নতুনভাবে মোড় নেয়। সন্ধ্যায় ঢাকায় এ খবর পৌছতেই হাজার হাজার মানুষ সান্ধ্য আইন ভংগ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। এঘটনায় রাতে ঢাকা শহরের কোথায় কি ঘটনা ঘটছে তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে না। তবে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সান্ধ্য আইন ভংগ করে যে মিছিল বের করেছিল তাতে সেনাবাহিনীর গুলীতে কেহ হতাহত না হলেও দৌড়াদৌড়িতে অনেক আহত হয়।

১৯ শে ফেব্রুয়ারী সান্ধ্য আইন ভংগ করে শহরের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষুব্ধ জনতার উপর গুলী বর্ষণে শহরে কম পক্ষে ৪ জনের মৃত্যু ও ৭২ জন আহত হয়, তন্মধ্যে ৩৫ জন বুলেট বিদ্ধ ও অন্যরা বেয়নেট, লাঠি ও পদাঘাতে আহত হয়। বেলা ১১টা হতে ৩টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইনের বিরতি ঘোষণা করলে শহরের বিভিন্ন স্থান হতে লক্ষ লক্ষ লোকের মিছিল বের হয় এবং শেখ মুজিবের মুক্তি, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও সর্বোপরি রাজশাহীতে অধ্যাপক হত্যার প্রতিবাদে, মানুষ বিস্ফোরনমুখ হয়ে উঠে। রাতে কারফিউ ও টহলরত সামরিক বাহিনীর সকল প্রহরা ভেংগে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্র জনতা বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মওলানা ভাসানী সান্ধ্য আইনের বিরতির সময় আহতদের দেখার জন্য হাসপাতালে যান এবং মন্তব্য করেন যে,পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে এ জাতীয় বেপরোয়া গুলীবর্ষণ ও নির্যাতনের নজীর পাওয়া যায় না। এই দিন বন্দর নগরী চট্টগ্রামে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। জনৈক কনভেনশন মুসলীম লীগ দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্যের গৃহে, কনভেনশন মুসলীম লীগ দলীয় প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যের একটি দোকানে এবং প্রাদেশিক যোগাযোগ উজিরের একটি সিনেমা হলে এবং জাতীয় পরিষদ সদস্য সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর গৃহে অগ্নি সংযোগ করে। ফলে বে-সামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করার জন্য ই পি আর তলব করা হয়।

এদিন সন্ধ্যায় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরে বাংলা হলে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে,সান্ধ্য আইন ভংগ করে ২০ শে ফেব্রুয়ারী

বটতলা থেকে মশাল মিছিল এবং ২১ শে ফেব্রুয়ারী উদযাপন করা হবে। ২০ শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় বটতলায় বিশাল ছাত্র সমাবেশ হয়। কোথাও সেনাবাহিনী বা পুলিশ বাধা দেয় নি। জানা গেল সরকার সান্ধ্য আইন তুলে নিয়েছে এবং আজই শেখ মুজিবসহ আগরতলা মামলার সব আসামী এবং সকল রাজবন্দীর মুক্তি দেবেন। বিশাল মশাল মিছিল মিরপুর রোড দিয়ে সেনানিবাসের দিকে এগুতে থাকে। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আসার জন্য মশাল মিছিল কিছুদূর অগ্রসর হলে জানা গেল বঙ্গবন্ধুকে আজ মুক্তি দেয়া হচ্ছে না। পরদিন তাকে মুক্তি দেয়া হবে। মশাল মিছিল শহরের বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি লাভের গুজব রাজধানীর সর্বপ্রান্তে হঠাৎ দাবনলের মত ছড়িয়ে পড়ে। সমগ্র ঢাকা একটি মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। রাজধানী হতে অকস্মাৎ সান্ধ্য আইন ও ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার করার ফলে বাধভাংগা প্লাবনের মতো নাগরিকরা রাজপথে নেমে আসেন। মা, বোন ও শিশু ছাড়া কোন সুস্থ মানুষ এ সময় ঘরে বসে থাকে নি। লক্ষ লক্ষ নাগরিকের পদভারে ও গগণবিদারী সরকার বিরোধী স্লোগানে রাজধানী প্রকম্পিত হয়ে উঠে। তাদের কন্ঠে ছিল "শেখ মুজিব জিন্দাবাদ'' "আগরতলা মামলা প্রত্যাহার কর" "সংগ্রাম চলবেই" ইত্যাদি। শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির গুজবের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সমগ্র রাজধানীর মানুষ দুর্বার স্রোতের মত শেখ মুজিবের ধানমন্ডিস্থ বাসভবন, ক্যান্টনমেন্টের দিকে ধাবিত হয়। সন্ধ্যা সোয়া ন'টায় করাচী রেডিও'তে বলা হয় আলোচনার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান প্যারলে মুক্তি পেয়ে সন্ধ্যার পর পিন্ডি যাবেন। সন্ধ্যা ন'টার সামান্য পূর্বে তেজগাঁও বিমান বন্দরের সন্মুখে সশস্ত্র বাহিনী ক্যান্টনমেন্ট অভিমুখে ধাবিত জন স্রোতকে বাধা দেয়। এবং সেই সংগে জানান হয় যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়া হয় নি। লক্ষ লক্ষ লোকের স্বতঃ স্ফূর্ত মিছিল ও উল্লাস ধ্বনি আর ফটকা, আওয়াজবাজিতে সমগ্র ঢাকা শহর প্রকম্পিত হয়। কিন্তু এ গুজব সত্য প্রমাণিত না হওয়ায় তারা হতাশ ও বিভ্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরেন।

অনেক বছর পর ২১ শে ফেব্রুয়ারী সরকারী ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়। মধ্য রাতে শহীদ মিনারে এত গণ সমাবেশ হয় যে, প্রবল জনস্রোতে জহির রায়হান তাঁর চলচ্চিত্রের জন্য ছবি নিতে ব্যর্থ হন।দুপুর ১২ টা পর্যন্ত রাজধানী ঢাকায় অভূতপূর্ব প্রাণ চাঞ্চল্যের মাধ্যমে অমর শহীদদের প্রতি প্রাণ ঢালা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং প্রশাসনিকসহ

সকল পর্যায়ে বাংলা ভাষা চালুর জোর দাবী জানানো হয়। শহীদ মিনারের পাদদেশে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে শপথ অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি অর্পণের পর ছাত্র জনতা এই মর্মে শপথ গ্রহণ করে যে, যতদিন পর্যন্ত ফেডারেল পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র কায়েম, সকল রাজবন্দীর মুক্তি দান, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং ১১ দফা দাবী পূরণ না হবে ততদিন সংগ্রম অব্যাহতথাকবে।

এ দিন কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ পল্টনে এক গণসমাবেশের আয়োজন করে। শহীদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এ মহতী ছাত্র জনতা সভায় ১১ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের প্রস্তাব গৃহীত হয়। গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, পূর্ব বাংলার জাতীয় জাগৃতির মন্ত্রে বলিষ্ঠ ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আপোষহীন ভাবে সংগ্রাম অব্যাহত রাখা হবে। সম্মিলিত ছাত্রসংগ্রাম কমিটির আহবায়ক পল্টন জনসভার সভাপতি তোফায়েল আহম্মদ বলেন যে,পূর্ব বাংলার মানুষ এখন মুক্তি পাগল হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, ১১ দফা এখন এদেশের জনগণের মুক্তি ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির দফা। তিনি আরও বলেন, বাংলা পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মাতৃভাষা হওয়া সত্ত্বেও ১৯৫২ সনে উর্দুর সাথে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দানের দাবী জানান হয়েছিল। তিনি বলেন, মীমাংসিত রাষ্ট্র ভাষার প্রশ্নে আবার বিরোধ দেখা দিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষার দাবী করা হবে।

এদিন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ঘোষণা করেন যে, পরবর্তী নির্বাচনে তিনি পদপ্রার্থী হবেন না। তিনি আজ জাতির উদ্দেশে প্রচারিত এক বিশেষ বেতার ভাষণে আরও বলেন যে, "তাহার এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত অপরিবর্তনীয়। এ ঘোষণার সংগে সংগে সকল সন্দেহ ও ভুল ভ্রান্তির অবসান ঘটা উচিত।" উল্লেখ্য যে, বর্তমান শাসনতন্ত্রের অধীনে আগামী ১৯৭০ সনের প্রথম ভাগে পাঁচ বছর মেয়াদী নয়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন। গণআন্দোলনের মুখে তিনি আগামী বছরের প্রথম ভাগে প্রেসিডেন্ট পদ ত্যাগের বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট এ মর্মে অভিলাষ প্রকাশ করেন যে, আমাদের এমন কোন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হবে যার অধীনে গণতন্ত্রের সর্বোত্তম ঐতিহ্য মোতাবেক আমরা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সক্ষম হব। আপনাদের নিজেদের আশা-আকাঙ্খা অনুযায়ী আপনারা নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত

করতে পারবেন। তিনি বলেন "ব্যবস্থা যাই হোক না কেন, শান্তিপূর্ণ ও শাসনতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে উহাতে জাতীয় পরিষদের অনুমোদন লাগিবে। গোলটেবিল বৈঠকের উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন, "খোদা না করুন আমরা যদি বিরোধী দলের সহিত কোনরূপ ঐকমত্যে পৌছাইতে না পারিব তবে সেক্ষেত্রে একটি মাত্র পথই খোলা থাকিবে। আমি তখন অসুবিধা দূরীকরণ সংক্রান্ত আমার শাসনতান্তিক প্রস্তাবগুলি সরাসরি আপনাদের সম্মুখে পেশ করিব। আমি আপনাদের জন্য যে পদ্ধতি দিয়াছিলাম তাহা পাকিস্তানের স্থিতিশীলতা এবং উহার জনগণের সমৃদ্ধির জন্যই। একথা কখনও আমার মনে হয় নাই যে, উহার মাধ্যমে আমি ক্ষমতা আঁকড়াইয়া থাকিব।" তিনি বৈঠকে আমন্ত্রণ গ্রহণের জন্য 'ডাক' গ্রুপকে ধন্যবাদ জানান। তিনি ছাত্র ছাত্রীদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, "আমার প্রিয় ছাত্র ছাত্রীগণ, আপনারা নিশ্চত থাকিতে পারেন যে, আপনাদের সমস্যা ও অসুবিধা সমূদয় সত্বর সমাধান করা হইতেছে। এখন আপনাদের দায়িত্ব হইল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরাইয়া আনা।"

এসময় আগে থেকেই প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবের যোগদানের জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিশেষ দূত আমণন্ত্রণপত্র সহ ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। তাদের বক্তব্য ছিল শেখ মুজিব রাওয়ালপিন্ডিতে প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে যেতে রাজী হলে তাঁকে প্যারোলে মুক্তি দেয়া হবে। এব্যাপার নিয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে সামান্য ভিন্ন মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। কিছু সংখ্যক নেতৃবৃন্দ প্যারোলে মুক্ত হয়েই গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবের যোগদানের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। কিন্তু আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহম্মদ এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও ছাত্রগণ প্যারোলে শেখ মুজিবের গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের তীব্র বিরোধিতা করেন। সাধারণ জনতার মতামতও অনুরূপ। এ দিকে শেখ মুজিবুর রহমান পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, তিনি প্যারোলে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করবেন না। শেষ পর্যন্ত ২২শে ফেব্রুয়ারী দুর্জয় সংগ্রামের সেনানী শেখ মুজিব মুক্ত মানব কুর্মিটোলাস্থ সেনানিবাসের আটকাবস্থা হতে মুক্তি লাভ করেন।

খাইবার হতে কক্সবাজার পর্যন্ত সচেতন মানুষের নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের মুখে সরকার শেখ মুজিবকে মুক্ত করতে বাধ্য হন। সরকার তথাকথিত রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহামান ও অন্যদের মামলা তথা আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করেন। এ

মামলা প্রত্যাহার করার ফলে শেখ মুজিব সহ পঁয়ত্রিশ জন অভিযুক্ত বন্দী মুক্তি লাভ করেন। তবে আটকাবস্থায় সার্জেন্ট জহুরুল হক সেনানিবাসে গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যান। গত বছর বিশেষ ট্রাইব্যুনালে মে মাসের শেষের দিকে ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। আগরতলা মামলা প্রত্যাহার না হওয়ায় এবং শেখ মুজিব মুক্তি লাভ না করার ফলে গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব কর্তৃক প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে পারে নি। আগরতলা মামলা প্রত্যাহার না করায় শেখ মুজিব ইতিপূর্বে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। এমন কি জামিনে মুক্তি লাভ করতেও অস্বীকৃতি জানান। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারসহ প্রদেশের বিভিন্ন জেল হতে মনিসিং, পুর্নেন্দু দস্তিদার, মতিয়া চৌধুরী, হাতেম আলী খান, সুধাংসু শেখর, বিমল দত্ত, নগেন সরকার, রবি নিয়োগী, সন্তোষ ব্যানার্জী সহ চৌত্রিশ জন রাজবন্দীও মুক্তি লাভ করেন। বেলা প্রায় বারটার দিকে সেনানিবাসে শেখ মুজিবকে প্রথম মুক্তিদানের পর তিনি তথাকথিত মামলায় অভিযুক্তদের আনুষ্ঠানিক মুক্তির জন্য অপেক্ষা করেন। তিনি তাদের মুক্তির পর একটি জীপে করে বেলা বারোটার সময় ধানমন্ডিস্থ নিজ বাসভবনে গমন করেন। তাঁকে দেখার জন্য সমগ্র শহরের লক্ষ লক্ষ আবাল, মা, বৃদ্ধ বনিতা রাস্তায় নেমে আসেন। মুক্তির পর নিজ বাসভবনে আগত বিপুল জনতার উদ্দেশে তিনি বলেন, "আমার মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহার সংগ্রামী ছাত্র, শ্রমিক কৃষক জনতার বিজয়'। তিনি সংগ্রামী নাগরিকদের হাত তুলে অভিনন্দন জানান। শেখ মুজিব বলেন, 'অত্যাচারী শাসকদের হাতে জনগণের রক্তদান বৃথা যাইবে না। এই রক্তক্ষয়ের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার জনগণই একদিন করিবেই। আমি চাই, আর নয় রক্তপাত।" এ দিনই শেখ মুজিবসহ সকল মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীদের সংবর্ধনা দেয়ার জন্য ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের তরফ থেকে পল্টন ময়দানে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়। দ্বিপ্রহরের মধ্যেই আগরতলা ষড়যন্ত্রের আসামী শামসুর রহমান, লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ও রাজবন্দী ওবায়দুর রহমান প্রমুখ নেতৃবৃন্দ প্রথমে শহীদ মিনারে উপস্থিত হন এবং বক্তব্য রাখেন। পরে তাঁদের নিয়ে মিছিল সহ পল্টনে যাওয়া হয়। পল্টন ময়দানে অভিবাদন মঞ্চে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রায় সকল ব্যক্তিবর্গ ও অন্যান্য মুক্তিপ্রাপ্ত অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হন। পল্টন ময়দানে এ দিন ছাত্র জনতার যেন ঢল নামে। সবাই শেখ মুজিবের আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। সেনানিবাস থেকে মুক্তি পেয়ে শেখ মুজিব আর পল্টনে পৌছুতে না পারায় শেষ পর্যন্ত মঞ্চ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়

শেখ মুজিবুর রহমান শারীরিকভাবে অসুস্থ ও দুর্বল হয়ে পড়ায় পল্টনে আসা সম্ভব হচ্ছে না। পল্টনে মুক্তিপ্রাপ্ত নেতৃবৃন্দ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। ওবায়দুর রহমান তাঁর বক্তব্যে বলেন, সরকারী কর্মকর্তাগণ কান খাড়া করে শুনে রাখবেন, এ গণঅভ্যুত্থানে সরকারের দালালী করলে তার পরিণতি আপনাদেরকে ভোগ করতে হবেই। মুক্তিপ্রাপ্ত নেতারা সবাই খুব ক্লান্ত বলে অল্পক্ষণের মধ্যে সভা সমাপ্ত হয়ে যায় ২৩ শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবকে রেস কোর্স ময়দানে গণ সংবর্ধনা দেয়া হবে বলে সভায় ঘোষণা দেয়া হয়।

এদিকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্য খন্দকার মোশতাক আহম্মদসহ আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা শেখ মুজিবের মুক্তির আগেই রাওয়ালপিন্ডিতে চলে যান এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বিশেষ মেহমান হিসেবে অবস্থান করেন। শেখ মুজিব এদিন টেলিফোনে তাদের ভীষণ গালিগালাজ করেন। তিনি এমনও বলেন যে, প্রেসিডেন্টের পোলাও কোরমার লোভে তোমরা ওখানে গিয়ে বসে আছ (খবর টি এন্ড টির সুপার ভাইজার আবদুল হামিদের নিকট থেকে প্রাপ্ত)। এদিন সদ্যকারামুক্ত শেখ মুজিবুর রহমান ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানীর সাথে পঁয়তাল্লিশ মিনিটকাল রুদ্ধদ্বার কক্ষে বর্তমান রাজনৈতিক বিষয়াদি, বিশেষ করে গোলটেবিল বৈঠক ও ঐক-বদ্ধ সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁর সাথে আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী তাজউদ্দিন ও আবদুল মোমিন তালুকদার মওলানা সাহেবের বাস ভবনে গমন করেন। প্রকাশ, মওলানা ভাসানী ছাত্রদের ১১ দফা দাবীর উপর জোর দেন এবং শেখ মুজিব ১১ দফার মধ্যেই ৬ দফা কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে জানান। এদিন বিকেলে শেখ মুজিবের সাথে ভুট্টোর টেলিফোনে আলাপ হয়। শেখ মুজিব জানান যে, ঢাকায় নেতৃবর্গের সাথে আলোচনার পর তিনি লাহোর ও পিন্ডিতে এয়ার মার্শাল আসগর খান, জুলফিকার আলী ভুট্টো, জেনারেল আজম খান ও বিচারপতি মোর্শেদের সাথে আলোচনায় মিলিত হবেন এবং তাঁদের সাথে রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও গণআন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করবেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, জনগণের দাবীর জন্য আলোচনা করতে আপত্তি নেই। তিনি গোলটেবিল বৈঠকে পিন্ডি যাচ্ছেন কিনা তা বলতে অস্বীকার করেন । রাজনৈতিক মহল মনে করেন যে, সরকারের সাথে আলোচনার পর তিনি অবস্থার প্রেক্ষিতে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানকরবেন।

শেখ মুজিব জনসাধারণের প্রতি শান্তি বজায় রাখার আহবান জানায়ে সরকারকে উসকানিমূলক কার্যকলাপ হতে বিরত থাকার আহবান জানান। তিনি বলেন, 'আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালাইয়া যাইব এবং উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হইব " । শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, "জনগণের রায় না লইয়া আমি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করিব না।" শেখ মুজিব তাঁর বাসায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন, ছাত্র সমাজের ১১ দফা দাবী আওয়ামী লীগের ৬ দফার সাথে সম্পর্কযুক্ত। ছাত্রদের এ দাবী আমাদেরই দাবীর পরিপূরক। শেখ মুজিব জমায়েত জনসাধারণের নিকট সংক্ষিপ্ত বক্তৃতাদানকালে অনতিবিলম্বে বিভিন্ন স্থান হতে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার, সান্ধ্য আইন, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার, রাজবন্দীদের মুক্তি এবং রাজনৈতিক মামলা ও হুলিয়া প্রত্যাহার দাবী করেন। ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, নোয়াখালী, পাবনা, কুষ্টিয়াসহ বিভিন্ন স্থানে ছাত্র শিক্ষক শ্রমিক কর্তৃক জনতার উপর গুলীবর্ষণের বিচার বিভাগীয় তদন্ত করে নিহতদের ক্ষতিপূণের দাবী করেন ।

এ দিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র উজির ভাইস এডমিরাল এ আর খান প্রদত্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন যে, জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করার পরে মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কাজেই কোন প্রকার বিভ্রান্তি এড়ানোর জন্য সরকার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বাতিল করেছেন এবং উক্ত প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্যকে মুক্তি দেয়া হয়েছে।

২৩ শে ফেব্রুয়ারী অপরাহ্নে রমনার রেসকোর্স ময়দানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় শেখ মুজিবের জন্য গণসংবর্ধনা। মুক্তির পর এই প্রথম জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ ভাষণ দেন। তিনি রাওয়ালপিন্ডিতে গোলটেবিল বৈঠকে যাবেন বলে উল্লেখ করেন। ছাত্রদের আশ্বাস দিয়ে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেন। "আমি যদি এ দেশের জনগণের দাবী আদায় করতে না পারি, নিপীড়িত জনগণের মুক্তি আনতে না পারি, তবে, আন্দোলন করে আবার কারাগারে চলে যাব"।

দশ লক্ষাধিক নাগরিকের এই বিপুল সংবর্ধনা সভায় শ্রমিক, ছাত্র, মধ্যবিত্ত, অফিস কর্মচারী, ব্যবসায়ী, সাধারণ নাগরিকসহ সকল শ্রেণীর নাগরিক উপস্থিত হন। তথাকথিত আগরতলা মামলায় জড়িত শামসুর রহমান, আলী রেজা, সুলতান উদ্দিন ও এ বি খুরশিদ মাহবুব মঞ্চের উপরে শেখ মুজিবের পার্শে বসেছিলেন। ছাত্র নেতৃবর্গ ছাড়াও মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কন্যা মিসেস সোলায়মানও মঞ্চের উপর আসন

গ্রহণ করেন। শেখ মুজিব বক্তৃতাকালে সংখ্যা সাম্যের নীতি আর মেনে নিতে রাজী নন বলে ঘোষণা করেন এবং বলেন যে, সর্বক্ষেত্রে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে। প্রত্যক্ষ সার্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত সার্বভৌম পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দাবী জানান। শেখ মুজিব দৃঢ়তার সাথে ১১ দফা সমর্থন করে বলেন যে, আওয়ামী লীগের ৬ দফা ও ১১ দফার মধ্যে বিধৃত রয়েছে। তিনি গোলটেবিল বৈঠকে ১১ দফা আলোচনার ভিত্তি করবেন কি না, তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন নি।

তা ছাড়া ১১ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে ছাত্রদের দাবী সম্পর্কে শেখ মুজিব সভায় কোন অভিমত দেন নি। শেখ মুজিব নাগরিক সংবর্ধনা সভায় বক্তৃতাকালে মাঝে মাঝে নিজস্ব ভংগীতে কতকগুলো উক্তি করেন। এ সভায় তিনি বলেন, আপনারা আজ হতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে "ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা" বলে উল্লেখ করবেন।

এই গণসংবর্ধনায় উপস্থিত ছাত্র জনতার পক্ষ থেকে তোফায়েল আহম্মদ শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন।

এ নাগরিক সংবর্ধনা সভায় বিপুল করতালির মাধ্যমে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের আহবায়ক তোফায়েল আহম্মদ বলেন আমরা শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করলাম।

পিপিপি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো আজ বিকেলে ঢাকা পৌছান। ঢাকা পৌছানোর পর প্রথম শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি সন্ধ্যার দিকে মওলানা ভাসানীর সাথে রুদ্ধদার কক্ষে একঘন্টা কাল গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমঝোতা সম্পর্কে আলোচনা করেন বলে জানা যায় এবং পুনরায় তিনি শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ দিন ন্যাপ কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে মওলানা ভাসানী গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন।

২৪ শে ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, তিনি খোলামন নিয়ে রাওয়ালপিন্ডি যাচ্ছেন। লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে তেজগাঁও বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে শেখ মুজিব উপরোক্ত মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, গোলটেবিল বৈঠকে জনগণের দাবী দাওয়া পেশ করবেন। পার্লামেন্টের

পার্লামেন্টের প্রাধান্যসহ একটি শক্তিশালী ফেডারেল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি চাপ প্রয়োগ করবেন। বৃহত্তর জাতীয় সংহতির স্বার্থে দেশের উভয় অংশে তিনি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চান। সরকারের প্রতি তিনি এ জন্য অনুরোধ জানান যে, সকল প্রকার দমন নীতি পরিহার করে দেশে সুস্থ আবহাওয়া গড়ে তোলা উচিত। সকল দলকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়া হবে কি না এ মর্মে জিজ্ঞাসা করা হলে শেখ মুজিব বলেন, সকল রাজনৈতিক দলকেই স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয়া উচিত। তিনি বলেন, ডাক-এর ৮ দফা কোন কর্মসূচী নয়, বরং বিরোধী দলের নির্বাচনে অংশগ্রহণের কয়েকটি পূর্বশর্ত। পিপলস পাটি প্রধান ভুট্টোও একই বিমানে লাহোর রওয়ানা হন। শেখ মুজিবের সাথে তাঁর দলের আরও ৮ জন সদস্য লাহোরে যান। তাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হচ্ছেন তাজউদ্দিন আহমদ, আব্দুল মালেক উকিল, ডঃ কামাল হোসেন, আমিনুল ইসলাম, ও মওদুদ আহমদ। লাহোরে তিনি বলেন যে, এয়ার মার্শাল আজগর খান, জেনারেল আজম খান ও অন্যান্য দলীয় নেতার সাথে আলোচনা করে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন।

আগামীকাল ২৫ শে ফেব্রুয়ারী সকাল দশটার সময় প্রেসিডেন্টের অতিথি ভবনে সরকারী ও বিরোধী দলীয় নেতাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হবে। আজ সন্ধ্যায় এ বৈঠক সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়। নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান বলেন তিনজন নির্দলীয় নেতা এয়ার মার্শাল আজগর খান, এস এম মোর্শেদ ও জেনারেল আজম খান গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করবেন। ডাক-এর আহবায়ক বলেন যে, তিনি জেনারেল আজম খানের সাথে টেলিফোনে আলাপ করেছেন। আজ সন্ধ্যার দিকে এয়ার মার্শাল আজগর খান ও মোর্শেদ ডাকের বৈঠকে যোগদান করবেন। নসরুল্লাহ খান বলেন যে, জুলফিকার আলী ভুট্টো ও মওলানা ভাসানী অথবা তার দলের কোন প্রতিনিধি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করবেন কিনা তা তিনি জানেন না। তিনি বলেন, ডাকের প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়তে পারে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, শেখ মুজিব ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম ৬ দফা পন্থী আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব করবেন।

গোলটেবিল বৈঠকে টেবিলের সাইজ কি হবে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান বলেন যে, তিনি উহা জানেন না। তিনি যে কোন ধরনের টেবিল তৈয়ারীর ব্যাপারে সরকারের উপর সকল দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন

যে, সরকার গোলটেবিল তৈয়ারী করবেন, না চতুষ্কোণ টেবিল তৈয়ার করবেন উহা সরকারের উপরই নির্ভর করছে।

এ দিন শেখ মুজিবকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য চাকনালা বিমান বন্দরে, "পূর্ব পাকিস্তান আসিয়াছে" এই স্লোগান দেয়া হয়। এ স্লোগান দ্বারা ভীতি মিশ্রিত বিস্ময় অথবা শুধু ভীতি বুঝানো হয়েছে কিনা অথবা শেখ মুজিবের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা হয়েছে কিনা উহা ঠিক বোধগম্য হয় নি। জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে শেখ মুজিব যে কথা বলেছেন উহা শেখ মুজিব কেন্দ্রীয় ডাক সমিতির সভায় উত্থাপন করেছিলেন কিনা এ মর্মে জিজ্ঞাসিত হলে 'ডাকে'–এর আহবায়ক নসরুল্লাহ খান সে ব্যাপারে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু সাংবাদিকরা চেপে ধরলে নসরুল্লাহ খান অর্থহীনভাবে বলেন, মুজিব আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। নসরুল্লাহ খানের এ জবাবে সাংবাদিকরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শেখ মুজিব প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ১২ কোটি মানুষের ২২ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের অবসানের জন্য সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে গোলটেবিল বৈঠক শুরু হয়। সুদৃশ্য ইষ্টক দ্বারা নির্মিত প্রেসিডেন্টের অতিথি ভবনে গোলাপী রং করা কনফারেন্স হলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তার দলবলসহ বিরোধী দলীয় নেতাদের মোকাবেলা করেন। এই নেতাদের মধ্যে আইয়ুবের দীর্ঘ দিনের অনেক শত্রু ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানও এ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন । প্রেসিডেন্ট যখন সম্মেলন কক্ষে প্রবেশ করেন তখন উপস্থিত সকলেই দন্ডায়মান হন। কিন্তু স্বতন্ত্র নেতা এয়ার মার্শাল আজগর খান তার আসনেই বসে থাকেন। প্রেসিডেন্ট নিজেই তার নিকট যান এবং করমর্দন করেন। সম্মেলন শুরু হওয়ার সাথে সাথে প্রেসিডেন্ট আইয়ূব প্রতিনিধিদের স্বাগত জানায়ে বলেন যে, উক্ত বৈঠক দেশের বৃহত্তর স্বার্থের প্রতি নজর রেখে জাতীয় সমস্যাসমূহ সমাধানের পথ খোলাসা হবে বলে তিনি দৃঢ় আশা করেন। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয় যে, দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশ একান্তভাবে অপরিহার্য। সম্মেলনে দেশের জনসাধারণ বিশেষ করে ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবিদের কাছে দেশের শান্তি ফিরিয়ে আনার আবেদন জানান। উহা ছাড়া সকলের প্রতি যে কোন মূল্যে উসকানিমূলক কার্যকলাপ পরিহার করারও আবেদন জানানো

হয়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব দেশের আঞ্চলিক সমস্যাসমূহের বিবরণ পেশ করে আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলেন, "আমি এই দেশকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এখন আপনারা চেষ্টা করুন"।

সম্মেলন শুরু হওয়ার পূর্বে সাংবাদিক ও ফটোগ্রাফারগণকে সম্মেলন কক্ষের পরিবেশ অবলোকন করার জন্য আনা হয়। পিঙ্গল বর্ণের স্যুট পরিহিত মৃদু হাসিরত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তার লোক জনপ্রতিনিধির মাঝখানে উপবেশন করেন। ঠিক তার সন্মুখে ছিলেন ২২ জন বিরোধী দলের সদস্যদের নেতা নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান।

২ জন বামপন্থী নেতা ভাসানী ও ভুট্টো জনতার দাবী না মানা পর্যন্ত বৈঠকে যোগদান করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তাদের দাবী সমূহের মধ্যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম অন্যতম। স্বতন্ত্র নেতা জেনারেল আজম খান লাহোর হতে আগমন করলেও বৈঠকে যোগদান করেন নি। বৈঠকের আলোচ্য সূচী সম্পর্কে কিছু জানেন না বলে তিনি বৈঠকে যোগদান করেন নি। তাছাড়া মওলানা ভাসানী ও ভুট্টো যোগদান না করলে বেঠক পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করবে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বৈঠক সমাপ্ত হওয়ার দু'ঘন্টা পর ভুট্টো এখানে আসেন। এক বিরাট ছাত্র মিছিল তাকে বিমান বন্দর হতে শহরে নিয়ে আসে। কোন প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছাড়াই বৈঠকে আগামী ১০ই মার্চ পর্যন্ত মুলতবী হয়ে যায়।

এই দিন বিমান বন্দরে নেমেই শেখ মুজিবুর রহমান বললেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাবলী সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। এ পি পি পরিবেশিত খবরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের প্রাণঢালা সংবর্ধনা লাভ করেন। শেখ মুজিব জানান যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সংক্ষিপ্ত সফরকালে সেখানকার সাধারণ মানুষের অপ্রতুল ভালবাসা ও স্নেহ তিনি পেয়েছেন। রাওয়ালপিন্ডিতে এক বিরাট জনতা তাকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। তিনি প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে মন্তব্য করেন যে, তথাকথিত দেশদ্রোহী আজ দেশপ্রেমিকে পরিণত হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বের প্রশংসা করেছেন। গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের পর পুনরায় তিনি মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বলে উল্লেখ করেন এবং গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে তিনি আশাবাদী।

১লা মার্চ দেশের রাজনৈতিক সমস্যাবলী আলোচনা ও উহা সমাধানের সঠিক পথ নির্বাচনের জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব আজও গোলটেবিল বৈঠকের উদ্বোধন অধিবেশনের পর বৈঠকে যোগদান করা ও বৈঠক বর্জনকারী বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতৃবর্গ মিশ্রিত অভিমত ব্যক্ত করেন। মওলানা ভাসানী, ভুট্টো ও জেনারেল আজম খান বৈঠকে যোগদান করেন নি অপর দিকে শেখ মুজিবুর রহমান, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খানসহ ডাক অন্তর্ভুক্ত ৮টি দলের সদস্য এবং নির্দলীয় নেতৃবর্গের মধ্যে আজগর খান ও এস এম মোর্শেদ গোলটেবিলে অংশগ্রহণ করেন।

মওলানা ভাসানী গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে তার পূর্ব মনোভাব পোষণ করেন। কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত এক বিরাট কৃষক– ছাত্র সমাবেশে ভাসানী বলেন, তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে কখনো কোন গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার ফলে কৃষক ও মেহনতি মানুষের সত্যিকারের মুক্তি আসতে দেখেন নি।

২রা মার্চ পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা করেন যে, যদি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব পদত্যাগ করেন তবে তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করতে প্রস্তুত আছেন । তিনি বলেন যে, প্রসিডেন্ট ক্ষমতা ইতিমধ্যে ত্যাগ করবেন, তার সাথে আলোচনা করা অর্থহীন। তৎপরিবর্তে বিরোধীদলসমূহের নিজেদের মধ্যে শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে আলাপ আলোচনা করা উচিত । গোলটেবিল বৈঠকের ব্যাখ্যা করে ক্ষমতাসীন সরকার এখনও প্রমাণ করতে সচেষ্ট রয়েছেন যে, তারাই একমাত্র দেশের সমস্যা সমাধান করতে পারেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, কোন কোন শহরে সরকারী কর্মচারীগণ কর্তৃক মিছিল সংগঠন করাও উহার অঙ্গ। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ করা উচিত এবং প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত স্পীকার অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করবেন। তিনি বলেন যে, জনসাধারণ তাদের শাসনতন্ত্র নির্ধারণ করার একমাত্র অধিকারী। তারা গণপরিষদের জন্য তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন। তারা এক বছরের মধ্যে শাসনতন্ত্র পেশ করবেন। তিনি বলেন যে, এযাবৎ প্রেসিডেন্ট ভবনেই শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হত। জনসাধারণ কোন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে নি। ভুট্টো বলেন যে, গোলটেবিল বেঠকে যোগদান না করে জাতীয় স্বার্থের পক্ষে কাজ করতেছেন।

৩ রা মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের দুরপল্লী অঞ্চলে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বিরাজ করলেও বর্তমান সরকারের দ্বারা সামরিক শাসন জারির সম্ভাবনার কথা প্রেসিডেন্ট

আইয়ূবের পাটি সদস্যগণ ছড়ায়েছেন। প্রেসিডেন্টের অথিতি ভবনে কনভেনশনলীগ দলীয় পশ্চিম পাকিস্তানী এম এন এ; এম পি এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের সভার পর উপরোক্ত অভিমত পাওয়া যায়। উক্ত সভায় প্রেসিডেন্ট আইয়ূব আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত পরির্বতন করতে অস্বীকৃতি জানান। কনভেনশনলীগ দলীয় সদস্য গণ আশা করেন যে, তাদের চাপে প্রেসিডেন্ট আইয়ূব তার সিদ্ধান্ত পরির্বতন করবেন এবং উহার ফলে আইন ও শৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটলে প্রেসিডেন্ট সামরিক আইন জারি করে সব ঠান্ডা করবেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ূব দলীয় সদস্যদের সভায় বলেন যে, তার পূর্ব ঘোষিত সিদ্ধান্ত তিনি কোন মতেই পরিবর্তন করবেন না। তবে খুব বেশী হলে ১৯৭০ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি ক্ষমতায় থাকতে পারেন। প্রেসিডেন্ট তার একুশে ফেব্রুয়ারী ঐতিহাসিক ঘোষণার পটভূমি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, তিনি একটি নতুন পদ্ধতি চালু করেছিলেন কিন্তু দেশ তা গ্রহণ করে নি। তিনি দেশের ক্রমবর্ধমান জনদাবী ও মারমুখী পরিস্থিতির প্রতি পার্টি সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিপ্লব শুরু হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বক্তৃতার সময় তার পুত্র পশ্চিম পাকিস্তানের পরিষদ সদস্য মুখতার আইয়ুবসহ বহু সদস্যই করতালি দিতে থাকেন কিন্তু পরক্ষণেই তারা বুড়ো ও বাচ্চা ছেলেদের মতো হল কাঁপায়ে কেঁদে উঠে। সাথে সাথে হল জুড়ে কান্নার রোল উঠে 'আমাদের ছাড়িয়া যাইবেন না, আপনি থাকুন, আপনার জন্য জীবন দিব।'

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সদস্যদের আবেদনের উত্তরে বলেন যে, আমার এখন চারিত্রিক হত্যা" পরিপূর্ণ পর্যায়ে এসে পৌছেছে। তাই আরো একবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকলে কোনই হিত সাধন হবে না। কনভেনশন মুসলীম লীগ পুরো পাটিই এখন্ দুঃখ ভীতির মধ্যে রয়েছে। তারা বুঝতেও পারলেন যে, ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে তারা একেবারেই নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছেন। প্রেসিডেন্ট নিজেই বলেন, আমি নিঃসঙ্গ বোধ করছি। সরকারী দলের সদস্যগণ তাদের সদর দফতর ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে ও নিজ নিজ গৃহে ফিরে পরিস্থিতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যালোচনাশুরুকরেন।

৪ ঠা মার্চ সকালে বগুড়া শহরে মারাত্মক গোলোযোগের পর বগুড়া পৌর এলাকায় দুপুর বারোটা হতে ১৮ ঘন্টার জন্য সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। বগুড়া

বেসামরিক প্রশাসন কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য ই পি আর তলব করা হয়। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটির আহবানে হরতাল পালনকালে একদল মারমুখী জনতা বগুড়া শহরের স্থানীয় কনভেনশন মুসলীম লীগ অফিস ও কতিপয় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং জামিল গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর কিছু শিল্প পুড়িয়ে ফেলে। ক্রুদ্ধ জনতা কোতওয়ালী থানাও আক্রমণ করে। থানায় হামলা চালানোর ফলে দু'জন অফিসার সহ আটজন পুলিশ কর্মচারী আহত হয়। পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য কাঁদুনে গ্যাস নিক্ষেপ করে। মাইকে ঘোষণা দিয়ে শহরে যখন কার্ফিউ দেয়া হয় ছাত্র জনতা তখন কার্ফিউ দেখার জন্য রাস্তায় নেমে আসে।

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবর্গ ঐ দিন পল্টন ময়দানে আয়োজিত এক বিরাট ছাত্র জনসভায় বক্তৃতাকালে ঘোষণা করেন যে, যতদিন পর্যন্ত বৃহৎ পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ, প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের শাসন-শোষণের অবসান ঘটায়ে কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্তের কল্যাণকর শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা না যাবে ততদিন পর্যন্ত জনগণের দাবীর প্রতীক ১১ দফার আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক আহূত হরতাল দিবস উপলক্ষে আয়োজিত উক্ত সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের সহ-সভাপতি তোফায়েল আহম্মদ সভাপতিত্ব করেন। ছাত্র নেতৃবর্গ বলেন সর্ব পর্যায়ে সংখ্যাসাম্যের পরিবর্তে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব দাবী পূরণ এবং জনগণের দাবী অনুযায়ী ১১ দফার ভিত্তিতে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে। তারা ঘোষণা করেন যে, ১১ দফার কেবলমাত্র সামান্য অংশই পূরণ করা হয় কিন্তু মূল লক্ষ্য এখন পর্যন্ত অর্জিত হয় নি। এ দাবী অর্জনে বৃহৎ সংগ্রাম রয়েছে সম্মুখে এবং লক্ষ্যে পৌছতে হলে শান্তিপূর্ণভাবে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চালায়ে যেতে হবে। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বিরোধী দলীয় নেতৃবর্গকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়েছে যে ছাত্রদের ১১দফা দাবী ছাড়া যদি তারা বর্তমান সরকারের সাথে কোন প্রকার মীমাংসা করেন, তবে তাদের ক্ষমা করা হবে না।

সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য আব্দুর রউফ বলেন যে, "যতদিন পর্যন্ত এদেশের কৃষক-শ্রমিক ও মধ্যবিত্তের মুখে হাসি না ফুটিবে ততদিন আসাদ-মতিউর-রুস্তমের খুনে রাঙা ১১ দফার আন্দোলন অব্যাহত থাকিবে। আমাদের সংগ্রাম একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে। এই সংগ্রামে সকলের ঐক্য অপরিহার্য। 'আগুন জ্বালো' শ্লোগানের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আগুন জ্বালাইবার প্রয়োজন আছে; কিন্তু

বর্তমানে আমাদের আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক। সময় আসিলে জনতাই মশাল লইয়া চারদিকে ছড়াইয়া পড়িবে।"

৫ই মার্চ শেখ মুজিব আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব অনুযায়ী আসন্ন গোলটেবিল বৈঠকে ৬ দফা, সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১দফা জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব ও এক ইউনিট বিলোপ সাধন করে পশ্চিমাঞ্চলে একটি সাবফেডারেশন গঠনের জন্য দাবী উত্থাপন করবেন। শেখ সাহেবের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে উপরোক্ত ফর্মে একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

৬ই মার্চ অপরাহ্ন আড়াইটায় শেখ মুজিব ১২ সদস্যের এক প্রতিনিধি দলসহ পিন্ডির পথে লাহোর যাত্রা করেন। তাঁর সঙ্গে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামরুজ্জামান, খন্দকার মোশতাক আহম্মদ, তাজউদ্দিন আহম্মদ, শেখ আবদুল আজিজ, মোল্লা জালাল উদ্দিন উল্লেখযোগ্য। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব আজ এখানে বলেন যে, সকল রাজনৈতিক ও নির্দলীয় নেতারা যাতে গোলটেবিল বৈঠকে উপবেশন করে জনগণের দাবী পেশ করতে পারেন সে জন্যে তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন। লাহোর যাত্রার প্রাক্কালে তেজগাঁও বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে আওয়ামী লীগ প্রধান উপরোক্ত মন্তব্য করেন। শেখ মুজিব বলেন, যতদুর তিনি জানেন গোলটেবিল বৈঠকের কোন নির্ধারিত আলোচ্য সূচী নেই। "আমরা যে কোনো বিষয়ই বিশেষতঃ শাসনতান্ত্রিক বিষয়সমূহ উত্থাপন করিতে পারি।" আওয়ামী লীগ প্রধানকে ডাকের কর্মসূচী সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন যে, গোলটেবিল বৈঠকের পূর্বে ডাক শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে সর্বসম্মত একটি ফর্মুলা প্রণয়নের চেষ্টা করবেন। আওয়ামী লীগের দাবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে শেখ মুজিব বলেন, তিনি ৬ দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী জানাবেন। ছাত্রদের দাবী-দাওয়া পূরণের জন্যও তার দল চাপ প্রয়োগ করবে বলে তিনি জানান। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য তাঁর বিশেষ কোন বাণী আছে কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "আমি তাহাদের ভালবাসি, তাহারা আমাকে ভালবাসে। আমি তাহাদের জন্যই কাজ করিব।" বিমান বন্দরে বিপুল সংখ্যক লোক তাঁকে বিদায় জানান।

নিরীহ ও শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের সাথে অহেতুক ভীতি সঞ্চার করার ঘৃণ্য মনোভাব নিয়ে এক শ্রেণীর দুস্কৃতকারী প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে অরাজকতা সৃষ্টির

অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে বলে যে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, উহার বিরুদ্ধে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে ছাত্র নেতৃবৃন্দ বলেন, 'আমরা গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভের সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, ছাত্রজনতার আত্মহূতি ও মরণপণ সংগ্রামের মধ্যদিয়া স্বৈরাচারী শাসক গোষ্ঠীর উচ্ছেদ যখন সুনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছে এবং পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাবেক প্রদেশ সমূহের প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবীর প্রশ্নে যখন তীব্র সংগ্রাম চলছে ঠিক সেই সময় ছাত্র গণআন্দোলনের সুযোগে কিছু সংখ্যক সুযোগ সন্ধানী বিশেষ করিয়া গ্রাম অঞ্চলে অরাজকতা সৃষ্টি করিতেছে। তাহারা ভীতি ও জবরদস্তি শুরু করিয়াছে। এবং উহাতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম বাড়িতেছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দুর্বল ও জনগণের শত্রুদের নতুন সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দিতেছে।' এই উদ্দেশ্যে ঘৃণ্য কাজকর্ম বন্ধ করার জন্য চরম হুঁশিয়ারী দিয়ে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ কতকগুলো বিধিনিষেধ জারি করেন।

৭ই মার্চ বিভিন্ন পর্যালোচনায় জানা যায় পূর্ব পাকিস্তানে ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের শাখা সমূহে যে অর্থ বর্তমানে জমা আছে তার শতকরা নব্বইভাগ টাকা পশ্চিম পাকিস্তানী বৃহৎ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের প্রয়োজনে ব্যয় হচ্ছে। প্রকাশ, এ প্রদেশের প্রায় ষাট কোটি টাকা জমার মধ্যে মাত্র প্রায় ছয় কোটি টাকা পূর্ব পাকিস্তানী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীগণ ব্যয় করার সুযোগ লাভ করেছেন। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানে ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে আশি কোটি টাকার অধিক জমা হয়েছে এবং উক্ত অর্থ হতে বিধান অনুযায়ী স্টেট ব্যাঙ্কের রিজার্ভ এ শতকরা ২৫ ভাগ টাকা নির্দিষ্ট করে রাখার পর উক্ত ষাট কোটি টাকা জমা হিসেবে ধরা হয়েছে। এই ষাট কোটি টাকা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যয় না করে এই প্রদেশকে বিশেষ পদ্ধতিতে শোষণের উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কের হেড অফিসে ছত্রিশ কোটি টাকা উক্ত অর্থ শেষ পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানী বৃহৎ শিল্পপতিদের হাতে ঋণ বা অগ্রিম হিসেবে চলে গেছে। অবশিষ্ট চব্বিশ কোটি টাকা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য রাখা হয়। কিন্তু এ অর্থের শতকরা ৭৫ ভাগ (১৮ কোটি) টাকাও এ প্রদেশে শিল্পগঠনে ব্যস্ত পশ্চিম পাকিস্তানী বৃহৎ শিল্পপতিগণ ঋণ অগ্রিমের নামে পুঁজি হিসেবে ব্যয় করতেছেন। এ পদ্ধতিতে শেষ পর্যন্ত মাত্র প্রায় ছয়

কোটি টাকা পূর্বাঞ্চলের শিল্পপতিগণ পান এবং অবশিষ্ট চুয়ান্ন কোটি টাকা পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে পশ্চিম পাকিস্তানী বৃহৎ শিল্পপতিগণ ব্যয় করার সুযোগ পেয়েছেন।

ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অফিসার ক্যাডারে শতকরা মাত্র চৌদ্দজন পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠানের হেড অফিসে পূর্ব পাকিস্তানী অফিসারের সংখ্যা মাত্র নয় জন; কিন্তু উক্ত অফিসে পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসার কাজ করছেন দু'শত চল্লিশ জন। ব্যাঙ্কের বিদেশে প্রতিষ্ঠিত শাখা সমূহে মাত্র চারজন পূর্ব পাকিস্তানী এবং একত্রিশজন পশ্চিম পাকিস্তানী।

৮ই মার্চ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি প্রধান মওলানা ভাসানী পুনরায় ঘোষণা করেন যে, তাঁর পার্টি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করবে না। এবং বলেন যে, গোলটেবিল বৈঠক ইতিধ্যেই কায়েমী স্বার্থান্বেষী মহলের গোপন আঁতাত এবং জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সুযোগ দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, এভাবে উহা দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে সংহত করছে। উনিশ দিনব্যাপী পশ্চিম পাকিস্তান সফরের উদ্দেশ্যে লাহোরের পথে ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে তেজগাঁও বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে মওলানা ভাসানী গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে তাঁর দলের ভূমিকা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, "আমি কেবলমাত্র সংগ্রামের মাধ্যমে ১১ দফা আদায়ের জন্য যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম তাহা হইতে আমি এতটুকু বিচ্যুৎ হই নাই। আপোষের মাধ্যমে আমি ১১ দফা কেন জনগণের কোন দাবীই আদায় করিতে চাই না। ১১ দফার জন্য আমি যে কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত।" দেশবাসীর গণদাবীসমূহ আদায়ের জন্য দেশে বর্তমান গণ বিস্ফোরণকে সংগঠিত কর্মপন্থার মাধ্যমে সংহত করা গণতান্ত্রিক শক্তি সমূহের জন্য আবশ্যকীয় বলে মওলানা ভাসানী অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, কেবল দাবী পূরণের মাধ্যমেই দেশে স্থায়ী শান্তি ফিরে আসতে পরে। তিনি বলেন দেশের বৃহত্তর জনতার স্বার্থের অনুকূলে দেশের বর্তমান গণআন্দোলনকে আগায়ে নিয়ে যাবার উদ্দেশ্যেই তার দল গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মওলানা ভাসানী বলেন, তাদের এই ভূমিকাকে স্বার্থপর বিভিন্ন মহল ইচ্ছাকৃতভাবে "সাম্প্রদায়িক ও নি:সঙ্গতাবাদী" আখ্যাদান করেছে। তিনি বলেন, কায়েমী মহল ও গোয়েন্দা বাহিনী বিভিন্ন মাধ্যমে এসব প্রচারণা চালাচ্ছে। তিনি আরও বলেন "সমাজ বিরোধী ও উসকানি দাতারা যে

সব লুটতরাজ চালাইতেছে উহার দায়ও কায়েমী মহল ন্যাপের উপর চালাইবার জন্য কানাকানি ও জনসভা করিতেছে, লিফলেট ছাড়িতেছে।” গোলটেবিল বৈঠক সম্পর্কে ন্যাপের ভূমিকা সমালোচকদের জবাবে ভাসানী পাক-ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন গোলটেবিল বৈঠকের উল্লেখ করে বলেন, সাধারণ মানুষ ও আন্দোলনে সক্রিয় দলীয় কর্মীদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা ছাড়া পৃথিবীর ইতিহাসে কখনো এ ধরনের গোলটেবিল বৈঠক আর কিছু করতে পারে না। তিনি বলেন যে, জনগণের আত্মত্যাগের মাধ্যমে যা অর্জিত হয়েছে উহাকে ডানপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে আলোচনায় বসে বিনষ্ট হতে দিতে পারেন না। তিনি বলেন, গোলটেবিল হতে দূরে থেকে ষড়যন্ত্র ও গণবিরোধী তৎপরতা হতে নিজেদের রক্ষা করতে চান। তিনি বলেন, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার, জরুরী আইন প্রত্যাহারসহ যে সব বিভিন্ন দাবী আদায় হয়েছে উহা বৈঠকে নয়, আন্দোলনের ফলেই হয়েছে।

৯ই মার্চ ন্যাপ প্রধান ভাসানী লাহোরে-বলেন যে, তিনি প্রয়োজন হলে গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। তিনি বলেন যে, জামায়াতে ইসলাম লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ন্যাপ ও তার বিরুদ্ধে ইশতেহার, পুস্তিকা ইত্যাদি বিলি করছে এবং পাকিস্তানকে আর এক ইন্দোনেশিয়ায় রূপান্তরিত করার হুমকী প্রধান করছে। তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, " আমরা নীরবে ইহা সহ্য করিব না; বরং পাল্টা দাঙ্গা হাঙ্গামার মাধ্যমে আমরা উহা প্রতিহত করিব।” তিনি বলেন যে, “সরকার জামায়াতের মনোভাব অবগত আছেন। পুঁজিপতি ও জমিদারদের হত্যা করিয়া ফেলা হইবে” বলিয়া প্রদত্ত হুমকীর পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি হবে এই মর্মে একজন বিদেশী সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তিনি ৬৫ বছর যাবৎ নিয়মতান্ত্রিকভাবে কাজ করে আসছেন, কিন্তু বর্তমান সরকারের ন্যায় নিষ্ঠুর নির্যাতন কোন দিন দেখেন নি। তিনি বলেন, বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে হত্যার জন্য গুলীবর্ষণের আদেশ দেয়া হত না। কিন্তু বর্তমানে তথাকথিত জাতীয় সরকার হত্যার জন্য গুলীবর্ষণের আদেশ দেন। মওলানা ভাসানী দাবী করেন যে, সাম্প্রতিক আন্দোলনে ছয় শ’ লোক নিহত হয়ছেন। তিনি সাংবাদিকদের এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য সংগ্রহের আহবান জানান। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, নিহত ব্যক্তিদের সঠিক সংখ্যা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নি। তিনি আরও বলেন যে, জনগণকে দাবী দাওয়া জানানো হতে নিবৃত্ত রাখার জন্য সরকার ১৪৪ ধারা, সান্ধ্য আইন, নিরাপত্তা আইন

ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করছেন। উক্ত সাংবাদিক পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি নিজে হাঙ্গামার সমর্থক হয়ে সরকারকে দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য সমালোচনা করতেছেন কেন? জবাবে ভাসানী বলেন, তাঁর একগালে চপেটাঘাত করেছে, মুসলমান হিসেবে তিনি তাঁর নিকট অপর গাল পেতে দেয়ার নীতিতে বিশ্বাস করেন না। বরং ইসলামের নীতি অনুযায়ী একজন মুসলমান চাপেটাঘাতের বদলে চপেটাঘাত দ্বারা আক্রমণ প্রতিহত করবেন। মওলানা ভাসানী দেশের বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিষদ আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৩ সালের চেয়েও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা রয়েছে। তিনি বলেন, গত ছয় মাস চালের মূল্য সম্প্রতি ৩২ টাকা হতে ৬২ টাকায় উঠেছে। পূর্ব পাকিস্তানীদের অনাহারের কবল হতে রক্ষার জন্য তিনি পত্রিকা মারফত সারা বিশ্বের প্রতি আহবান জানান। মওলানা ভাসানী বলেন, কিষাণদের সাথে অচ্ছ্যুতের মত ব্যবহার করা হয়। এমনকি জমিদারদের সামনে তারা চেয়ারে বসতে পারেনা। তিনি বলেন, 'ইহা কি ইসলাম নীতি সম্মত?' কিন্তু কেহ এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানালে তাহাকে কম্যুনিস্ট বলা হয়।'

৯ই মার্চ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবর্গ কর্তৃক বাঙ্গালী ও উর্দুভাষীদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী দেন। তারা জানান কিছু সংখ্যক সমাজ বিরোধী দুষ্কৃতকারী পূর্ব বাংলায় বাঙ্গালী ও উর্দুভাষীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করে দেশের বর্তমান গণআন্দোলনকে বানচাল করার হীন ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। ঢাকা শহর হতে আট মাইল উত্তরে মীরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তৃতাকালে সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবর্গ দেশের সাম্প্রদায়িক ও অন্যান্য সকল প্রকার শান্তিরক্ষার জন্য আবেদন জানান। সভায় সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক। ছাত্র নেতৃবর্গ বলেন যে, দেশে বর্তমানে দু'টি শ্রেণী আছে। একটি শাসকশ্রেণী, অন্যটি শোষিত শ্রেণী। যতদিন পর্যন্ত এই শ্রেণী বিভেদ থাকবে ততদিন ছাত্রদের ১১ দফার আন্দোলন চলবে। তিনি আরও বলেন, পাঁচটি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কে পূর্ব পাকিস্তানে জমাকৃত অর্থ হতে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতিদের স্বার্থে বছরে ১২০ কোটি টাকা ঋণ ও অগ্রিম দেয়াহচ্ছে।

১০ই মার্চ। সামরিক আইন জারির হুমকীর ব্যাপক ডামাডোলের মধ্যে আজ প্রেসিডেন্ট অতিথি ভবনে সরকার ও বিরোধী দল সমূহের গোলটেবিল বৈঠক শুরু হয়। প্রায় ২ ঘন্টা ব্যাপী অধিবেশনের পর বৈঠক আগামীকাল পর্যন্ত স্থগিত হয়ে যায়। তবে চার মাসের পুরাতন জাতীয় সংকটের সমাধানের কোন উপায় এখনও মিলে নি। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব অদ্যকার বৈঠকের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তানের আশঙ্কাজনক আইন শৃঙ্খলা জনিত পরিস্থিতির উল্লেখ করেন। এদিকে সম্মেলন চলাকালে লাহোরে জুলফিকার আলী ভুট্টো ও মওলানা ভাসানীর মধ্যে দ্বি--পাক্ষিক চুক্তির খবর পাওয়া যায়। উক্ত চুক্তিতে তাঁরা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের স্বীকৃত দল সমূহের ভিত্তিতে গণতন্ত্র কায়েমের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করছেন। উভয় বামপন্থী নেতাই গোলটেবিলে যোগদানে অসম্মতি জানান। তন্মধ্যে মওলানা ভাসানীর লাহোরে উক্তি 'আমরা গৃহযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত আছি এবং দাঙ্গা হাঙ্গামার মোকাবেলা পাল্টা দাঙ্গা হাঙ্গামার মাধ্যমেই করা হইবে'। যাই হোক ভাসানী ভুট্টো চুক্তির দরুণ গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানকারীগণ দু'টি বিষয়ে মতৈক্যের কথা সরকারীভাবে ঘোষণা করতে বাধ্য হন। এই দু'টি বিষয়ে বিরোধী দলসমূহের নিজেদের মধ্যে কোন মতানৈক্য কখনও ছিলনা; সরকারের সাথে ডাক এর ও মতানৈক্য ছিলনা। এ দফা দু'টি হচ্ছে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতি কায়েম এবং প্রত্যক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠান। আজ বৈঠক শেষে প্রথমে এক যুক্ত বিবৃতিতে প্রকাশ, বিরোধী দলীয় লৌহমানব শেখ মুজিবুর রহমান উহাতে তাঁর ৬ দফা এবং পূর্ব বাংলার ছাত্রদের ১১ দফা উথাপন করেন। উহার পর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তাঁকে ১৪ পৃষ্ঠা ব্যাপী এ সমস্ত দাবী দাওয়া ও উহাদের ফলাফল সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। স্বয়ং ডাক নেতৃবর্গ ইতিপূর্বে উহাদের সম্পর্কে মতৈক্যে পৌছাতে ব্যর্থ হন। বৈঠকে সরকার পক্ষ গুরুত্ব সহকারে জানায়েছেন যে, তারা আইয়ুব সরকারের আমলে গৃহীত ব্যবস্থাগুলোই রদ করতে পারেন। তৎপূর্বে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে তাদের নিজেদেরই সমাধানে পৌছাতে হবে।

সরকার পক্ষকে আজ বিরোধী নেতৃবর্গের কানের কাছে বারবার 'তাড়াতাড়ি করুণ সময় খুব কম' বলতে শুনা যায়। অদ্যকার বৈঠকে শেখ মুজিব ২ জন পূর্ব বাংলার নেতার পূর্ণ সমর্থন লাভ করেন। তারা হলেন জাস্টিস মোর্শেদ ও অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। পশ্চিম পাকিস্তান হতে নির্বাচিত ন্যাপ নেতা ওয়ালী খান আজ

শেখ মুজিবের দু'টি দাবী সমর্থন করেন। এ দু'টি হল এক ইউনিট রদ ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম। এদিকে পূর্ব পাকিস্তানের দাবী দাওয়ার বিরুদ্ধে এত বেশি ক্ষোভ দেখা দিয়েছে যে, স্বয়ং শেখ মুজিব ও এমনকি গোলটেবিলে মতৈক্য হলেও জাতীয় পরিষদে ঐগুলো গৃহীত হবে কিনা তৎ সম্পর্কে নিশ্চিত নহেন। অবশ্য সরকার ও বিরোধী দলগুলোর উভয়েই গোলটেবিলে অচলাবস্থা অপেক্ষা ভুট্টো-ভাসানী চুক্তি সম্পর্কেই অধিক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। তাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে পাকিস্তানের। আদর্শের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সমাজতন্ত্র কায়েম, বৈদেশিক হস্তক্ষেপের অবসান, সিয়াটোৎ সেন্টোর মত সকল সামরিক চুক্তি বাতিল, পেশোয়ারস্থ মার্কিন ঘাটির অপসারণ এবং সর্বতোপ্রকার উপনিবেশবাদ, নয়া উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা। এই স্লোগানগুলোর পশ্চিম পাকিস্তানে বেশ প্রতিপত্তি আছে তো বটেই প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গে পিকিংপন্থী সরকার গঠিত হওয়ার দরুণ পূর্ব বাংলায় আরও বেশী প্রভাব আছে। পূর্ব পাকিস্তানের মূল দাবীগুলোর অন্যতম একটি হচ্ছে জনসংখ্যার ভিত্তিতে শতকরা ৫৬ ভাগ প্রতিনিধিত্বসহ ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতি কায়েম। অথচ বর্তমান প্রেসিডেন্ট পদ্ধতিতে সংখ্যা সাম্যই স্বীকার করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের বর্তমান এক ইউনিটের স্থানে সাব ফেডারেশনের পক্ষপাতী। তাদের দাবীগুলোর মধ্যে যে ক'টি সরকার পক্ষ তো দূরের কথা এমনকি বিরোধী দলগুলোর পক্ষে মেনে নেয়া কষ্টকর, ঐ গুলো হচ্ছে পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থা অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রায় পৃথক হিসাব এবং পাকিস্তানে আঞ্চলিক ফৌজ গঠন। পূর্ব পাকিস্তানের অপর একটি দাবী হচ্ছে কর আরোপ প্রদেশের থাকবে-কেন্দ্রের নয়। এমতাবস্থায় শেখ মুজিবের ৬ দফা যদি মেনে নেয়া হয় তবে কেন্দ্রের হাতে মাত্র দেশ রক্ষা আর বৈদেশিক সম্পর্ক থাকবে। শুধুমাত্র গোলটেবিল বৈঠকের জন্য সরকারকে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আগরতলা মামলা বাদ দিতে হয়েছে। তাই অনেকে শেখ সাহেবকে জোর দরকষাকষি করতে পারার মত উপযুক্ত লোক বলে মনে করেন।

১১ ই মার্চ সোয়া দশটায় প্রেসিডেন্ট আইয়ূব খানের সভাপতিত্বে গোলটেবিল বৈঠক শুরু হয়। জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের নেতা ও এন ডি এফ এর সভাপতি নূরুল আমীনখান আজ প্রথম বক্তৃতা দেন। তিনি গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, তিনি গত কয়েক বছর ধরে

প্রেসিডেন্টকে এধরনের বৈঠক অনুষ্ঠানের অনুরোধ জানাচ্ছেন। নূরুল আমীন খান বর্তমানে দেশে যা ঘটছে এবং চলতেছে সে জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং অবিলম্বে এ অবস্থার অবসান কামনা করেন। তিনি বলেন যে, এখন পর্যন্ত যে সকল ছাত্র কারারুদ্ধ রয়েছেন তাদের মুক্তি প্রদান এবং তাদের উপর হতে সকল মামলা প্রত্যাহারের জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

এ দিন এক সরকারী প্রেসনোটে বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তান জন নিরাপত্তা আইন, রাজনৈতিক দল আইন ইত্যাদি আইনের ধারা লংঘনের আভিযোগে বিভিন্ন আদালতে রাজনৈতিক নেতা, ছাত্র ও কতিপয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে সকল মামলা বিচারাধীন রয়েছে প্রাদেশিক সরকার তৎসমূহ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করার জন্য এ সকল মামলা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিচারাধীন ও আপীল করা মামলাও প্রত্যাহার করা হবে। তাছাড়া ইতিপূর্বে সকল গ্রেফতারী পরোয়ানা ও হুলিয়া এবং রাজনৈতিক ধরনের মামলায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার আদেশ প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

এই দিন সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এক বিবৃতিতে ১১ দফার ভিত্তিতে ছাত্র জনতার এক সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তোলার আহবান জানান হয়। আরও উল্লেখ করা হয় যে, সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত ফলগুলোকে নিমূর্ল করা এবং ১১ দফা ভিত্তিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে বানচাল করার জন্য বিশেষত পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামকে বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে এক দিকে সরকার ও অন্য দিকে মহল বিশেষ বিভ্রান্তিকর প্রচারণা ও সাম্প্রদায়িক উসকানি প্রদান করতেছে। বিবৃতিতে এই সমস্ত বিভ্রান্তিকর উসকানিকে প্রতিহত করার জন্য হুমকী দেন।

১২ই মার্চ গোলটেবিল বৈঠকের সম্মেলন তৃতীয় দিবসে আজ সকালে কাউন্সিল মুসলীম লীগের সেক্রেটারী সরদার শওকত হায়াৎ খান বলেন যে, '৪ মাস ব্যাপী যে জাতীয় সংকট দাঙ্গাহাঙ্গামায় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে উহা সমাধানের জন্য এই সম্মেলন যদি বিরোধী দল ও সরকার উভযেরই নিকট গ্রহণযোগ্য কোন সূত্র উদ্ভাবন করিতে ব্যর্থ হয় তবে গোলটেবিল বৈঠকে আমাদেরকে পাকিস্তানের কফিন বাহক হইতে হইবে।" অভিজাত পাঞ্জাবী সরদার শত্তকত হায়াৎ খান গম্ভীর ও

ক্লান্ত দর্শন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে বলেন যে, "দেশ সমাধানের জন্য সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছে। গোলটেবিল বৈঠকে সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে মীমাংসা ছাড়াও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি নামে অভিহিত ৭ টি দক্ষিণ পন্থী পার্টি ও মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি কোন সর্ব সম্মত ফর্মূলা পেশ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। অবশ্য সরকার উক্ত ফর্মূলা গ্রহণ অথবা বর্জন করিতে পারে। বর্তমান গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশনের মধ্যে বিরোধীদলকে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণের জন্য ১৫ দিন সময় দেওয়া হইয়াছিল কিন্তু ইহাতে তাহারা ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরির্বতে আরও বেশী বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।" সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ ঢাকায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করে যে, আইয়ুব শাহী খতমের জন্য যে সংগ্রামী ছাত্র জনতা আন্দোলনে বদ্ধপরিকর রয়েছে সেই সংগ্রামী ছাত্র জনতা সংগ্রামের পথে ১১ দফার আন্দোলনের শত্রুদের খতম করতে সক্ষম হবে। সংগ্রাম পরিষদ আরও বলেন, রাজনীতিতে ধর্মের নামে ব্যবসা করা চলবে না। ইসলামের নামে ধর্ম ব্যবসায়ীরা কখনই ইসলামের বন্ধু নহে। ১১ দফার আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচারণার প্রতিবাদে বিকেলে বায়তুল মোকাররাম প্রাঙ্গণে এক বিরাট ছাত্র জমায়েতে অনুষ্ঠিত হয়। সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের অন্যতম সদস্য নাজিম কামরান চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ গণজমায়েতে কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা দেন। এই সভায় ছাত্রলীগ সভাপতি আবদুর রউফ বলেন, পুলিশ ও প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় রেখে দেশে দুস্কৃতকারীদের অরাজকতা সৃষ্টির মাধ্যমে ১১ দফার আন্দোলনকে নস্যাৎ করার হীন প্রচেষ্টাকে সংগ্রামী ছাত্র জনতা অবশ্যই প্রতিহত করবে। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন যে, কোন মিথ্যা প্রচারণা ও সাম্প্রদায়িক উসকানি কিংবা, পুনরায় সামরিক শাসন জারি বা গৃহযুদ্ধের হুমকী দিয়ে মেহনতী মানুষের বাঁচার সংগ্রামকে স্তব্ধ করা যাবে না। তিনি আরও বলেন, সামরিক শাসন জারি করার কোন ঘটনা সৃষ্টি করা হলে জনগণ বুকের রক্ত দিয়ে তা প্রতিহত করবে।

১৩ই মার্চ তিনদিন ব্যাপী গোলটেবিল বৈঠক শেষে আজ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব এক সাংবাদিক সাক্ষাতকারে বলেন, বিরোধী ও সরকার দলীয় গোলটেবিল বৈঠকে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন ও প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের প্রশ্নে ব্যাপক ভিত্তিক মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট বলেন, ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের প্রশ্নে ব্যাপক ভিত্তিক মতৈক্য ছাড়া

আরও বহু আলোচ্য বিষয় ছিল কিন্তু উহাতে অনেক সময় লাগবে এবং উক্ত সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য আরও আলোচনা প্রয়োজন। তিনি বলেন, বর্তমান সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জাতীয় পরিষদে আলোচনা চলতে পারে। প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের কথা উল্লেখ করে বলেন, উহা একটি সঠিক বিষয় এবং কোন প্রকার অসুবিধা ছাড়াই জাতীয় পরিষদে আলোচনার জন্য প্রেরণ করা যেতে পারে। কিন্তু ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার প্রবর্তনের বিষয়টিকে বিলে রূপান্তরিত করার পূর্বে যথাযথ রূপ দিতে হবে। যথাযথ রূপের প্রশ্নে মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত না হলে শাসনতন্ত্রকে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার প্রবর্তনের উপযোগী করার জন্য উহা সংশোধনের জন্য জাতীয় পরিষদ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য একাজ করার সময় বর্তমান সংখ্যা সাম্যের ভিত্তি এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ক্ষমতা বন্টনের বিষয়টি যাতে পরিবর্তন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

এদিকে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আজ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদের (ডাক) সহিত তার দলের সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন। অপরাহ্নে পিন্ডির পূর্ব পাকিস্তান ভবনে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে উপরোক্ত তথ্য প্রকাশকালে শেখ সাহেব আরো বলেন যে, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট বিলোপ দাবীর প্রতি সমর্থন দানে ডাকের ব্যর্থতাই এই সম্পর্কচ্ছেদের কারণ। কেন না জনপ্রিয় এ দু'টি দাবীর স্বীকৃতি ছাড়া কোন সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নয়। শেখ মুজিব বলেন ''দাবী আদায়ের জন্য জনগণের মধ্যে বহুলোক প্রাণ বিসর্জন ও বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগ করিয়াছে সেই দাবীর প্রতি স্বীকৃতি দানে ডাকের ব্যর্থতা অত্যন্ত দুঃখজনক। জনগণের মৌলিক সমস্যা সমাধানের জন্য তার দল অন্যান্য দলের সহিত অব্যাহতভাবে আন্দোলন চালাইয়া যাইবে। পাকিস্তানের সকল অংশের জনগণের মৌলিক দাবী সমূহের সুষ্ঠু রাজনৈতিক সমাধানের উপর একটি শক্তিশালী ও অখন্ড পাকিস্তান গঠন সম্ভব।" নূরুল আমীন ও এস এম মোর্শেদ ব্যতীত ডাক নেতৃবৃন্দ এ দাবীর প্রতি অস্বীকৃতি জানালে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ২৪ ঘন্টা বা ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সরাসরি সরকারের নিকট শাসনতন্ত্রের সংশোধনী পেশ করতে তার আপত্তি নাই। সরকারের পছন্দ হইলে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারে।''

বয়স্কদের ভোটাধিকার ও ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার গঠনের দাবী আদায়ে গোলটেবিল বৈঠকে সাফল্য আর্জিত হওয়ায় এ দিন লাহোরে পিকিংপন্থী

ন্যাপ এর সভাপতি মওলানা ভাসানী সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান ব্যতীত অবস্থা স্বাভাবিক হবে না।

১৪ ই মার্চ বঙ্গবন্ধু রাওয়ালপিন্ডি থেকে ঢাকায় চলে আসেন। পি আই এ-র একটি বিমানে বিকেল তিনটার দিকে তিনি তেজগাঁ বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। বিমান বন্দরের ভিতরে অসংখ্য লোকের সমাগম হয়। বিমানটি নামার সংগে সংগে হাজার হাজার লোক রানওয়ের দিকে ছুটতে শুরু করে। জনতার ভীড় এড়ানোর জন্য রানওয়ের এক প্রান্তেই বঙ্গবন্ধুকে বিমান থেকে নামিয়ে একটি গাড়ীতে করে জনতার দিকে নিয়ে আসা হয়। বঙ্গবন্ধু এদিকে আসার পর জনতার ছোটাছুটি কমতে থাকলে বিমান ধীরে ধীরে গন্তব্য স্থানের দিকে আসতে থাকে। বিমানের মধ্যে মৌলবী ফরিদ আহম্মদ আছেন জানতে পেরে কিছু সংখ্যক জনতা তাকে ধরার জন্য আবার সে দিকে দৌড়াতে থাকে। এ ঘটনা দেখে বঙ্গবন্ধুকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন দেখা যায়। তাঁকে বলতে শুনলাম "বিমানটা এরা ভেংগেই ফেলে নাকি?" তিনি জনতাকে ফিরে আসার জন্য আহবান জানালেন। জনতাকে বাইরে আসার আহবান জানিয়ে তিনি দ্রুত এয়ারপোর্ট ত্যাগ করলেন। সংগে সংগে সমস্ত জনতা তাঁর পিছে পিছে বাইরে চলে আসেন। পরে জানা গেল এ বিমানে সত্যিই ফরিদ আহম্মদ ছিলেন। তিনি এত জনতা দেখে ভয় পেয়ে বাথরুমে পালিয়ে ছিলেন। মৌলাবী ফরিদ আহম্মদ যে ৬ দফার বিরোধিতা করে পশ্চিমাদের দালালীতে লিপ্ত ছিলেন এটা তখন বাংলার মানুষের কাছে অজানা ছিল না।

বঙ্গবন্ধু একটি ট্রাকের উপর দাঁড়িয়ে জনতার অভিবাদন গ্রহণ করতে করতে এগিয়ে চলেন। জনতার এত ভীড় যে, ট্রাকটি একেবারে চলছিল না বললেই চলে। বঙ্গবন্ধু যে ট্রাকে উঠেছিলেন সে ট্রাকে আমিও উঠেছিলাম এবং এয়ারপোর্ট থেকে শেরে বাংলা এবং সোহরাওয়ারদীর মাজার পর্যন্ত এ ট্রাকেই থাকি। জনতার ভীড়ে এ পথটুকু অতিক্রম করতে কয়েক ঘন্টা সময় লেগে যায়। মাজারে পৌঁছে তিনি প্রথমে মাজার জিয়ারত করে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিয়ে সবাইকে চলে যেতে অনুরোধ করেন। পরে তাঁর ধানমন্ডিস্থ বাসভবনে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে বলেন, তিনি যদি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানকারী পূর্ব বাংলার নেতৃবৃন্দের পূর্ণ সমর্থন পেতেন, তা হলে জনগণের ন্যায্য দাবী দাওয়া গ্রহণ ব্যতীত প্রেসিডেন্টের আর কোন উপায় ছিল না। উহা নিতান্তই দুঃখজনক যে, গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই

জনগণের "ম্যান্ডেট" পালন করেন নি। তিনি আরও বলেন, গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কারা তাঁর দাবী বিশেষতঃ পূর্ব বাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষুদ্র প্রদেশসমূহের দাবী সমর্থন করেন নি তিনি তাদের নাম ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছেন। শেখ মুজিব আরো বলেন, স্বাধীনতা লাভের ২২ বছর পর হামিদুল হক চৌধুরী, আব্দুস সালাম খান, মাহমুদ আলী ও ফরিদ আহম্মদের মত নেতৃবৃন্দের জ্ঞান ফিরে আসবে বলে তিনি আশা করেন। শেখ মুজিবুর রহমান খোলাখুলিভাবে স্বীকার করেন যে, তিনি মওলানা ভাসানীকে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের অনুরোধ জানায়েছিলেন এবং সেখানে দাবী দাওয়া গৃহীত না হলে তিনিও মওলানার সাথে গোলটেবিল বৈঠক হতে সরে আসার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু মওলানা সাহেব অজ্ঞাত কারণে তার অনুরোধ প্রত্যাখান করেন। তিনি মওলানা ভাসানীর সাম্প্রতিক অসামঞ্জস্যপূর্ণ বিবৃতির সমালোচনা করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান আরো বলেন, বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার এবং চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান ও মওলানা মওদুদীর সমবায়ে গঠিত কায়েমী স্বার্থবাদী চক্র জনগণের সাথে আবার সেই পুরাতন খেলায় মেতে উঠেছে।

আওয়ামী লীগ নেতা আরো বলেন, তাঁর দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্যগণ প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার সংক্রান্ত শাসনতন্ত্রের সংশোধনীর স্বপক্ষে ভোটদান ছাড়াও আওয়ামী লীগের ৬ দফা, ছাত্রদের ১১ দফা, জনসংখ্যা ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন ও পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বিলোপের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্রের পূর্ণ সংশোধনী আনয়ন করবেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট বিলোপের দাবী পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ সমর্থন করে। দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহবান জানান।

১৬ ই মার্চ মওলানা ভাসানী ৮ ডাইন তেজগ্রাম –লাহোর হতে করাচী যাত্রার পথে শাহীনওয়ালা স্টেশনে এসে পৌছলে স্পষ্টতঃ ২৫/৩০ জন ছাত্রদের নিয়ে গঠিত জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। তাদের স্লোগান "ভাসানী ও ভুট্টো কুত্তা" "ভাসানী ইসলামের শত্রু" এবং "সমাজতন্ত্র মুর্দাবাদ"। এ সময় "আমরা ভাসানীকে খুন করিব," স্লোগান সহকারে তারা ন্যাপ নেতার কামরা খুঁজে বের করার জন্য ট্রেনের এক মাথা হতে অন্য মাথা পর্যন্ত ছুটাছুটি করতে থাকে। এ ছাড়া তারা ট্রেনের সঙ্গে গমনকারী গার্ডকে ঘেরাও করে ফেলে। কিন্তু গার্ড জানান যে, মওলানা ভাসানী

কোথায় আছেন তা তিনি জানেন না। অবশেষে কয়েকজন তরুণ শাহীনওয়ালা রেল স্টেশনে মওলানা ভাসানীর কম্পার্টমেন্টে হানা দিয়ে তাঁর উপর হামলা করে। হামলাকারী এই তরুণগণ মওলানাকে লক্ষ্য করে একটি বোতল ছুড়ে মারে কিন্তু উহা কক্ষের কাচের জানালার উপর গিয়ে পড়ে। পরে তাদের মধ্যে দু'জন মওলানা ভাসানীকে হিচড়ায়ে এয়ার কন্ডিশন কোচের করিডোরে নিয়ে আসে। এ অবস্থায় দু'জন ন্যাপ কর্মী তাকে কোনক্রমে রক্ষা করতে সক্ষম হন। পথিমধ্যে খানেওয়াল ও মুলতান রেল স্টেশনে সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণে মওলানা ভাসানী অভিযোগ করেন যে, জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী জমিয়তে তোলবার কর্মীরা তাঁর জীবন নাশের এ অপপ্রয়াস চালায়।

১৭ ই মার্চ সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের আহবানে প্রদেশব্যাপী ছাত্র ধর্মঘট পালন করা হয়। এ সভায় অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদ হতে আব্দুল মোনায়েম খানের অপসারণের দবী জানানো হয় অন্যথায় লাট ভবন ঘেরাও করা হবে বলে সতর্কবাণী দেয়া হয়। সভায় মওলানা ভাসানীর উপর হামলার তীব্র নিন্দা করেন এবং ছাত্র সমাজকে আরও সংহত সংগ্রামের আহবান জানান।

কৃষি কলেজের ছাত্রগণ তাদের দাবী দাওয়া পূরণের দাবীতে প্রাদেশিক চীপ সেক্রেটারী সফিউল আলম ও কৃষি দফতরের সেক্রটারী করিম ইকবালের ব্যাসভবন সম্মুখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

এদিকে মওলানা ভাসানীর উপর প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হামলার প্রতিবাদে যে হরতাল আহবান করা হয় তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়। এ দিন বিভিন্ন দাবীর ভিত্তিতে শ্রমিক ও কর্মচারীগণ কর্তৃক প্রদেশের বহু শিল্প ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ঘোরাও দেয়া হয়। কোন কোন দফতর রাত ৯টা পর্যন্ত ঘেরাও থাকে। বহু উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা অধিক রাতে দফতর হতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

করাচীতে মওলানা আবুল হামিদ খান ভাসানী আজ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, জনগণের দাবী দাওয়া পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিজেও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না, অপর কাউকেও তা করতে দেবেন না। দূ' মাসের মধ্যে শ্রমিকদের দাবী পূরণ না হলে কল কারখানা দখল করা হবে। তিনি বর্তমান শাসনতন্ত্র বাতিল এবং ৬ মাসের মধ্যে নয়া শাসনতন্ত্র রচনা করার জন্য একটি

অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের দাবী জানান। তিনি বলেন, বর্তমান পদ্ধতি ইসলামী বা প্রেসিডেন্ট কোনটাই নয়। তিনি উহাকে গণতান্ত্রিক করার আহবান জানান।

১৮ই মার্চ দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর জংশনে একটি ভয়াবহ সংঘর্ষের পর ই পি আর বাহিনী তলব করা হয় এবং অপরাহ্ন ৩টা হতে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। এই দিন সকাল বেলায় ১১ দফা দাবীর সমর্থনে ছাত্ররা একটি মিছিল বের করলে কতিপয় লোকের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের পর জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং ভয়াবহ রূপ নেয়। এ সংঘর্ষের ফলে দু'শ' লোক আহত হয় এবং প্রায় ১ হাজার গৃহ ভস্মীভূত হয়। তাদের মধ্যে ২৪ জনের অবস্থা খুবই গুরুতর এবং একজন মারা যায়। সান্ধ্য আইন জারির পর ই পি আর বাহিনী যখন পরিস্থিতি মোকাবেলার দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন গৃহগুলোতে আগুন জ্বলতে থাকে। একটি অস্বস্তিকর পরিবেশে রাত্রি ঘনায়ে এলে একদল ক্ষুব্ধ জনতা পার্বতীপুর হতে রংপুরের পথে ঘোলাহাট স্টেশনের নিকট ঢাকা গামী একটি চলন্ত ট্রেনের উপর হামলা চালায়। তারা ট্রেনের যাত্রীদের মারধোর করে। হামলার সময় বেশ কয়েক জন মহিলা যাত্রী নিখোঁজহয়।

এদিকে রাজধানী ঢাকা ও উপকন্ঠ ঘেরাও এবং বিক্ষোভের ফলে উহা অবরুদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়। প্রধানতঃ সরকারী কর্মচারীগণ ঢাকাসহ প্রদেশের সর্বত্র বিভিন্ন দাবী দাওয়ার ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে ঘেরাও অভিযান আরম্ভ করেন। ফলে প্রাদেশিক সরকারের সেক্রেটারীয়েট সহ সকল বিভাগ ও অফিসের কাজে সম্পূর্ণ অচলাবস্থা দেখা দেয়। এরূপ ধর্মঘটের ফলে হাসপাতালের রোগীদের শোচনীয় অবস্থাসহ বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় সংস্থাগুলোর শোচনীয় অবস্থায় ছাত্র নেতৃবৃন্দ উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার জন্য তীব্র নিন্দা জানান। তারা অবিলম্বে কর্মচারীদের দাবী মেনে নেয়ার আহবান জানান। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির (ডাক) সহিত তার দলের সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা করে ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পর দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করলে গোলটেবিল বৈঠক মূলত ব্যর্থতায় পরিণত হয়। ফলে, পরবর্তী ঘটনা প্রবাহগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, স্বার্থান্বেষী বিশেষ একটি মহল শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনের দ্বারা প্রাপ্ত সাফল্য ও গণ অধিকার আদায়ের শান্তিপূর্ণ

আদায়ের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলে। এতে দিন দিন গণআন্দোলন যেভাবে মোর নিতে থাকে তাতে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ছাত্র সমাজ বিশেষ উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়ে। প্রশাসন সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ায় গ্রামে গঞ্জে জনগণই চোর ডাকাত ধরতে থাকে এবং বিনা বিচারেই তাদের হাত পা কেটে দিত এবং হত্যাও করতো। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের সালিশী নিয়েও গ্রামে গ্রামে নানা ধরনের গোলযোগের সৃষ্টি হতে থাকে। এরূপ ঘটনায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহম্মদ ১৮ ই মার্চ সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন, বেশ কিছু দিন যাবতই আমরা লক্ষ্য করিতেছি যে, বিশেষ শক্তি জনসাধারণের মধ্যে শ্রেণী বিভেদ সৃষ্টি করার অশুভ উদ্দেশ্যে গুন্ডামীর আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এ সব শক্তি সম্পর্কে একাধিকবার দেশবাসীকে সর্তক করে দিয়েছেন এবং দেশের শান্তি বজায় রাখার আহবান জানিয়েছেন। তিনি প্রতিক্রিয়াশীল এ সব চক্রকে রুখে দাঁড়াবার সময় আসছে বলে উল্লেখ করেন। দেশের বৃহত্তর কল্যাণে এ গণবিরোধী শক্তিকে জনসাধারণকেই নস্যাৎ করতে হবে। তিনি এ ব্যাপারে ছাত্র-শ্রমিক রাজনৈতিক দল সকলকেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহবান জানান।

১৯ শে মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের স্বার্থে বিশ্বাসী সকলকে স্বার্থান্বেষী মহলের অশুভ অভিসন্ধিকে নস্যাৎ কারার জন্য সকল শক্তি নিয়োগের আবেদন করেন। তিনি ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক ও দলীয় সদস্যসহ সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে দেশে শান্তি বজায় রাখা ও নাগরিকদের অধিকার রক্ষার জন্য কাজ করার আহবান জানান। বিবৃতিতে শেখ মুজিব বলেন, "আমাদের সংগ্রামের গতিপথ ভিন্ন পথে পরিচালনার গোপন অভিসন্ধি লইয়া সাধারণ মানুষের জান ও মালের উপর হামলা করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে। তিনি বলেন, ইহারাই সমাজ ও গণবিরোধী চক্রকে উসকানি দিতেছে"। শেখ মুজিব এই পরিস্থিতির তীব্র নিন্দা করেন এবং বলেন, "প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাধারণ মানুষের অধীকার রক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করার ফলে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। এই ধরনের কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হইলে জনগণ ও গণতন্ত্রের স্বার্থকে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করা হইবে।"

ছাত্র নেতাদের আহবান

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দশজন নেতা এক যুক্ত বিবৃতিতে অরাজকতা সৃষ্টিকারী জনগণের শত্রুদের কার্যকলাপ রুখে দাঁড়াবার জন্য ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীকে নির্ভীক চিত্তে অগ্রসর হওয়ার পুনরায় আহবান জানান। গণ বিরোধী শত্রু ও সমাজ বিরোধীদের হুঁশিয়ার করে ছাত্র নেতৃবৃন্দ বলেন যে, অবিলম্বে এ সকল কার্যকলাপ বন্ধ না করলে ছাত্র সমাজ, সমাজ বিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ করবে। তারা বাঙ্গালী অবাঙ্গালী, হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এবং শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে ১১ দফার সংগ্রাম অব্যাহত রাখার আহবান জানান। বিবৃতিতে তারা আরো বলেন, গণবিরোধী মহল জনগণের বিজয় নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যেই অরাজকতা সৃষ্টি ও উহার সুযোগ দিতেছে।

সাংবাদিকদের বক্তব্য

গণ আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য ভাড়াটিয়া গুন্ডা ও উসকানি দানকারী দালালরা প্রদেশে যে সন্ত্রাস ও অরাজকতা সৃষ্টি করছে, তা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সমাজ জীবনে বিশৃংখলা সৃষ্টির সুস্পষ্ট উদ্দেশ্যে কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহল সমগ্র প্রদেশে গুন্ডাদের কাজে লাগাচ্ছে। প্রত্যেক শান্তিকামী নাগরিকই অনুভব করিতেছেন যে, গুন্ডা ও সমাজ বিরোধী কার্যকলাপের সাহায্যে গণদাবী পুনরুদ্ধারের সংগ্রামকে বানচাল করার উদ্দেশ্যে বেশ কিছুদিন প্রাদেশিক প্রশাসন কর্তৃপক্ষ সক্রিয়ভাবে ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে।

পল্লী অঞ্চল হতে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, সাধারণ মানুষের কল্যাণে পরিচালিত গণআন্দোলনকে পতনশীল সরকার ব্যক্তিগত আক্রোশের ধুম্রজালে জড়ায়ে ফেলার অপচেষ্টা করছেন, সমাজের সর্বস্তরের শান্তিকামী জনসাধারণ উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছেন যে, সন্ত্রাসবাদী ও সমাজ বিরোধী কার্যকালাপে লিপ্ত ব্যক্তিরা এ ঐতিহাসিক মৌল অধিকার আদায়ের সংগ্রামকে বিপথে পরিচালনা করার চেষ্টা করতেছে। তারা ছাত্রদের সুনাম ক্ষুন্ন করার চেষ্টা করতেছে। এসব অপচেষ্টার মাধ্যমে সাম্প্রতিক গণঅভ্যুথানের সময়ে যে সকল সাম্প্রদায়িক শক্তি নির্বাচিত হয়েছে, তারা আবার সম্মুখে আসার চেষ্টা চালাচ্ছে।

এ আর খানের হুঁশিয়ারী

পিন্ডি কেন্দ্রীয় সরকার দাঙ্গাবিধ্বস্ত দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরায়ে আনার উদ্দেশ্যে দ্রুত কাজ করার জন্য ২ টি প্রাদেশিক সরকারের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। দীর্ঘ সময় স্থায়ী উজির সভা বৈঠকে যোগদানের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র উজির ভাইস এডমিরাল এ আর খান আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে উপরোক্ত তথ্য ঘোষণা করেন।

সপরিবারে মোনায়েম খানের ঢাকা ত্যাগ

এই দিন প্রাদেশিক গভর্নর আব্দুল মোনায়েম খান বিশেষ গোপনীয়তা রক্ষা করে সপরিবারে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগ করেন। সন্ধ্যায় বিমানযোগে পিন্ডির পথে করাচী যাত্রা করেন। দীর্ঘ সাড়ে ছ'বছর ব্যাপী যে দোর্দন্ড প্রভাবশালী একচ্ছত্র শাসক লাট ভবনের অভ্যন্তর হতে পুলিশ ও আমলাদের অহরহ প্রদেশবাসীকে সন্ত্রস্ত করে তুলতেন সে গভর্নর মোনায়েম খান শেষ পর্যন্ত সারা প্রদেশের গণবিক্ষোভের মুখে প্রদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তার স্থানে আজ বৃহস্পতিবার বা শুক্রবার পর্যন্ত একজন নতুন গভর্নর প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। ১৯৬২ সনের ২৭ শে অক্টোবর মোনায়েম খান এ প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। এত দীর্ঘকাল কোন গভর্নর প্রদেশের শাসন পরিচালনা করেন নি। তিনি পিন্ডিতে নিজের বাড়িতে কিছুদিন বাস করার পর বিদেশে চলে যাবেন বলে শোনা যায়।

২০ শে মার্চ কেন্দ্রয়ী আইন উজির এস এম জাফর আশা করেন যে, সরাসরি প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সরকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি পরিবর্তন করে যে পার্লামেন্টারী পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য চেষ্টা করছেন বর্তমানে জনতা তা বানচাল করতে দিবেন না। শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং গত ১৩ই মার্চ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব আহূত গোলটেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক শাসনতান্ত্রিক সংশোধনের জন্য সকল প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া উচিত বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ,"শাসনতন্ত্রের সংশোধনের ফলে দ্রুত আইন ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই আমি এই ব্যাপারে দ্রুত অগ্রসর হইতেছি।" এই প্রচেষ্টার বিরোধিতা হলে জনমণে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন । তিনি বলেন, শাসনতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক করে তোলার এই দৈব সুযোগকে কোন রকমেই ছাড়া হইবে না।'

তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে আরও উল্লেখ করেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ ফেডারেল পার্লামেন্টারী পদ্ধতি এবং সরাসরি প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকার কায়েম সংক্রান্ত খসড়া সংশোধনী বিল বিবেচনার জন্য আগামী এক মাসের মধ্যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

১৯৭০ সনের মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট আইয়ূবের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই পার্লামেন্টরী শাসন যাতে কায়েম হয় তজ্জন্য পরিষদ সমূহের নির্বাচন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যেই সংশোধনী বিলটি শীঘ্র বিবেচনার জন্য জাতীয় পরিষদে পেশ করা হবে বলে কেন্দ্রীয় আইন উজির উল্লেখ করেন।

২১ শে মার্চ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আদমজী নগরে ঘোষণা করেন যে, "আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে এবং একই সঙ্গে জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম অব্যাহত রাখবে। জনগণ যে উদ্দেশ্যে পাকিস্তান অর্জনের সংগ্রাম করেছিল তা সফল হয়নি। কিছু দালান উঠেছে কিন্তু দেশ খালি হয়ে গেছে। মানুষের পেটে ভাত নাই, গ্রামে গ্রামে, হাহাকার উঠেছে। পুর্ববাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম দাবায়ে রাখা যাবে না।

সাম্প্রতিক জনতার সংগ্রামে ডঃ জোহা, মজিবুল্লা, আসাদুজ্জামান সহ বিভিন্ন শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে বলেন, তাদের রক্ত যদি বৃথা যায় তা হলে ভবিষ্যৎ বংশধর ও আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করবেন না। ৬ দফা কর্মসূচী প্রণয়নের ইতিহাস উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, "৬ দফা একটা স্বায়ত্তশাসনের দাবী হিসাবে জনগণের সম্মুখে পেশ করা হইয়াছে। ১৯৬৫ সনে ভারতের সহিত ১৭ দিনের যুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান সমগ্র বিশ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই আমরা ৬ দফার মাধ্যমে শুধু পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবীই করি নাই পশ্চিম পাকিস্তানকেও স্বায়ত্তশাসন দিতে চাহিয়াছিলাম। দেওয়ার ব্যাপারে বাঙ্গালী কোনদিন দ্বিধা করে নাই। দেশের জনসংখ্যার শতকরা ৫৬ ভাগ হওয়া সত্ত্বেও বাঙ্গালী প্রথমে করাচী, উহার পর রাওয়ালপিন্ডি ও ইসলামাবাদে রাজধানী দিয়াছে। সশস্ত্র বাহিনীর তিনটির সদর দফতরও পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত। তাই পূর্ব পাকিস্তানের দাবী মানিয়া লওয়ার জন্য ৬ দফা কর্মসূচী পেশ করিয়াছিলাম। তিনি বলেন, ইহার পর আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের উপর নির্যাতন শুরু হয় এবং দলের অধিকাংশ নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি ১৯৬৬ সালের ৭ ই জুনের হরতালের কথা উল্লেখ করে বলেন যে,

হরতালের সাফল্য দেখিয়া প্রদেশের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ ১৪৪ ধারা বলবৎ না থাকা সত্ত্বেও নারায়ণগঞ্জে ছ'জন এবং তেজগাঁয় পাঁচ জনকে গুলী করিয়া হত্যা করেন। অস্ত্র দেওয়া হইয়াছে দেশকে রক্ষার জন্য, মানুষকে গুলী করার জন্য নয়। আব্দুল মোনায়েম খান গভর্নর থাকাকালে সরকারী হিসাব মতে ৮০ জন গুলীতে নিহত হইয়াছেন– বেসরকারী হিসাব মতে এই সংখ্যা কত হইবে তাহার ইয়াত্তা নাই। যখন সময় আসিবে তখন কবর খুঁড়িয়া নিহতদের বাহির করা হইবে। জনগণের দাবী অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে। পূর্ব বাংলার মানুষকে দাবাইয়া রাখা যাইবে না।"

শেখ মুজিব তার ভাষণে আরও বলেন, ৬ দফা ও ১১ দফার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রদান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল করা হইলে দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিবে।"

সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ করে তিনি বলেন, "গত দুই মাসের মধ্যে ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীর মাধ্যমে শত শত কোটি পূর্ব পাকিস্তানী টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইয়া গিয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানী টাকা পাচার হয়ে গেলে দেশে কাজ হইবে কি করিয়া। বাংলার মাটি আমি চিনি, বাংলার মানুষ আমাকে ভালবাসে, আমি বাংলার মানুষকে ভালবাসি। বিগত দশকে এই দেশের শ্রমিক কৃষককে শ্বাসরুদ্ধ করা হইয়াছিল। তাই আজ তাহারা বাঁচিয়া থাকিবার জন্য দাবী করিতেছে– ব্যাংকে টাকা রাখিবার জন্য নয়। সরকার শিল্পপতিদের পাঁচ বৎসরের জন্য কর মওকুফ করেন আর আমি ২৫ বিঘা জমি পর্যন্ত খাজনা মওকুফ করিতে চাহিয়াছিলাম। শেখ মুজিব ভাষণে আরও বলেন, একজন লোক বড় বড় কথা বলিতেছে কিন্তু আন্দোলনের সময় তাহাদের খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। এখন তাহারা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিলে বাড়িঘর পোড়াইয়া দেওয়ার হুমকী প্রদান করিতেছে। তিনি বলেন,"জনাব নিজের ক্ষমতা কতটুকু আছে ভাবিয়া দেখুন। আওয়ামী লীগ দু'ভাবে সংগ্রাম করিবে–নির্বাচন ও সংগ্রাম। নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করিয়া আওয়ামী লীগ প্রমাণ করিবে জনগণ আওয়ামী লীগের সাথে রহিয়াছে।"

তিনি শিল্পপতিদের উদ্দেশ্যে বলেন, "ত্রিদলীয় বেতন বোর্ড গঠনের দাবী মানিয়া নিন এবং শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিন। আপনাদের কোন ভয় নাই। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন।"

পরিশেষে শেখ মুজিব জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দান কালে বলেন, "জনগণের ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য শ্রমিক কৃষকের হাতে হাত মিলাইয়া সংগ্রাম করিয়া যাইব। আমার মাথা দুনিয়ার কেউ কিনিতে পারিবে না। সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে এবং সেই সংগ্রাম হইবে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক সংগ্রাম।" তাঁকে আদমজী নগরীতে বিপুলভাবে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

এই দিন মোনায়েম খানের পরিবর্তে পূর্ব পাকিস্তানের নতুন গর্ভনর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন তারই অর্থমন্ত্রী ডঃ এম এন হুদা।

২২ শে মার্চ মালিবাগে এক বিরাট জন সমাবেশে শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, জনগণের দাবী দাওয়া আদায়ের সংগ্রামে তিনি যে কোন পরিণামের জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। তিনি আরও বলেন, জীবনে বহুবার কারাবরণ করেছেন এবং তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলাসহ বহু রাজনৈতিক মামলার সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু কোন কিছুই তাকে জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম হতে বিচ্যুত করতে পারে নি। তিনি বলেন, পূর্ব বাংলার জনগণ বিগত ২২ বছর যাবৎই বিভিন্নভাবে শোষিত হচ্ছে। এখন তারা পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায় ও সকল প্রকার শোষণের চির অবসান চায়। তিনি আব্দুল মোনায়েম খানের কুকীর্তির কঠোর সমালোচনা করে বলেন, "তাহার শাসনামলের কুকীর্তির জন্য গভর্নর হওয়া সত্ত্বেও রাত্রির অন্ধকারে তাকে মাতৃভূমি ছাড়িয়া যাইতে হইল।" তিনি গভর্নর সাহেবকে পূর্ব বাংলায় ফিরে না আসার উপদেশ দেন। তিনি বলেন, এই বাংলার মাটিতে মীরজাফর যেমন জন্মগ্রহণ করেছে তেমনি সিরাজ দৌলার জন্মভূমিও এই বাংলাদেশই। '

এই দিন আজিমপুর ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্দ্যোগে আয়োজিত সভায় বিভিন্ন বক্তা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন যে, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম, জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব এবং ১১ দফা দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রামের বিরতি নেই। রাশেদ খান মেনন বলেন, যারা এই গণ আন্দোলনের নামে বিভিন্ন প্রকার অপপ্রচার করতেছেন তাদের প্রতি তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন এবং বলেন যে, পূর্ব বাংলার মানুষের বাঁচার দাবীতে যারা বিরোধিতা করার চেষ্টা করবে, তাদের ক্ষমা করা হবে না। তিনি বলেন যে, সকল শ্রেণীর মানুষের মুখে একই কথা 'আমরা বাঁচার মত বাঁচতে চাই'। মোস্তফা জামাল হায়দার বলেন, ধর্মের নামে এবং জাতীয় সংহতির নাম দিয়ে যারা এই গণঅভ্যুত্থানকে নস্যাৎ করার চেষ্টা চালাচ্ছে তাদেরকে তিনি হুঁশিয়ার

থাকার আহবান জানান। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাবুবুল হক দোলন, ইউসুফসালাহউদ্দিন।

জাস্টিস পার্টির আহবায়ক এয়ার মার্শাল আসগর খান জাতীয় পরিষদ কর্তৃক শাসনতন্ত্রের প্রস্তাবিত সংশোধনী বিল পাশের পর একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানান।

পূর্ব পাকিস্তানের নব নিযুক্ত গভর্নর ডঃ মির্জা নূরুল হুদা আজ রাতে বলেন যে, সকল রাজনৈতিক দলকে তিনি সমানভাবে গণ্য করবেন। তিনি জাতীয় পরিষদের সকল সদস্য এবং নেতাদের সাথে পরামর্শ করবেন এবং সর্বপ্রথম প্রদেশে আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করাই তার প্রধান কাজ।

২৩শে মার্চ পাকিস্তান দিবসের জন্য ছুটি থাকায় এই দিন উপলক্ষে সরকারী বেসরকারী কোন অনুষ্ঠানই পূর্ব বাংলায় হয় নি। মূলতঃ দিনটি ছিল শান্ত।

২৪ শে মার্চ ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পর ন্যাপ প্রধান মওলানা ভাসানী বলেন যে, দেশের শান্তি ভঙ্গের জন্য দায়ী বর্তমান দুর্নীতি পরায়ন সরকারী কর্মচারী ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতিকগণ। তিনি আরো বলেন, বিদেশী চক্রের ক্রীড়নকগণ স্বার্থান্বেষী মহলের ইঙ্গিতে দেশের গণআন্দোলন বানচাল করার জন্যই অশান্তিমূলক কাজে লিপ্ত হয়েছে। তিনি কলকারখানায় অগ্নিসংযোগ অথবা কারখানার মালিক কিংবা ম্যানেজারদের আক্রমণ কিম্বা নির্যাতন না করবার জন্য শ্রমিকদের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, যদি কলকারখানা পুড়ে যায় তবে আন্দোলন নস্যাৎ হয়ে যাবে। যদি দু'মাসের মধ্যে দাবী মেনে না লওয়া হয় তবে আমরা পাকিস্তানের সমস্ত কলকারখানা দখল করে নিব। শান্তি শৃঙ্খলা ফিরায়ে আনার জন্য আহবান জানায়ে তিনি বলেন, আপনারা জানেন, আমি সারাজীবন শান্তি শৃঙ্খলার জন্য সংগ্রাম করিয়াছি। আমার রাজনীতি শান্তি সৃষ্টির রাজনীতি।"

তিনি বলেন, সরকারের দুর্নীতিপরায়ণ "অফিসাররা কৃষকের ঘরের হাড়িপাতিল ক্রোক করিয়া গ্রাম বাংলাকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছেন। মানুষ আর ভয় পায় না। ভয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

মওলানা ভাসানী বলেন, আমাদের সংগ্রাম গণতন্ত্র ও ইসলামী সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম, কৃষক ও মজুরের মুক্তির সংগ্রাম। এই সংগ্রাম গুলী দিয়া স্তব্ধ করা যাইবে না। আমি পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষক ও শ্রমিকদের সংগ্রামী সাফল্য বহন করিয়া

আনছি। গত সতেরো দিন আমি সাতাত্তরটি জনসভায় বক্তৃতা করেছি। পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষক ও শ্রমিক স্বৈরাচার, পুঁজিবাদ ও সামান্তবাদের বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত হইয়াছে।”

ভাসানী বলেন, যাহাদের ন্যূনতম আত্মসম্মান, আত্মমর্যাদা আছে তাহারা গোলটেবিলে গিয়া আইয়ূবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে না। যে আইয়ূব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্ধকে জেলে দিয়াছিল, দেশের অভ্যন্তরে ও বিশ্বে পাকিস্তানের সম্মান নষ্ট করিয়াছে। সেই আইয়ূবের সহিত বিরোধী দলীয় নেতৃবর্গ গোলটেবিলে যোগদান করিয়াছে।”

পূর্ব পাকিস্তানে নবনিযুক্ত গভর্নর ডঃ এম এন হুদার প্রতি হুঁশিয়ার বাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেন, “আপনি যদি মোনায়েমের পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তবে আপনাকেও তাহার মত করাচীতে গিয়া আশ্রয় লইতে হইবে।”

২৪ শে মার্চ গোলটেবিল বৈঠকে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের ঘোষণা অনুযায়ী জনগণের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র সংশোধনের একটি খসড়া বিল প্রণয়ন করা হয়। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য কামরুজ্জামান আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির পক্ষে বেসরকারী বিল হিসেবে উহা জাতীয় পরিষদে ও প্রেসিডেন্টের নিকট পেশ করবেন। নিম্নে খসড়া সংশোধনী বিলটির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ দেয়া হল ঃ আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচী এবং ছাত্রদের ১১ দফা দাবীর ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনসহ একটি ফেডারেশনস্থাপন।

(১) ফেডারেশনে নিম্নোক্ত দু’টি ‘স্টেট’ সার্ভিসে পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্থান প্রদেশসমূহ নিয়ে একটি সাব ফেডারেশন ও পশ্চিম পাকিস্তান স্টেট, পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হবে।

(২) প্রান্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব থাকবে। অনুরূপভাবে অন্যান্য পরিষদে প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্ধারিত হলে ভোটারদের বয়স ন্যূনতম ১৮ বছর হবে।

(৩) উজিরে আজমের নেতৃত্বে গঠিত উজিরসভা সমষ্টিগতভাবে কেন্দ্রীয় আইন সভার নিকট দায়ী থাকবেন।

(৪) অনুরূপভাবে স্টেটের উজির সভা ও স্ব স্ব পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে।

(৫) কেন্দ্রীয় আইনসভা ও দু'টি স্টেটের আইন পরিষদে সদস্যদের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন।

(৬) উজিরে আজমের পরামর্শক্রমে প্রেসিডেন্ট গভর্নরদের নিযুক্ত করবেন। গভর্নর তার স্টেটে উজিরে আলার সাথে পরামর্শ করে বিভিন্ন বিষয়ের উপর অভিমত প্রদানকরবেন।

(৭) উজিরে আজম ও উজিরে আলার পরামর্শক্রমে তাদের উজির সভার সদস্যগণ নিযুক্ত হবেন। উজিরে আজম ও উজিরে আলা পদত্যাগ করলে উজিরগণও পদত্যাগ করবেন। কোন উজির তার নিযুক্তির পর ৬ মাসের মধ্যে পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হতে না পারলে উজির থাকতে পারবেন না।

(৮) শাসনতন্ত্র পরিবর্তনযোগ্য হবে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ সংখ্যা–গরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র সংশোধন করতে পারবেন।

(৯) কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ নিম্নলিখিত বিষয় সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করবার অধিকার লাভ করবেন।

(ক) দেশ রক্ষা (খ) পররাষ্ট্র (গ) মুদ্রা (ঘ) সরকারী ঋণ (ঙ) ফেডারেশনের সম্মতি (চ) স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি প্রভৃতিদের বেতন সম্পর্কিত বিষয়।

(১০) (ক) পূর্ব পাকিস্তান স্টেট অবশিষ্ট সকল বিষয়াদি সম্পর্কে আইন প্রণয়ন করতেপারবে।

(খ) পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশসমূহে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের স্টেটের মধ্যে অবশিষ্ট বিষয়সমূহ ভাগ করা হবে।

(১১) ফেডারেশন একটি স্টেট ব্যাংক এবং দু'টি স্টেটে দু'টি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থকবে। আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক সেন্ট্রাল ব্যাংক হিসেবে কাজ করবে। আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক স্টেটের ব্যাঙ্কারস ব্যাঙ্ক হবে। স্টেটের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, মুদ্রা পাচার বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং স্টেটের অর্থ বিষয়ক নীতি প্রণয়ন করবে।

(১২) ফেডারেশনে একটি জাতীয় ফিন্যান্স কমিশন থাকবে। উহার একজন কেন্দ্রীয় উজির, পাকিস্তানের অর্থ উজির, পূর্ব পাকিস্তান স্টেট সরকারের মনোনীত ছয়জন সদস্য। পশ্চিম পাকিস্তান স্টেট সরকারের অর্থ উজির এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশের অর্থ উজিরগণ সদস্য থাকবেন।

(১৩) জাতীয় ফিন্যান্স কমিশন স্টেট সরকারের উপর আরোপিত করের হার নির্ধারণ করবেন। এ সম্পর্কে কমিশন (ক) কর প্রদানের ক্ষমতা (খ) অর্থ ব্যয়ের স্থান (গ) যথাসম্ভব কম সময়ের মধ্যে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ– এ তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে উহা নির্ধারণ করবেন।

(১৪) বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যয়ের ভিত্তিতে সকল ঋণ পরিশোধ করা হবে।

(১৫) কর আরোপের ক্ষমতা কেবলমাত্র স্টেট সরকারের ও প্রাদেশিক সরকারের থাকবে। জাতীয় ফিন্যান্স কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের স্টেট সরকারের উপর কর আরোপ করার ক্ষমতা থাকবে।

(১৬) ফেডারেল রাজধানী ঢাকায় থাকবে এবং কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদর দফতর ইসলামাবাদে থাকবে।

(১৭) প্রেসিডেন্ট শাসনতন্ত্রে বর্ণিত ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ ব্যতীত সকল বিষয় সম্পর্কে উজিরে আজমের পরামর্শক্রমে কাজ করবেন। গভর্নর ও অনুরূপভাবে উজিরে আলার সাথে পরামর্শক্রমে কাজ করবেন।

(১৮) পরিষদ সদস্যদের দল পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পরিষদ সদস্যগণ উহার ফলে সদস্য পদ হতে বঞ্চিত হবেন।

(১৯) মৌলিক অধিকার সম্বলিত পরিচ্ছেদে পরিবর্তনমূলক আটক আইন প্রত্যাহারের কথা রয়েছে।

(২০) মৌলিক অধিকার কার্যকরী করার ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ার হাইকোর্টের অনুরূপ করা হয়েছে।

(২১) সুপ্রীমকোর্টের অধিবেশন ঢাকায় হবে। প্রতি বছর পেশোয়ার, লাহোর, করাচী ও কোয়েটায় অন্ততঃ দু'টি সার্কিট থাকবে।

২৫ শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তান সময় রাত ৮ টায় এক অনির্ধারিত বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বলেন,

"আমার প্রিয় দেশবাসী, আসসালামু আলাইকুম। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসাবে আপনাদের উদ্দেশ্যে ইহাই হয়তো আমার শেষ ভাষণ। দেশের পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে। প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান সমূহ অচল হইয়া পড়িয়াছে। ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হইয়াছে। জনতা তাহাদের দাবী দাওয়া আদায়ের জন্য ইচ্ছামত ঘেরাও করিয়া চলিয়াছে এবং সত্য প্রকাশ করার কাহারও সাহস নাই। দেশের সেবা করার জন্য যে সকল ব্যক্তি আগাইয়া আসিয়াছেন তাহাদের ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যাহারা ইহাকে চ্যালেঞ্জ করিতে পারে। দেশের অর্থনীতি পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে। কলকারখানা বন্ধ হইয়া যাইতেছে এবং উৎপাদন প্রতিদিনই হ্রাস পাইতেছে। এই মুহূর্তে আমি যে অনুভূতি দ্বারা আভিভূত তাহা আপনারা বেশ ভালভাবেই অনুধাবন করিতেছেন। যে দেশেকে আমরা আমাদের ঘাম ও রক্ত দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি গত কয়েক মাসে তাহার দুঃখজনক অবনতি ঘটিয়াছে। আমি আপনাদের বলিয়াছিলাম যে, যুক্তির আলোকে জাতীয় সমস্যাবলীর মীমাংসা হওয়া উচিত– আবেগ অনুভূতির দ্বারা নহে। আপনাদের সেবা করার জন্য আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আমি বিশ্বাস করি পাকিস্তানের জনগণের পূর্ণ ঈমান রহিয়াছে এবং সকল প্রকার অসুবিধা অতিক্রম করার সামর্থ্য আছে। আমাদের জনগণের যাহা দরকার তাহা হইতেছে ধৈর্য, শৃঙ্খলা ও ঐক্য। গত ২১ শে ফেব্রুয়ারী আমি ঘোষণা করিয়াছিলাম যে, আসন্ন নির্বাচনে আমি অংশগ্রহণ করিব না এবং মনে করিয়াছিলাম যে, এই ঘোষণার পর শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি ফিরিয়া আসিবে এবং তখন রাজনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান সম্পর্কে বিবেচনা করিব। আমি আরও মনে করিয়াছিলাম যে, ইহাতে হয়ত ব্যক্তিগত বিদ্বেষ দূর হইবে এবং আমরা নিজেদের দেশের অগ্রগতির কাজে নিয়োজিত করিতে পারিব। দুঃখের বিষয় যে, পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপ হইতে খারাপতর হইতে থাকে। আপনারা গোলটেবিল বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে অবহিত রহিয়াছেন। বিভিন্ন পার্টির প্রতিনিধিরা সপ্তাহ ব্যাপী আলাপ-আলোচনার পর মাত্র দুইটি দাবীর ব্যাপারে একমত হয় এবং আমি দুইটি দাবীই মানিয়া লই। আমি প্রস্তাব দিয়াছিলাম যে, যে সকল প্রশ্নে একমত হওয়া যায় নাই তাহা সরাসরিভাবে নির্ধারিত জনপ্রতিনিধিদের বিবেচনার জন্য পেশ হওয়া উচিত। কিন্তু এই প্রস্তাবটি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দ্বারা গৃহীত হয় নাই। তাহাদের প্রত্যেকেই অবিলম্বে নির্বাচন পর্যন্তও অপেক্ষা না করিয়া তাহাদের দাবী-দাওয়া মানিয়া লওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করিতেছিল। কতিপয় ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছেন যে, যদি এই সকল

দাবী পূরণ করা হয় তবে দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিবে। আমি তাহাদের জিজ্ঞাসা করি কোন দেশে? এই সকল দাবী পূরণ করা হইলে পাকিস্তান দেউলিয়া হইয়া যাইত। আমি সর্বদাই বলিয়াছি যে, পাকিস্তানের মুক্তি একটি শক্তিশালী কেন্দ্রের উপর নিহিত। আমি পার্লামেন্টারী পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছি কারণ এই পদ্ধতিতেও শক্তিশালী কেন্দ্র রক্ষা করার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এখন বলা হইতেছে যে, দেশকে দুইভাগে ভাগ করা হউক। কেন্দ্র হইবে নিষ্ক্রিয় ও ক্ষমতাহীন। দেশরক্ষা বাহিনীকে পঙ্গু এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক সত্ত্বাকে বিলোপ করা হইবে। দেশের এই ধ্বংসের সময় রাষ্ট্র প্রধান হিসাবে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার জীবনের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয় নাই দেখিয়া আমি মর্মাহত। আমার ইচ্ছা ছিল শাসনতান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করা। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান সম্ভবও নয়– হয়তো কোন কোন সদস্য অধিবেশনে যোগদান করিতে পর্যন্ত সাহস পাইবেন না এবং যোগদানকারী সদস্যগণও হয়তো তাহাদের মতামত প্রদান করিতে পারিবেন না। ইহা ছাড়া জাতীয় পরিষদে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবতরণা পর্যন্ত হইতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতি আর সরকারের আয়ত্তে নাই। সকল সরকারী প্রতিষ্ঠানই বল প্রয়োগ, হুমকী ও ভীতি প্রদর্শনের শিকারে পরিণত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রে সকল রকম নীতি ও সভ্য আচরণই পরিত্যক্ত হইয়াছে। আজ সকল প্রশ্নেরই সমাধান রাস্তায় করা হইতেছে। শুধুমাত্র সশস্ত্র বাহিনী ছাড়া বর্তমান পরিস্থিতি মোকাবেলার আর কোন শাসনতান্ত্রিক ও কার্যকরী পথই নাই। সমগ্র জাতি ইয়াহিয়া খানকে চাহিতেছে।

আমার প্রিয় দেশবাসীগণ, বিদায় মুহূর্তে আপনাদের নিকট আমার অনুরোধ যে, আপনারা দেশের জটিল পরিস্থিতি অনুধাবন করিয়া সম্ভাব্য সকল প্রকার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে প্রতিরক্ষা বিভাগের আপনাদের ভাইদের সহিত সহযোগিতা করিবেন। প্রত্যেকটি সৈন্য আপনাদের ভাই। তাহারা দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ এবং তাহাদের হৃদয়ে ইসলামের আলো প্রজ্জ্বলিত। দেশে যাহাতে পূর্ণশান্তি এবং সম্প্রীতি কায়েম হয় এবং গণতন্ত্রের পথে দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি হয় তজ্জন্য আমি আল্লাহ তালার নিকট প্রার্থনা করি। আমিন। খোদা হাফেজ, পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ।"

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীর প্রধান সেনাপতি জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানকে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও প্রধান সামরিক

আইন প্রশাসক হিসেবে তার শাসনতান্ত্রিক দায়িত্বসমূহ পালনের সুযোগ দানের জন্য রাষ্ট্র প্রধানের পদ হতে পদত্যাগ করেন।

পূর্ব পাকিস্তান সময় রাত সোয়া আটটায় রেডিও পাকিস্তান হতে পরিবেশিত সংবাদে বলা হয় যে, সারা দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে এবং শাসনতন্ত্র এবং পরিষদসমূহ বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঘোষিত ইশতেহারে জেনারেল আবদুল হামিদ খান, ভাইস এডমিরাল এস এম আহসান ও এয়ার মার্শাল নূর খানকে সহকারী সামরিক প্রশাসক নিযুক্তির কথা প্রকাশ করা হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ঘোষণায় আরও বলা হয় যে, এখন দেশ দু'টি অঞ্চলে বিভক্ত হয়ে শাসিত হবে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান যথাক্রমে সামরিক আইনের এখতিয়ারভুক্ত এলাকা 'বি' ও 'এ' বলে পরিচিত হবে এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক প্রশাসক হিসেবে যথাক্রমে মেজর জেনারেল মোজাফফর উদ্দিন ও লেঃ জেনারেল আতিকুর রহমানকে নিযুক্ত করা হয়েছে। ঘোষণায় আরো বলা হয় যে, প্রধান সামরিক প্রশাসক বা তাঁর নিযুক্ত অফিসারগণ সময় সময় বিভিন্ন ধরনের সামরিক আইন জারি করবেন।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক সামরিক আইন ঘোষণা

যেহেতু এমন পরিস্থিতি উদ্ভব হইয়াছে যাহাতে বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা সক্রিয়ভাবে কাজ করিতে পারিতেছে না। সেইহেতু জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে দেশকে সামরিক শাসনের অধীনে আনা একান্ত অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে। কাজেই জেনারেল মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান এইচ পি কে ঘোষণা করিতেছেন যে, সমগ্র পাকিস্তানকে অবিলম্বে সামরিক শাসনের অধীনে আনা হইবে এবং তিনি প্রধান সামরিক প্রশাসকের ক্ষমতা ও পাকিস্তানের সকল সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ড নিজ হস্তে গ্রহণ করিতেছেন।

(১) প্রধান সামরিক প্রশাসক অথবা প্রধান সামরিক প্রশাসক কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত যে কোন অফিসার বা কর্তৃপক্ষ সামরিক আইন বিধি ও নির্দেশ প্রদান করিবেন এবং সুবিধা অনুযায়ী উহা প্রকাশ করিবেন।

(২) সামরিক আইন বিধি ও নির্দেশ লংঘনকারী যে কোন ব্যক্তিকে বিধান অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হইবে।

(৩) সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী (ক) সামরিক আইন বিধি ও নির্দেশ এবং সাধারণ আইন লংঘনের যে কোন অপরাধের বিচার ও তাহার জন্য শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে সামরিক আদালতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

(খ) সাধারণ আইনের চোখে অপরাধের জন্য বিশেষ শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দেওয়াহইয়াছে।

(গ) যে কোন সামরিক আইন বিধি ও নির্দেশ লঙ্ঘনের অপরাধের বিচার ও তজ্জন্য শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা সাধারণ আদালত সমূহকে দেওয়া হইয়াছে।

(ঘ) এ ব্যাপারে যে কোন অপরাধের বিচার সাধারণ আদালত গুলির এখতিয়ার নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে।

(৪) (ক) পাকিস্তান ইসলামী সাধারণতন্ত্রের শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করা হইয়াছে।

(খ) প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেন্টের উজির পরিষদের সদস্যগণ, প্রদেশ সমূহের গভর্নরগণ এবং তাহাদের উজির পরিষদের সদস্যগণ অবিলম্বে পদচ্যুত হইবেন।

(গ) জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদসমূহ বাতিল হইয়া যাইবে।

(৫) শাসনতন্ত্র বাতিলের সহিত সংশ্লিষ্ট নহে এবং প্রধান সামরিক প্রশাসক প্রণীত বিধি বা নির্দেশ সাপেক্ষে–

(ক) আর্ডিন্যান্সসমূহ মার্শল–ল–বিধি– অর্ডার্স রুলস, বাইলজ, রেগুলেশনস, নোটিফিকেশন এবং শাসনতন্ত্র বাতিলের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চালু অন্যান্য দলিলপত্রসহ সকল আইন চালু থাকিবে।

(খ) শাসনতন্ত্র বাতিলের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত চালু সকল আদালত ও ট্রাইব্যুনাল শাসনতন্ত্র বাতিল হইলে যেভাবে উহাদের ক্ষমতা ব্যবহার করিত এখনও ঠিক অনুরূপ ভাবে তাহা করিবে।

(i) কোন আদালতে কোন সামরিক আইন বা নির্দেশ বা সামরিক আদালতের মন্তব্য রায় বা নির্দেশের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উথাপন করিতে পারিবে না।

(ii) প্রধান সামরিক প্রশাসক বা প্রধান সামরিক প্রশাসনের অধীনস্থ কোন ব্যক্তির ক্ষমতা ব্যবহার বা ক্ষমতার তান্ত্রি সম্পর্কে কোন রীট বা নির্দেশ ইস্যু করা যাইবেনা।

(গ) প্রধান সামরিক প্রশাসক যদি অন্য কোন প্রকার নির্দেশ না দেন তাহা হইলে যে সকল ব্যক্তি শাসনতন্ত্র বাতিল হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট বা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি বা বিচারপতি, কন্ট্রোলার ও অডিটর জেনারেল, এটর্নী নেজারেল অথবা এডভোকেট জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বা শাসনতন্ত্র বর্ণিত বিধি অনুসারে পাকিস্তানের চাকুরিতে ছিলেন তাহারা তাহাদের নিজ নিজ পদে বহাল থাকিবেন এবং শাসনতন্ত্র বাতিল না হইলে যে সকল শর্তে চাকুরিতে বহাল থাকিতেন, ক্ষমতা ব্যবহার করিতেন ও দায়িত্ব পালন করিতেন তাহারা তদ্রুপভাবেই কাজচালাইয়াযাইবেন।

(ঙ) প্রধান সামরিক প্রশাসক যদি অন্য কোন প্রকার নির্দেশ না দেন তাহা হইলে শাসনতন্ত্রের অধীনে নিযুক্ত সকল অফিসার ও গঠিত সকল কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র বাতিল না হইলে সেভাবে দায়িত্ব পালন করিয়া যাইতেন ঠিক সেই ভাবেই দায়িত্ব পালন করিয়া যাইবেন।"

সামরিক আইন জারির পর এই রাতেই সামরিক আইন ভঙ্গ করে মিছিল বের করার জন্য ছাত্ররা প্রস্তুতি নিলেও বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করে উহা বাতিল করা হয়। পার্লামেন্ট বাতিল ও রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়াতে ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সাময়িকভাবে আত্মগোপন করলেন।

গণআন্দোলন যখন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে তখন সমগ্র বাঙালী জাতিই যেন আইয়ুব- মোনায়েমের শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পরেছিল। কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের নির্দেশ ছিল সমগ্র ছাত্র সমাজ যেন তাদের ১১ দফা তথা বিভিন্ন নির্দেশাবলীর উপর ভিত্তি করেই মূলতঃ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তুলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরূপ নির্দেশকে অমান্য করেও কিছু ছাত্র সংগঠন ১১ দফার সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিজস্ব সংগঠনের বা রাজনৈতিকদলের নির্দেশে রাজধানী ঢাকা ছাড়া অন্যান্য শহর বা গ্রাম অঞ্চলগুলোতে 'ডাক' এর ৮ দফাও প্রচার করছেন। ঘটনা প্রবাহে বলা যায় গণ আন্দোলনের সময় আমি কয়েক দিনের জন্য বগুড়া শহর এবং নিজ এলাকা সারিয়াকান্দীতে যাই। এ সময় আমি গ্রাম এলাকায় গিয়ে বিপুল লোকের সমাবেশে

অনেক জনসভা করি। একস্থানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একটি জনসভায় ১১ দফার উপর বক্তব্য রাখি। বগুড়া শহর থেকে আগত ছাত্র ইউনিয়ন (মস্কোপন্থী) কয়েক জন নেতাও এ জনসভায় বক্তব্য রাখলেন। তারা তাদের বক্তব্যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফার সঙ্গে যুক্ত করে ডাকএর ৮ দফার ওপরও বক্তব্য রাখেন সভাশেষে আমি এর প্রতিবাদ করলাম যে, কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পরিপন্থী কাজ আপনারা কেন করলেন। তারা আমার সংগে তর্কে অবতীর্ণ হলেন এবং ৮ দফার উপর বক্তব্য রাখাও কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত বলে জানালেন। রাত বেশী হওয়াতে আমি আর তাদের সংগে তর্কে অবতীর্ণ না হয়ে সেখান থেকে চলে আসি।

এই ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানের নেপথ্যে যে মূল নায়ক তিনি হলেন বিশিষ্ট ছাত্র নেতা, ঝাঁকড়া চুল ও দাঁড়িওয়ালা সেই ব্যক্তি যিনি সবার কাছে দাদা বলে পরিচিত সিরাজুল আলম খান। তিনি থাকতেন ইকবাল হলের কেন্টিনের উপর তলায় একটা কক্ষে। কিন্তু গণঅভ্যুত্থানের সময় ও পরে বেশীর ভাগ সময় তিনি কাটাতেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে শেরে বাংলা এবং আহসান উল্লাহ হলে। সিরাজুল আলম খান একজন চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা। তিনি একাধারে ছাত্রলীগ, শ্রমিক লীগ এবং বস্তুতঃ আওয়ামী লীগকেও পরিচালিত করতেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত ঘনিষ্ট ও বিশ্বস্ত ছিলেন। জাতীয়তাবাদে নরমপন্থীদের সুকৌশলে সংগঠন হতে বের করে দিতেন। যেমন প্রখ্যাত ছাত্রনেতা ফেরদৌস আহমদ কোরায়েশী এবং আল মুজাহিদীকে ছাত্রলীগ হতে বের করে দেন। দীর্ঘদিন থেকেই ছাত্রলীগের মধ্যে চরমপন্থী এবং নরমপন্থীদের মধ্যে একটা ঠান্ডা লড়াই চলে। এটা বিশেষ করে ঢাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ছাত্রলীগের চরম জাতীয়তাবাদীদের বেশীর ভাগ সমর্থক ছিল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। চরমপন্থীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন আ স ম আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ, মার্শাল মনি, আরিফ, নূরে আলম জিকু, নূরুল আম্বিয়া, হাসানুল হক ইনু প্রমুখ। অন্য দিকে ছিলেন নূরে আলম ছিদ্দিকী, আবদুল কুদ্দুছ মাখন, শেখ সহিদুল ইসলাম প্রমুখ নেতাগণ। শেখ মনি কোন দিকেই তেমন জড়িত ছিলেন না। শেখ মুজিবুর রহমান এ ব্যাপারে বিশেষভাবে অবগত ছিলেন। কন্‌ভেনশন এবং নির্বাচনে প্রয়োজন হলে তাঁর নির্দেশেই আপোষ ফরমূলায় সমাধান হতো। সামরিক আইন ও বিভিন্ন সামরিক বিধি জারির পর অতি দ্রুত জনগণের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য ২৬ শে মার্চ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আগা

মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান বিশেষ বেতার ভাষণে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, দেশে একটি শাসনতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা ছাড়া তার আর কোন আকাংখা নাই। তিনি আরও বলেন, 'সশস্ত্র বাহিনীর কোন রাজনৈতিক অভিলাস নাই। নিরপেক্ষ ও অবাধ প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিকট শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরই সশস্ত্র বাহিনীর একমাত্র উদ্দেশ্য। ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, একটি সুসম ও সৎ প্রশাসনই সুস্থ ও গঠনমূলক রাজনৈতিক জীবন এবং অবাধ ও নিরপেক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বশর্ত। কিন্তু ফিল্ড মার্শাল আইয়ূব খান কর্তৃক শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা হস্তান্তরে তাহার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতেই দেশে সামরিক আইন জারির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। সাম্প্রতিক ঘটনাবলী আমাদের জাতীয় মর্যাদা ও অগ্রগতির উপর মারাত্মক আঘাত হেনেছে। সামরিক শাসন কোনরূপ বিক্ষোভ ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপই সহ্য করতে পারে না এবং সহ্য করবে না।

এইদিন হতে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ক্লাস পুনরায় শুরু হয়। এখানে উল্লেখ্য এই যে, এত বড় গণঅভ্যুথানের পরও সামরিক আইন জারির পরদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা সাভাবিক হয়ে যায় সামরিক শাসনের প্রতি সাধারণ জনগণ বা ছাত্রদের মনে যেন কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা না ঘটে সে দিকে লক্ষ্য রেখে ৩০ শে মার্চ প্রধান সামরিক শাসক পূর্ব পাকিস্তানের সকল সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের এক মাসের বেতনদান হতে অব্যাহতি দেন। গত এক মাসে ছাত্রদের ক্লাস করা সম্ভব হয় নি বলেই এরূপ ব্যবস্থা নেয়া হয় এবং জন সাধারণের মধ্যে হতে সকল সন্ধেহের অবমান ঘটিয়ে ৩১ শে মার্চ রাতে জেনারেল ইয়াহিয়া খান গত ২৫ শে মার্চ রাত হতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন।

১০ ই এপ্রিল প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন যে গঠনমূলক রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করাই তার প্রশাসনের উদ্দেশ্য, উত্তেজনা প্রশমিত হলেই রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করা যাবে।

এই দিন ডেপুটি চীপ মার্শাল –ল–এডমিনিষ্ট্রেটর এয়ার মার্শাল নূর খান ঢাকায় সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হন। প্রেসিডেন্ট ভবনে চারঘন্টা স্থায়ী এ বৈঠকে নূর খান ছাত্র নেতাদের সঙ্গে তাদের প্রধান

ছাত্র সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। ছাত্র নেতৃবৃন্দ তাদের ১১ দফার কর্মসূচী পেশ করেন।

১২ ই এপ্রিল পি আই এ কর্তৃক ছাত্রদের পাকিস্তানের অভ্যন্তর ভ্রমণের উপর শতকরা ৩০ হইতে ৫০ ভাগ হ্রাসকৃত ভাড়ার সুবিধা দানের কথা ঘোষণা করা হয়।

এ বছর বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে অপরাহ্নে এক ভয়াবহ ও ধ্বংসবাহী কাল বৈশাখী প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় বৃহত্তর ঢাকা শহরের উপকণ্ঠ অঞ্চল ও ডেমরা এলাকাসহ নিকটবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার ফলে বিধ্বস্ত হয় শিল্প অঞ্চল, নিহত হয় শত শত লোক এবং আহত হয় কয়েক সহস্র ব্যক্তি। দল মত নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক কর্মী এবং ছাত্র সমাজ এগিয়ে আসেন এদের সাহায্যার্থে।

সামরিক শাসন জারির অল্প দিন পরেই শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য এ সরকার বিশেষ নজর দেন এবং অল্প দিনের মধ্যে ২৭ শে এপ্রিল নূর খান কর্তৃক নয়া সরকারী শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়।

নয়া শিক্ষানীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহ

(১) সরকারী পর্যায়ে জাতীয় ভাষা ব্যাবহার প্রবর্তনের জন্য সরকার কর্তৃক সুস্পষ্ট কর্মসূচী ঘোষণা।

(২) বিদেশী মিশনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় করণ।

(৩) বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য দেশের শিক্ষিত তরুণদের জন্য ইরানী আদর্শে জাতীয় সার্ভিস প্রবর্তন।

(৪) ১৯৮০ সনের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সার্বজনীন শিক্ষার সুযোগ প্রবর্তন।

(৫) ১৯৮০ সনের মধ্যে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ বয়স্ক লোককে শিক্ষা দানের লক্ষ্য অর্জন।

(৬) বয়স্ক শিক্ষা কর্মসূচী পরিচালনার জন্য প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে সংস্থা গঠন।

(৭) প্রত্যেক জেলায় শিক্ষার সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণে ও জেলার সকল স্কুল নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি জেলা স্কুল কর্তৃপক্ষ স্থাপন।

(৮) পূর্ব পাকিস্তানের প্রত্যেক বিভাগে ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য একটি সংস্থা স্থাপন।

(৯) শিক্ষা প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ।

(১০) মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্বিন্যাস করে একই শিক্ষাকে কারিগরি ও পেশামূলক শিক্ষায় উত্তরণ।

(১১) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সমন্বয় সাধন।

(১২) শিক্ষকদের ভাল বেতন দান।

(১৩) মাদ্রাসাসমূহের স্বাভাবিক বিদ্যালয়ের পদ্ধতিতে শিক্ষাদান এবং স্কুলসমূহের আদর্শগত চাহিদা পূরণ।

(১৪) শিক্ষকদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে অধিকতর অংশগ্রহণেরসুযোগদান।

(১৫) ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর শিক্ষকদের উপর আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের অবসান।

(১৬) শিক্ষকদের বেতন অন্যান্য চাকুরী ও পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের বেতন সমপর্যায়ে বৃদ্ধি করণ।

(১৭) বিভিন্ন পর্যায়ে যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার বিচার করে শিক্ষকদের বেতনের হার নির্ধারণ।

(১৮) সাধারণ কর্মচারীদের ন্যায় শিক্ষকদের বদলী করার রীতির অবসান।

(১৯) অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী অর্থিক ক্ষমতা এবং শিক্ষক নিয়োগে প্রমোশন দানের ক্ষমতা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত করা এবং এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ব্যাপারে শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিশ্চিত করণ।

(২০) বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রত্যেক প্রদেশে স্থাপন করতে হবে।

(২১) শিক্ষা বিষয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করা।

(২২) বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের চাকুরীর অবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন প্রণয়নকরা।

এ দিন দেশের কয়েকটি ব্যাংক বাংলা চেক বই চালু করে এবং আরও কয়েকটি উৎসাহী ব্যাংক এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

২৮শে মে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ঢাকা হল এলাকাস্থ ম্যানহোলের মধ্যে হত্যাকান্ডের কাহিনী জড়িত একটি নরকঙ্কাল পাওয়া যায়। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তথা সমগ্র ঢাকা শহরে ছাত্র শিক্ষকের মধ্যে এ ব্যাপারে বিশেষ আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

ইতিমধ্যে দেশের পরিস্থিতি শান্ত হওয়াতে সামরিক কর্তৃপক্ষ ঘরোয়া রাজনীতির অনুমতি দিলে দেশব্যাপী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকান্ড শুরু হয়। উল্লেখ্য এত বড় গণআন্দোলনের পরও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সামরিক শাসন জারির পরও ছাত্র বা রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাদের বিভিন্ন দিকে সহায়তা করতে থাকেন। এমন কি আন্দোলনের সময় বিভিন্ন কারণে যে সমস্ত ছাত্র বা রাজনৈতিক কর্মী বিভিন্ন সময়ে বন্দী হয়ে ছিলেন তাদেরও ছেড়ে দেন। অপর দিকে দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অপরাধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নিতে থাকেন।

ঘরোয়া রাজনীতি শুরু হলে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ৮ ই জুলাই বলাকা ভবনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের নতুন কেন্দ্রীয় কার্যালয় উদ্বোধনকালে বলেন, যে। সংগ্রামের মধ্য দিয়েই ছাত্র লীগের জন্ম এবং আপোষহীন সংগ্রামী ভূমিকার দ্বারাই এই প্রতিষ্ঠান জনগণের আধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। তিনি আরও বলেন, আদর্শগত কোন ভিত্তি ছাড়া বিশ্বে কখনও কোন কল্যাণকর কাজ করা সম্ভব নয়।

"নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিছে
বিষাক্ত নিঃশ্বাস
শান্তির ললিত বাণী শোনা হবে
বিষাক্ত নিঃশ্বাস

শেখ সাহেব রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত কয়েকটি লাইন আবৃত করে বক্তব্য শেষ করেন। ছাত্রলীগ সভাপতি তোফায়েল আহমদ এর সভাপতিত্বে উক্ত সভায় আন্যান্য আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

এ বছর পূর্ব বাংলা তথা সমগ্র পাকিস্তানের আকাশে রাজনৈতিক কাল ছায়া বিরাজ করলেও বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা ছিল তুঙ্গে। বিজ্ঞানের অতন্দ্র সাধনায় মানুষের শত শতাব্দীর স্বপ্ন, মার্কিন নভোচারী নেইল আমষ্ট্রং এবং এডুইন–ই এলড্রিনকে বহন করে চন্দ্র তরী লুনার মডিউল–ই নিম্নক্তো ফলক স্থাপনের জন্য গ্রীনউইচ সময় ২০–২২ মিনিটে পূর্ব পাকিস্তান সময় ২–১৮ মিনিটে সাফল্যের সহিত চন্দ্রের ধু ধু প্রস্তর শান্ত সমূদ্রে অবতরণ করেন।

পৃথিবীর গৃহ হইতে মানুষ প্রথম
চন্দ্রে এখানে পদার্পণ করে।

জুলাই ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ

মানব জাতির সকলের শান্তির জন্য আমরা আসিয়াছি।

নেইল এ আর্মষ্ট্রং	মাইকেল কলিন্স	এডুইন–ই এলড্রিন
নভোচারী	নভোচারী	কনিষ্ঠ নভোচারী

রিচার্ড নিক্সন
প্রেসিডেন্ট, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ঘরোয়া রাজনীতি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পাকিস্তানের ভবিষ্যতে শাসনতন্ত্র নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে বির্তকের সৃষ্টি হয়। মওলানা ভাসানী ১১ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার জন্য আহবান জানান। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক রাজনীতিবিদ ৫৬ সনের শাসনতন্ত্র পুনঃউদ্ধারের আহবান জানান। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক নেতারা এর বিরোধিতা করতে থাকেন। এ সময় আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান সপ্তাহব্যাপী পশ্চিম পাকিস্তান সফরের উদ্দেশ্যে ৭ ই

আগস্ট ঢাকা হতে স্বদলবলে করাচী আগমনের পর সাংবাদিকদের বলেন, "কোন ব্যক্তিবিশেষের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকার নাই। একমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। আমরা অমীমাংসিত সমস্যাবলীর সমাধান চাই। ২১ বছর পার হইয়া যাওয়ার পরও আর কত কাল অপেক্ষা করিব।"

শেখ মুজিব সফরকালে করাচীর এক স্থানীয় হোটেলে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র সমিতি ও পশ্চিম পাকিস্তান ছাত্রলীগের যৌথ উদ্যোগে ৯ ই আগস্ট আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় বলেন, "কেবলমাত্র ভালবাসা ও স্নেহের বন্ধনেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ একটি জাতিতে পরিণত হইতে পারে, বন্দুক ও বুলেটের দ্বারা নয়।"

ঘরোয়া রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে সামরিক সরকার ঘোষিত শিক্ষানীতি নিয়ে পূর্ব বাংলায় ছাত্র সমাজ তথা বুদ্ধিজীবি মহলে বিশেষ তৎপরতা শুরু হয়। শিক্ষানীতি উপলক্ষে ১২ ই আগস্ট ডাকসুর উদ্যোগে আয়োজিত বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে আলোচনা সভায় ইসলামী ছাত্রসংঘ ও ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) এর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ শুরু হয়। ইসলামী ছাত্র সংঘের ছাত্ররা দৌড়িয়ে রেসকোর্সের মাঠের মধ্যে পালিয়েও শেষ পর্যন্ত ছাত্র ইউনিয়নের ছাত্রদের মারমুখি হাত হতে রক্ষা পায় নি। উক্ত মাঠের মধ্যেই ইসলামী ছাত্র সংঘের ছাত্র নেতা রসায়ন বিভাগের শেষ বর্ষের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র আব্দুল মালেকের মাথায় ছাত্র ইউনিয়নের ছাত্ররা উপর্যুপরি লাঠি দিয়ে ভীষণভাবে প্রহার করে। উক্ত মারামারিতে উভয় দলের অন্যূন ৫০ জন ছাত্র আহত হয়। তাদের মধ্যে মালেকসহ মোট ৬ জনকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়। মালেকের অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হওয়াতে তাকে বাঁচানের জন্য সামরিক সরকার বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে জরুরী ভিতিত্ততে প্রখ্যাত মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞ ডঃ জুমা খানকে পশ্চিম পাকিস্তান হতে ঢাকায় আনেন। সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র আব্দুল মালেক অকালেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে ঢাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শান্তি ভঙ্গের আশংকায় সামরিক আদেশ বলে ১৫ দিনের জন্য সভা ও মিছিল নিষিদ্ধ করা হয়।

১লা সেপ্টেম্বর ভাইস এডমিরাল এস এম আহসান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। নব নিযুক্ত গভর্নর বলেন যে, ১৯৭১ সনের মধ্যেই বর্তমান অন্তবর্তী সরকারের স্থলে জনগণের সরকার কায়েম হবে বলে তিনি স্থির নিশ্চিত।

এয়ার মার্শাল নূর খানও একই দিনে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

এদিকে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিব দলীয় রাজনৈতিক কর্মসূচীতে বন্যা কবলিত ফরিদপুর পরিদর্শনে যান এবং কর্মী সমাবেশে বক্তৃতা দানকালে অবিলম্বে দেশের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীর পুনরোক্তি করেন। তিনি আরও বলেন যে, সংখ্যাসাম নীতি রাখার যে কোন ধরনের উদ্যোগই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। একমাত্র ৬ দফা বাস্তবায়নের মধ্যেই দেশের সমস্যা সমাধানের পথ নিহিত আছে এবং একটি ঐক্যবদ্ধ ও অখন্ড পাকিস্তান গড়ে তোলা সম্ভব।

১০ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে কর্মী সভায় শেখ মুজিব দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, " আমি একজন মুসলমান। সর্ব শক্তিমান আল্লাহর প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে ইসলামের বিনাশ সাধন করতে পারে। তাই রাজনৈতিক স্বার্থের কারণে ইসলাম ধর্মের নাম ব্যবহার করার অধিকার কারোই নেই।"

এবছর দেশের সর্বত্র সামরিক শাসন বলবৎ থাকায় প্রতিবছরের ন্যায় ব্যাপকভাবে শিক্ষা দিবসের কর্মসূচী পালন করা সম্ভব না হলেও ১৭ ই সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় অনুষ্ঠিত প্রকাশ ছাত্রসভায় অবিলম্বে দেশ হতে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ ভোটে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানানো হয়। ডাকসুর সহ-সভাপতি তোফায়েল আহম্মেদের সভাপতিত্বে এ সভায় দেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

সামরিক বিধি অমান্য করে জনসভা অনুষ্ঠান করাতে (১) তোফায়েল আহম্মদ (২) শামসুদ্দোজা (৩) মোস্তফা জামাল হায়দার (৪) ইবরাহিম খলিল (৫) মাহবুল্লাহ (৬) আ স ম আবদুর রব এই ছ'জন ছাত্র নেতার প্রতি ২৪ শে সেপ্টেম্বর সামরিক আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। নির্দেশ অমান্য করলে তাদের অনুপস্থিতিতেই সামরিক আইন বিধি অনুযায়ী মামলার শুনানি হবে বলেও ঘোষণা দেয়া হয়। ছাত্র নেতাদের বিরুদ্ধে আনীত মামলা প্রত্যাহারের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনগুলো সামরিক সরকারের প্রতি আবেদন জানাতে থাকে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ সামরিক আদালতে হাজির না হয়ে প্রতিবাদে ছাত্রদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সভা অনুষ্ঠানের অধিকার, অবিলম্বে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা এবং

নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবীতে ৬ই অক্টোবর প্রদেশব্যাপী সমগ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের ডাক দেন।

শেখ মুজিব তার রাজনৈতিক সফরে মাদারীপুর স্থানীয় বার লাইব্রেরী হলে এক সুধী সমাবেশে বলেন " জাতির উপর ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দিলে তাহা বাধা দেওয়া হইবে। তিনি বলেন, তাহার নীতি অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং অপরিবর্তনীয়। তিনি বলেন, এই শাসনতন্ত্রে এক ইউনিট এবং সংখ্যা সাম্যের ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং ইহাতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় নাই।"

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছাত্রগণ প্রদেশব্যাপী ধর্মঘটের সাফল্যের জন্য বিভিন্ন কর্মতৎপরতা চালাতে থাকেন। পরবর্তীতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের গৃহীত ব্যবস্থায় ছাত্রনেতৃবৃন্দ ৫ই অক্টোবর তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

সামরিক পরিবেশে পূর্ব বাংলার জনগণ যখন হতাশাগ্রস্থ ও মুখথুবরে পরা রাজনৈতিক পরিবেশ পুনরোদ্ধার নিয়ে ঘরোয়া তৎপরতায় ব্যস্ত। এ পরিবেশে চাঁদের বুক হতে পুঞ্জ পুঞ্জ রহস্যের নুড়ি আহরণ করে যে তিন জন মানব সন্তান আন্তঃগ্রহ অভিযানের প্রথম স্বাক্ষর চিহ্নিত করেছেন। লক্ষ লক্ষ আবাল, বৃদ্ধ, বণিতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণ ঢালা সংবর্ধনার মধ্যে ইতিহাস সৃষ্টিকারী সেই মার্কিন মহাশূন্যচারী নেইল আর্মস্ট্রং, এডুইনই এল্ড্রিন এবং মাইকেল কলিন্স অতি স্বল্পকালীন সফরে ২৭ শে অক্টোরব দ্বি-প্রহরে সস্ত্রীক ঢাকা আগমন করেন। নভোচারীগণ এক অবিস্মরণীয় সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে, রাজনৈতিকভাবে বিশেষতঃ ভিয়েতনাম প্রশ্নে চন্দ্র বিজয়ীদের সাফল্য ও জনপ্রিয়তা নিয়ে কোন প্রকার ব্ল্যাক মেল করার ইচ্ছা তাদেরনেই।

চাঁদ হতে পৃথিবীতে ফিরে আসার পর এমন কারও সাথে কি আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে যিনি আপনাদের চাঁদে পদার্পণের কথা আদৌ বিশ্বাস করেনা, এমন এক প্রশ্নের উত্তরে নেইল আর্মস্ট্রং বলেন, এমন কি মার্কিন মুল্লুকে আমার প্রতিবেশীদের মধ্যে কয়েকজন বিশ্বাস করেন না।

নভেম্বরে শুরুতেই পূর্ব বাংলায় ঘটে যায় আর এক দুঃখজনক ঘটনা। ভোটার তালিকা নিয়ে ঢাকা শহরের কয়েকস্থানে বাঙ্গালী, আবাঙ্গালী দাঙ্গাহাঙ্গামা শুরু হয়। আস্তে আস্তে কয়েকদিন যাবত ঢাকা শহরের বেশ কয়েকটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে।

এই দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে ৭/৮ ব্যক্তি নিহত এবং বেশ কিছু লোক আহত হয়। সরকার হিংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের দেখামাত্র গুলীর নির্দেশ দেন। অনেক এলাকায় সকাল-সন্ধ্যা লোকজন ও যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, ছাত্র সমাজ ও বুদ্ধিজীবী মহল এ সব গুন্ডামীর তীব্র নিন্দা করেন এবং সাধারণ মানুষের জানমাল রক্ষার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান।

দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় রাজনৈতিক নেতা, ছাত্র নেতৃবৃন্দ ও পত্রিকা সম্পাদকসহ গভর্নর উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং যে কোন মূল্যে শন্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নাগরিকদের প্রতি আবেদন জানায় এবং তদন্ত কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্ত ঘোষণাকরেন।

লন্ডন হতে শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর জন্য গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং যে কোন মূল্যে শান্তি বজায় রাখার জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানান। তিনি লন্ডনে তাঁর সকল কর্মসূচী সংক্ষিপ্ত করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। বৃটেনে বসবাসকারী লক্ষাধিক বাঙ্গালীর প্রতি লন্ডনস্থ পাকিস্তানী হাই কমিশনারের ভূমিকা অত্যন্ত অগৌরবজনক বলে উল্লেখ করেন। তিনি বরেন, সম্প্রতি ঢাকার বুকে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেছে তার জন্য তিনি দুঃখিত এবং প্রত্যেকের এতে দুঃখ প্রকাশ করা উচিত। তিনি আরও বলেন, যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা হলে এ হাঙ্গামা রোধ করা সম্ভব হতো।

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার সর্বাত্মক আহবান জানান। তিনি বলেন, দাঙ্গাহাঙ্গামায় সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ইসলাম কোনটাই কায়েম হবে না। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন যে, সাধারণ মানুষের গণ আন্দোলনকে বিপদগামী করার উদ্দেশ্যে মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার ও ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের পৃষ্ঠপোষকতায় জামায়াতে ইসলামীর মাধ্যমে দেশী শোষক গোষ্ঠীই এই দাঙ্গাহাঙ্গামার সৃষ্টি করেছে।

এ প্রতিক্রিয়াশীলরা গত ২/১ বছর ধরে আর একটি ইন্দোনেশিয়া সৃষ্টির যে হুমকী দিয়ে আসছে এই দুঃখ জনক হাঙ্গামা তারই পরিণতি। মওলানা ভাসানীর ভূমিকার সমালোচনা করে প্রাদেশিক জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম বলেন, "বিগত কয়েক দিনের সংঘটিত অবাঞ্ছিত ঘটনায় দেশপ্রেমিক সবাই

উদ্বিগ্ন। ইহার অবসানের জন্য প্রত্যেক দায়িত্বশীল রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের পারস্পরিক সহযোগিতা সহকারে আগাইয়া আসা উচিত। দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, মওলানা ভাসানী সে দিকে নজর না দিয়া বিশৃংখলার পুরাতন খেলা শুরু করিয়াছেন। মওলানা ভাসানী বিশৃংলা ও হিংসাত্মক পদ্ধতির মাধ্যমে শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্র করিতে উদগ্রীব। মওলানা ভাসানী জনগণ ও গণতন্ত্রের জঘন্যতম শত্রু।" ইতিপূর্বে আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণ যখন ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে আসেন ঠিক তখনই মওলানা ভাসানী ভোট বাক্স ও ভোট কেন্দ্র জ্বালায়ে দেয়ার হুমকী দেন এবং পোলিং এজেন্টদের পর্যন্ত গিলে খাওয়ার হুমকী দিয়েছিলেন। বর্তমানে যখন নির্বাচন প্রস্তুতি চলছে ঠিক তখনই ভোটার তালিকা সম্পর্কে বিতর্ক তুলে জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এঁটে তিনি ময়দানে নেমেছেন। এ ভাবে তিনি দেশে ব্যাপক রক্তাক্ত সংঘর্ষ সৃষ্টিতে তৎপর হয়েছেন অথচ তিনিই জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে আর একটি ইন্দোনেশিয়া সৃষ্টির অভিযোগ এনেছেন। তিনিই তো আমেরিকার সাপ্তাহিক টাইমস–এর প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাতকারে রক্তাক্ত বিপ্লবের কথা ঘোষণা করেছেন। জামায়াতকে দায়ী করার জন্য দলিলপত্র পেশ করার জন্য তিনি ভাসানীকে আহবান করেন।

এ দিকে করাচীতে বেশ কিছু সংখ্যক বাঙ্গালী ছাত্র বাংলায় পরীক্ষা দিলে কর্তৃপক্ষ তাদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ হতে বিরত থাকলে, কেন্দ্রীয় ছাত্র নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে তাদের পরীক্ষার ফল প্রকাশের আহবান জানান।

২৮ শে নভেম্বর প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত এক বেতার ভাষণে আগামী ৫ ই অক্টোবর এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে দেশে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের কর্মসূচী পেশ করেন। নির্বাচিত জাতীয় পরিষদের নিকট শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। এই জাতীয় পরিষদ উহার প্রথম অধিবেশনে ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তারা তাদের দায়িত্ব সুসম্পন্ন করতে না পারেন তবে উক্ত জাতীয় পরিষদ বাতিল হয়ে যাবে। পুনরায় নির্বাচন হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট বাতিল হয়ে যাবে এবং পৃথক পৃথক প্রদেশ গঠন করা হবে। প্রদেশগুলোকে সর্বাধিক স্বায়ত্ত শাসন দেয়া হবে। শাসনতন্ত্র ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক হবে এবং উহাই পাকিস্তানের আদর্শ রক্ষা করবে।

শেখ মুজিবসহ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নীতি নির্ধারণী বেতার ভাষণকে সামগ্রিকভাবে অভিনন্দিত করেন। নির্বাচন কার্যক্রম ঘোষণার কয়েক দিনের মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘ ২ মাস ছুটি থাকার পর আবার খুলে দেয়া হয় এবং বহু আলোচিত এককালের গভর্নর মোনায়েম খানের বিশ্বস্ত দক্ষিণ হস্ত ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী এন এস এফ এর পালন কর্তা ৮ বছর যাবত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলর পদে অধিষ্ঠিত ডঃ এম ও গণিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ থেকে অপসারণ করে তানজেনিয়ারয় পাকিস্তানী হাই কমিশনার নিয়োগ করা হয়। বিচারপতি আবু সাইদ চৌধূরীকে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত করা হয়।

১৯৬৯ এর সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বেই সকল জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করার ব্যবস্থা হিসেবে ৩৮ জন সি এস পি অফিসারসহ ৩০৩ জন প্রথম শ্রেণীর গেজেটেড অফিসারকে চাকুরী হতে অপসারণ করেন।

এই ৬৯ এর শুরুতেই গণ আন্দোলনের মাধ্যমে জনগণ ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিল। হঠাৎ করে সামরিক শাসনে তা হাতছাড়া হয়ে যায়। পরবর্তীতে সামরিক শাসকগণই জনগণের হাতে ক্ষমতা ফিরায়ে দেয়ার কার্যক্রম পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এ ভাবেই সংগ্রামের শপথে সমউজ্জ্বলে বিদায় নেয় শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম গণঅভ্যুথানকারী ১৯৬৯ স ন। প্রভাতেই আবার পল্টনে নতুন সূর্যোদয়। সূযের অরুণিমা আবার ছড়ায়ে পড়বে গ্রাম বাংলার সবখানে। পল্টন উত্তপ্ত গণতন্ত্রের অতন্ত্র প্রহরী সংগ্রামী চেতনায়, সংগ্রামমুখর হয়ে উঠবে জনগণের ঐতিহাসিক সেই কণ্ঠে। পল্টনের রাজনৈতিক মঞ্চের ঐতিহাসিক ভূমিকার উপরই এ দেশের কোটি কোটি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ। এখানে কথায় বক্তৃতার সিঁড়ি বেয়ে যারা রাজনীতির আসনে সমাসীন অথবা জনপ্রিয়তার শীর্ষ আসনে আরোহণ করতে চান, জনগণের রায়ের মাধ্যেমে তাদের বিচার হবে। আবার যে সমস্ত সূর্য সৈনিকেরা শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের কাজে এখানে মিলিত হবে জনতার হৃদয়ের কষ্টি পাথরে তাদেরও সূক্ষ্ম পরীক্ষা– নীরীক্ষা হবে। তারা রাজনীতির জনপদে কি পদ চিহ্ন রেখে যাবে এখন উহাই লক্ষণীয় বিষয়। গণ আদালত তাদের জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

সাধারণ নির্বাচন সম্মুখে রেখে নববর্ষের আর্বিভাব তথা প্রথম সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেশের সকল রাজনৈতিক দলই বস্তুতঃ দলীয় প্রচারণার ব্যাপারে বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেন। বিভিন্ন দলের প্রচারণার মধ্যে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, পাকিস্তানের জাতীয় আদর্শ সংরক্ষণ, সর্বহারা মানুষের সামাজিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ প্রভৃতি প্রশ্নে প্রতিটি দলই বিশেষভাবে সচেতন। জাতীয় স্বার্থে ও এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতিটি দল ও দলীয় নেতা শান্তিপূর্ণ পরিবেশে আসন্ন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিশেষভাবে আগ্রহী। কেননা, পাকিস্তানের রাজনীতির স্নায়ু কেন্দ্রগুলোতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো ইতিমধ্যেই জনসভা অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেছে।

অন্ধকার হতে আলোর সন্ধানে রাজধানীর নাগরিকগণ নববর্ষের আগমনকে মশাল মিছিলের মাধ্যমে স্বাগত জানায়। ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ) এবং জাতীয় শ্রমিক লীগ এর মশাল মিছিলের স্লোগানে রাতের নীরবতা যেন খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। সমগ্র শহরেই মশালে মশালে আলোড়ন তোলে। এই আলোকবর্তীকা যেন শপথের বাণী রূপ ধারণ করে।

সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে "দাবী দিবস" পালন উপলক্ষে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) এর যৌথ ছাত্রসমাবেশ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও ঐতিহাসিক ১১ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে রাজনৈতিক, শ্রমিক ও ছাত্র প্রতিষ্ঠানের সংগ্রামী ঐক্যফ্রন্ট গঠন প্রশ্নে ছাত্র নেতাদের মধ্যে দ্বিমত সৃষ্টিরকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন প্রাঙ্গণে একই সময়ে দু'টি পৃথক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। একটি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এককভাবে এবং অপরটি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) ও জাতীয় ছাত্র ফেডারেশন (দোলন গ্রুপ। যৌথ ভাবে আয়োজন করে। উভয় সভাই বিগত গণআন্দোলন স্মরণে আগামী ১৭ ই জানুয়ারী হতে ২৪ শে জানুয়ারী পর্যন্ত প্রদেশব্যাপী "গণঅভ্যুথান সপ্তাহ" পালনেরআহবানজানান।-

ছাত্রলীগ সভাপতি তোফায়েল আহম্মদ তার বক্তৃতায় বলেন, ১১ দফার ভিত্তিতে আমরা কোন নির্বাচনী ঐক্যজোট গঠন করতে পারিনা। উহা রাজনৈতিক দলসমূহের দায়িত্ব। ৬ দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে ছাত্র সমাজ কেবলমাত্র সংগ্রামী ঐক্যফ্রন্ট গঠনের উপর চাপ প্রয়োগ করতে পারে। তিনি চরম দক্ষিণপন্থী ও

বামপন্থীদের সম্পর্কে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন যে, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সাধারণ নির্বাচনের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে তাকে আমাদের বাস্তবায়িত করতে হবে। কোন বিশৃংখলা সৃষ্টি করে নির্বাচনকে বানচাল করার যে কোন প্রচেষ্টা প্রতিহত করতে হবে এবং বাংলার মানুষের প্রাণের দাবীকে আদায় করতে হবে। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আ স ম আব্দুর রব বলেন যে, ৬ দফা হচ্ছে পূর্ব বাংলার মানুষের মুক্তি সনদ। তাই ৬ দফার ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র রচনা ও পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। এ দাবীর বিরুদ্ধে কোন বক্তব্যই আমরা মেনে নেব না।

অপর ছাত্র সভায় ছাত্র ইউনিয়ন সভাপতি শামসুদ্দোহা বলেন যে, ৬ দফা একটি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচী। তাই উহা ছাত্রদের নিজস্ব কর্মসূচী হতে পারে না। ছাত্র সমাজের নিজস্ব কর্মসূচী ঐতিহাসিক ১১ দফার ভিতিতেই বিগত গণআন্দোলনে প্রদেশের বহু বীর সন্তান শহীদ হয়েছেন। ১১ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য সকল রাজনৈতিক, শ্রমিক ও ছাত্র সমাজের প্রতি আহবান জানান। এন এস এফ এর সভাপতি ইব্রাহিম খলিল বলেন যে, একমাত্র ১১ দফা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অন্য কোন দাবীর কথা শুনতে প্রস্তুত নহেন।

বিকেলে ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে সমবেত বিশাল জনসমুদ্রে নিপীড়িত, নির্যাতিত, মেহনতী শ্রমিকদের দাবী দাওয়া আদায়, দেশবাসীর আধিকার কায়েম, দেশে সত্যিকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের শোষণ হতে পূর্ব বাংলারে মুক্তির জন্য জাতীয় শ্রমিক লীগ বজ্র কঠোর শপথ গ্রহণ করেন।

অন্যদিকে জাতীয় শ্রমিক লীগের আহবানে দাবী দিবস উপলক্ষে ঢাকা, তেজগাঁ, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদীতে বিভিন্ন কলকারখানার শ্রমিকরা প্রতীক ধর্মঘট পালনকরেন।

জাতীয় প্রগতি লীগ প্রধান আতাউর রহমান খান ৩ রা জানুয়ারী পল্টনে জনসভায় ঘোষণা করেন যে, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে নয়া শাসনতন্ত্র রচিত না হলে সেই শাসনতন্ত্র জনগণ বাতিল করে দিবে। তিনি বলেন, এ দেশের জনগণ সার্বভৌম গণ পরিষদ কামনা করেছিল কিন্তু উহার পরিবর্তে নিয়ন্ত্রিত গণ পরিষদের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪ঠা জানুয়ারী ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে সকালে রমনার সবুজ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় এক পুনর্মিলনী উৎসব। এখানে ছাত্র লীগের বহু সংখ্যক সাবেক ও বর্তমান নেতা ও কর্মী উপস্থিত হন। ছাত্র লীগ সভাপতি তোফায়েল আহম্মদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। শেখ মুজিবুর রহমান এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হয়ে আসেন।

আমেনা বেগম ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছাড়া আওয়ামী লীগের প্রায় সব নেতাকেই সেখানে উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। ১৯৬৬ সনের পর শেখ মুজিবের অবর্তমানে আওয়ামী লীগের দুর্দিনে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও আমেনা বেগম অনেকের অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত জেনারেল সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন। আমেনা বেগম সে দিনগুলোতে এত সংঘাত সহ্য করে পার্টিকে এতদূর এগিয়ে নিয়ে যান। বঙ্গবন্ধুসহ আওয়ামী লীগের সব নেতা মুক্তি পাওয়ার পর তিনি বঙ্গবন্ধুর নিকট থেকে তার ভাষায় পার্টিতে আরও উপযুক্ত স্থান ও মর্যাদা আশা করেছিলেন। তা না হওয়ায় পাটির প্রতি তিনি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন। সৈয়দ নজরুল ইসলামের মনেও সাময়িকভাবে এরূপ কিছু ধারণা জন্মেছিল। শেখ মুজিবুর রহমান এ সভায় তাঁর ভাষণে বলেন যে, আসন্ন নির্বাচনকে বানচাল করার যে কোন মহলের অপচেষ্টাকে এ দেশের জাগ্রত জনগণ ক্ষমা করবে না। জনগণের রায়ের মোকাবেলার জন্য শেখ মুজিব বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি আহবান জানায়ে বলেন যে, 'ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচনে, জনগণ এই দেশের সহিত যাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন তাহাদের সঠিক জবাব দিবেন। নির্বাচনকে বানচাল করার প্রচেষ্টা যারা করিতেছেন জনগণ তাহাদের সত্যিকারের স্বরূপ ধরিয়া ফেলিয়াছে। জনগণ তাহাদের ক্ষমা করিবে না। কোন প্রকার উসকানিতে বিভ্রান্ত না হইয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তিনি জন সাধারণের প্রতি আহবান জানান।"

বেলা এগারটায় বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে "স্বদেশ চেতনা ও বাংলা ছাত্রলীগ" পর্যায়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বাংলা ছাত্রলীগ সভাপতি আল মুজাহিদী সভাপতিত্ব করেন এবং আলোচনায় অংশ নেন জাতীয় প্রগতি লীগের আহবায়ক আতাউর রহমান খান, সাবেক নিখিল বঙ্গ মুসলীম ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমান, সাবেক পূর্ব পাকিস্তান মুসলীম ছাত্র লীগের আহবায়ক অলী আহাদ, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র লীগের সাবেক সভাপতি ফেরদৌস আহমদ কোরায়েশী ছাত্রলীগ

নেতা খালেদ হাসিম, ইকবাল সোবহান, আব্দুল মোতালেব ভূঁইয়া, মোশারাফ হোসেন, শামসুজ্জামান চৌধুরী প্রমুখ। প্রাক স্বাধীনতাকালে মুসলীম ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ করেন কাজী লতিফা হক। আতাউর রহমান বলেন, বিগত গণআন্দোলনে ছাত্রদের ঐতিহাসিক ১১ দফাকেই জনগণ নিজস্ব কর্মসূচী বলে গ্রহণ করেছে। শাহ আজিজুর রহমান বলেন যে, "দেশে এখন কেবল গণতন্ত্রের হাওয়া বহিতে শুরু করিয়াছে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমেই এই গণতন্ত্রকে স্থয়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। রাজনৈতিক আন্দোলনের চরিত্র এখন পরিবর্তিত। কৃষক, শ্রমিক ও মেহনতী মানুষ আজ তাহাদের অর্থনৈতিক মুক্তির সংগ্রামে অবতীর্ণ, তাই মেহনতী মানুষের দাবী দাওয়ার স্বপক্ষে সুস্পষ্ট বক্তব্য লইয়াই আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে হইবে। শাহ আজিজ বলেন, সমাজতন্ত্রই মেহনতী জনগণের মুক্তি আনিতে পারে। এই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য দুইটি পথ রহিয়াছে। একটি সচেতন রাজনৈতিক আন্দোলন এবং অপরটি হইতেছে সশস্ত্র বিপ্লব। দেশের বাস্তব অবস্থার জরিপই নির্ণয় করিবে যে, ইহার জন্য জনতা কোন পথে অগ্রসর হইবে।' অলী আহাদ বলেন যে, এদেশের ছাত্র ও জনতার রক্ত দানের বিনিময়ে ১১ দফার দুর্বার গণআন্দোলনেই আগরতলা মামলা প্রত্যাহার হয়। তাই ১১ দফার আন্দোলনকে উপেক্ষা করার অধিকার কাহারও নাই।"

ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ফেরদৌস আহমদ কোরায়েশী সভায় বলেন যে, ১১ দফার কর্মসূচী একটি ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত হইয়াছে। তাই ১১ দফা হইতে পিছাইয়া যাওয়া চলিবে না। একদিন আমরা ৬ দফার প্রতি সমর্থন ও একাত্মতা ঘোষণা করিয়াছিলাম। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং ১১ দফা রচিত হওয়ার পর এখন ৬ দফায় ফিরিয়া যাওয়া অর্থহীন। কারণ ৬ দফা একটি অসম্পূর্ণ কর্মসূচী। ইহার দ্বারা দেশের সকল স্তরের মানুষের দাবী দাওয়া সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয়। একমাত্র ১১ দফার মাধ্যমেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করা সম্ভব। সভাপতির ভাষণে আল মুজাহিদী বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান মুসলীম ছাত্রলীগ হইতে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগে রূপান্তরে মাধ্যমে যেমন সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার গন্ডী ভাঙ্গিয়া বৃহত্তর মানসিকতার বিজয় ঘোষিত হইয়াছিল। আজ সেই পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ হইতে বাংলা ছাত্র লীগে রূপান্তরও সাতকোটি বাঙ্গালীর স্বাধীনতার চেতনার বলিষ্ঠ অভ্যুথান

ছাড়া আর কিছুই নহে। উল্লেখ যে, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের (মুজাহিদী গ্রুপ) নতুন নামকরণ করে "বাংলা ছাত্রলীগ" রাখা হয়।

পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপ (ওয়ালী) প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহম্মদ বিকেলে পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা করেন যে, "আমাদের আশু লক্ষ্য গণতন্ত্র এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য সমাজতন্ত্র"। তিনি ১১ দফার ভিত্তিতে একতাবদ্ধ হওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহবান জানান।

৫ ই জানুয়ারী প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান প্রায় ২ সপ্তাহ ব্যাপী প্রদেশ সফর শেষে পিন্ডির পথে ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের নিকট সকল অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে বলেন যে,পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রকৃত দেশ প্রেমিক। তিনি আরও বলেন, শুধু জাতির সম্মুখে নয়, বিশ্বের সম্মুখে উদাহরণ স্থাপন কারার ব্যাপারে আমি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে প্রভাবিত করেছি। পাকিস্তানীরা উহা করতে পারে এবং তারা উহা যথাযথভাবে করবে।

১১ই জানুয়ারী ঐতিহাসিক পল্টনে অগণিত জনসমুদ্রে ৭ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আগামী সাধারণ নির্বাচনের নীতি নির্ধারণী বক্তৃতায় জনগণকে তাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্য অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন যে, "১৯৬৬ সালে ৬ দফা ঘোষণার পর আইয়ুব –মোনায়েম চক্র ঘোষণা করেছিলেন যে, তাহারা আর আমাকে পল্টনে জনসভা করিতে দিবেন না; কিন্তু জনগণের অসীম ত্যাগের বিনিময়ে ও আল্লাহর রহমতে আমি সেই পল্টনেই জনসমক্ষে হাজির হইতে পারায় গভীর আনন্দ প্রকাশ করিতেছি। বাংলার মানুষ আর ভয় করে না। যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে তাহাদের দাবী তাহারা আদায় করিয়াই ছাড়িবে।"

শেখ মুজিব বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "তাহার দল ক্ষমতায় গেলে কোরআন ও সুন্নার পরিপন্থী কোন আইন পাশ হইবে না। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, আওয়ামী লীগ ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী এবং গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও পাট ব্যবসা সম্পূর্ণ জাতীয়করণ করবে। মুহুমুহু করতালির মধ্যে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, দেশে কৃষক শ্রমিকের রাজত্ব কায়েম না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম অব্যাহত থাকিবে। তিনি বলেন আইয়ুব– মোনায়েমের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া নসরুল্লাহ খান, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, মওলানা মওদুদী প্রমুখ আজকাল বলতে শুরু করিয়াছেন যে, ৬ দফা কায়েম হইলে

পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেন, আপনারা যতই বিষোদগার করুন ৬ দফা আদায় হইবেই এবং পাকিস্তান টিকিয়া থাকিবে। ৬ দফা পশ্চিম পাকিস্তানের শোষিত ভাইদের বিরুদ্ধে নয়, ইহা হইতেছে ২২ টি পরিবারের বিরুদ্ধে আন্দোলন যাহারা আইয়ুব খানের আমলে কোটি কোটি টাকার মালিক হয়েছেন। প্যারিটি সম্পর্কে ফলিত দালালদের সম্পর্কে তিনি বলেন বাংলার পল্লীতে যেমন ফসলও বেশী হয় আগাছাও বেশী হয়। এবার ফসল রক্ষার জন্য আগাছা তথা দালালদের সমূলে উৎখাত করিতে হইবে। এখনও রাজনীতিবিদগণ ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসন মানিতে পারিতেছেন না। নির্বাচনের পরেই স্থির হইবে যে বাংলাদেশের কথা বলার আধিকার কাহার আছে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতার জন্য লালায়িত নয়। সুতরাং যেন তেন ঐক্যে আওয়ামী লীগ বিশ্বাসী নয়। তাহার দল নেতার ঐক্য নয়, জনগণের ঐক্য চায়। '৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের ঐক্যের মত মরা টানিতে চাই না।"

পূর্ব পাকিস্তানের নাম বাংলাদেশ করার প্রস্তাবের প্রতি কোন কোন দেশ কোন কোন মহল বিরোধিতা করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে শেখ মুজিব বলেন যে, "বাংলাদেশ বাংলার মাটির সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে, মায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। সুতরাং "বাংলাদেশ" নাম পরিবর্তন করার আধিকার আর কাহারও নাই।"

মোহাজের ভাইদের উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব বলেন, স্বাধীনতার ২২ বছর পরেও নিজেকে মোহাজের বলে পরিচয় দেওয়া আপনাদের অনুচিত। তিনি তাদের প্রতি বাংলাদেশকে নিজেদের দেশ বলে মনে করার আহবান জানান।

পল্টনের জনসমুদ্রে শেখ মুজিব ঘোষণা দেন যে, আজ হইতে দ্বিতীয় রাজধানী "আইয়ুব নগর" ও রেসকোর্সের নাম যথাক্রমে 'শেরে বাংলা নগর' ও 'সোহরাওয়ার্দী উদ্যান' হইবে। অবিলম্বে রেসকোর্সে ঘোরদৌড় বন্ধ করে পার্ক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহবান জানান।

প্রসঙ্গক্রমে উক্ত সভায় সকল বক্তাই ঘোষণা করেন যে, যারা ৬ দফা বিশ্বাস করেন না তারা বস্তুত ১১ দফাও আন্তরিকভাবে কায়েম করতে চান না। সভার শেষ পর্বে আদমজীর শ্রমিকদের পক্ষে হতে মওলানা ছাইদুর রহমান শেখ মুজিবকে তাঁর ত্যাগের স্বীকৃতি স্বরূপ একটি স্বর্ণ পদক উপহার দেন।

১৬ ই জানুয়ারী মোমেনশাহীর বিশাল জনসভায় শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, এ দেশের নির্যাতিত, শোষিত ও অধিকার হারা মানুষের জন্য শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা কায়েমই আওয়ামী লীগের কাম্য। তিনি বলেন, "আমাদের আদর্শ চীন, রাশিয়া বা আমেরিকা হইতে আমদানী হইবে না। আমাদের আদর্শ এই দেশের মাটি, সম্পদ ও জনগণের ইচ্ছার উপর ভিত্তি করিয়াই প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

১৮ ই জানুয়ারী পল্টন ময়দানে জামায়াতে ইসলামীর জনসভায় জামায়াতে ইসলামী কর্মী ও জনতার মধ্যে কয়েক ঘন্টা ধরে প্রচন্ড সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই একজন নিহত ও ৪০০ এর বেশী লোক আহত হয়। প্রাদেশিক আমীর অধ্যাপক গোলাম আজমের সভাপতিত্বে উক্ত সভা শুরু হয়। জামায়াতে ইসলামী কর্তৃক উক্ত সভায় দলীয় প্রধান মওলানা আবুল আলা মওদুদীর ভাষণ দেয়ার কথা থাকলেও মওলানা তিনি ময়দানে উপস্থিত হন নি। সভা প্রায় আধাঘন্টা শান্তিপূর্ণভাবে চলার পর এক পাশে প্রথম গোলযোগ দেখা দেয়। আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের মধ্যে গোলযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে প্রবল আকার ধারণ করে এবং সভাস্থল ও তার পার্শবর্তী এলাকা একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। জামায়াতে ইসলামীরা এরূপ হামলার আশংকায় আগে থেকেই লাঠিয়াল বাহিনীসহ সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। মঞ্চে উপবিষ্ট নেতাগণের পক্ষ থেকেই জেহাদের মনভাব নিয়ে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার বারংবার আহবান দিতে শোনা যায়। ওহুদ ও বদরের যুদ্ধের কথা স্মরণ করে সংঘর্ষে বেগবান হওয়ার ঘোষণাও শোনা যায়। মঞ্চ হতে মাইকে এখন উত্তরে, পশ্চিমে, আক্রমণ চালানোর এরূপ নির্দেশ দেয়া হতে থাকে। হঠাৎ বক্তৃতা মঞ্চ হতে ঘোষণা দেয়া হয় যে, সভাপতি অধ্যাপক গোলাম আজম গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছেন। উহার পর জনতা চারদিক হতে মারমুখী হয়ে সভা মঞ্চের দিকে ছুটে যায় এবং সমস্ত মঞ্চ দখল করে পুড়িয়ে দেয়। উহার পর সংঘর্ষ পল্টন হতে পাশের রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে পরে, বিপুল সংখ্যক পুলিশের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে।

জামায়াতে ইসলামীর আমীর মওলানা মওদুদী বলেন, সামরিক বিধি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও যদি গুন্ডামীর দিক দিয়েই বিভিন্ন প্রশ্নের মীমাংসা করতে হয় তা হলে দেশের ভবিষ্যৎ কি হবে তা কেহ বলতে পারে না।

১৯ শে জানুয়ারী আসাদ নগর (সন্তোষ) নির্মীয়মান ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অর্ধলক্ষাধিক লালটুপি পরা স্বেচ্ছাসেবক ও শ্রমিকের উপস্থিতিতে অশিতীপর জননেতা মওলানা ভাসানী দ্বিতীয় কৃষক ও স্বেচ্ছাসেবক সম্মেলনে প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণী ভাষণে আগামী ১০ বছরের মধ্যে দেশে জনগণতন্ত্র কায়েমের দৃঢ়সঙ্কল্পের কথা ঘোষণা করেন। এ উদ্দেশ্যে একই সময়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে গণবাহিনী গঠনের কথাও ঘোষণা করেন। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৫ ই অক্টোবর; কিন্তু বাংলার ৭ কোটী মানুষের জন্য ভাত এ মুহূর্তে প্রয়োজন। সুতরাং ভোটের আগে ভাতের দাবী করা কোন অযৌক্তিক নয়। যারা এ দাবীর বিরোধিতা করে নির্বাচনের পর দুধের নহর বহায়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিতেছে এ দেশের জনগণ তাদের বহুবার দেখেছে। আর তাদের নির্বাচনী ভাওতায় ভূখা জনগণ বিভ্রান্ত হবেনা।

২০শে জানুয়ারী শহীদ আসাদ দিবস উপলক্ষে যৌথ উদোগে আয়োজিত পল্টন ময়দানের জনসভায় পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী), পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ), পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন এবং পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি ঘোষণা করে যে, ভোটের মাধ্যমে নয়, সংগ্রামের মাধ্যমে 'জনগণতন্ত্র' কায়েম সম্ভব।

২২ শে জানুয়ারী জামায়েত ইসলামী আমীর মওলানা আবুল আলা মওদুদী ঢাকা ত্যাগের পর করাচী বিমান বন্দরে বলেন যে, তার পার্টি দেশকে বিছিন্ন করার ব্যাপারে যে কোন মহলের প্রচেষ্টা এবং ইসলাম ছাড়া যে কোন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগকে নস্যাৎ করে দিবে। তিনি বলেন যে, জনগণ চায় পাকিস্তান ঐক্যবদ্ধ থাকবে এবং দেশে ইসলামী ব্যবস্থা কায়েম হবে। পক্ষান্তরে নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তি পাকিস্তানের অনৈক্য সৃষ্টি করতে চায় এবং ইসলাম ছাড়া নয়া সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে চায়।

২৫ শে জানুয়ারী ১১ দফা সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত পল্টন ময়দানের জনসভায় ছাত্রলীগ সভাপতি তোফায়েল আহম্মদ ঘোষণা করেন যে, ছাত্রদের ১১দফা এবং আওয়ামী লীগের ৬ দফার বিরুদ্ধে কাউকেও কথা বলতে দেয়া হবে না। তিনি নির্বাচন বিরোধীদের রুখে দাঁড়াবার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোলটেবিল বৈঠকে ১১ দফা পেশ

করেছিলেন। তিনিগোল টেবিল বৈঠকে জনগণ ও ১১ দফার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা না করে বীরের মত ফিরে এসেছেন।

২৮ শে জানুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর আবু সাইদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে সিন্ডিকেটের সভায় প্রত্যক্ষ নির্বাচনের জন্য 'ডাকসু'র গঠনতন্ত্র সংশোধন করা হয়। এ ছাড়া ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক কার্যনির্বাহী কমিটির উপড় সদস্যের মনোনয়ন ব্যবস্থাও বাতিল হয়। ডাকসুর গঠনতন্ত্রের সংশোধনীর ফলে এখন হতে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ডাকসুর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

৩০ শে জানুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমান রাজশাহী মাদ্রাসা মাঠে এক বিরাট জনসভায় ঘোষাণা করেন যে, ৬দফা দাবীর মধ্যে ইসলামের মর্যাদা হানিকর কোন বিষয় নেই। তিনি বলেন, পাকিস্তানে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক আইন ও শাসনতন্ত্র প্রণীত হওয়া উচিত।

১লা ফেব্রুয়ারী টাঙ্গাইলের জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, ৬ দফা কোন বিদেশী ভাবধারায় প্রণীত হয় নি। বাংলার মাটিতেই ৬ দফার জন্ম ও বিকাশ হয়েছে।

৮ই ফেব্রুয়ারী খুলনায় বিরাট জনসভায় শেখ মজিবুর রহমান বিগত ২২ বছর ধরে পূর্ব বাংলার ভাগ্য নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলছে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর শতর্কবাণী উচ্চারণকরেন।

৯ই ফেব্রুয়ারী যশোরে এক বিরাট জনসভায় শেখ মুজিব দেশের গণস্বার্থে বিরোধী চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন যে, তাদের বিরুদ্ধে এরূপ দুর্বার গণআন্দোলন শুরু করা হবে যার জোয়ারে এ সব পরগাছা চির দিনের জন্য নির্মূল হয়ে যাবে। তিনি বলেন, কতিপয় আমলা এবং ষড়যন্ত্রকারী পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্তে লিপ্ত। তিনি বলেন, সাধারণ নির্বাচনে বাংলাদেশের জনসাধারণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত বলেন যে, এবারের ছাত্র সমাজ, শ্রমিক, কৃষক এবং রাজনৈতিক দলের নির্ভুল সংগ্রাম অব্যাহত রাখা উচিত এবং এবার কোন প্রকার ভুল করা হলে বাঙ্গালীর বাঁচার উপায় থাকবে না।

১৪ই ফেব্রুয়ারী কিশোরগঞ্জ জনসভায় শেখ মুজিব দৃঢ় কন্ঠে ঘোষণা করেন যে, তাঁর দল ক্ষমতায় এলে ১০ বছরের মধ্যে সকল ভূমি রাজস্ব মাফ করে দিবে।

তিনি জনগণের নিকট হতে মোহাজের ট্যাক্স নামে যে অর্থ আদায় করা হয়েছে তার হিসেব প্রকাশের জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহবান জানান।

১৫ই ফেব্রুয়ারী তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠন বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এ উপলক্ষে এক আলোচনা সভায় শেখ মুজিবুর রহমান সার্জেন্ট জহুরুল হক স্মরণে ঘোষণা করেন যে, নির্বাচনের মাধ্যমে দাবী আদায় না হলে সংগ্রামের মাধ্যমেই দাবী আদায় করতে হবে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসেবে অন্তরীণ অবস্থায় থাকাকালে সার্জেন্ট জহুরুল হকের সাথে তার প্রথম পরিচয়। তিনি বলেন, সার্জেন্ট জহুরুল হকের ব্যবহার ও ব্যক্তিত্ব সর্বদৃষ্ট ত্যাগের প্রতিফলন ঘটায়ে ছিল। অন্তরীণ থাকাকালে পালাবার চেষ্টা করে নি। তার বিরুদ্ধে পালানোরে অভিযোগ মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক। সার্জেন্ট জহুরুল হকের মৃত্যু হয় নি। তাঁর আদর্শ ও স্মৃতি এ দেশের মানুষের মাঝে চিরকাল জাগরুক থাকবে। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এখনও আমাদের চারপাশ হতে অক্টোপাশের মত বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে ঘিরে ধরার চেষ্টা করছে।

এইদিন ছাত্রলীগের এক অংশ যারা চরমপন্থী বলে পরিচিত তারা শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে একটি ভিন্নধর্মী মিছিল করেন। সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের কর্মীরাই এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ছাত্রলীগের বেশীর ভাগ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা এ ব্যাপারে তেমন কিছুই জানতেন না।

এই দিনে "১৫ই ফেব্রুয়ারী বাহিনী" নামে একটি নবগঠিত বিশেষ বাহিনী বিশেষ পোশাকে শহরে মার্চ মিছিল করে। ছাত্রলীগ নেত্রী শেখ হাসিনাও ছিলেন মিছিলের নেতৃত্বে। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের বিশাল ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করে ছাত্রলীগের কোন অংশের পক্ষেই স্বতন্ত্রভাবে টিকে থাকা সম্ভব নয় ভেবে তাঁকে মার্চ মিছিলের সিদ্ধান্তটি পূর্বেই জানানো হয়েছিল। তিনি সমর্থন বা অসমর্থন কোন মনোভাবই দেখান নি।

পরবর্তীতে পটুয়াখালীতে এক জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, আসন্ন সাধারণ নির্বাচন কার্যতঃ প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠান। তাই এ নির্বাচনের বিরাট তাৎপর্য রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আসন্ন নির্বাচনটি সরকার গঠনের

জন্য নয় বরং শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য। এ নির্বাচনেই প্রমাণিত হবে যে বাঙ্গালী, বেলুচ, সিন্ধী ও পাঠানেরা নিজেদের অধিকার রক্ষাকারী শাসনতন্ত্র চায় কিনা।

এবারের ফেব্রুয়ারীর একুশ আসে ভিন্ন ধর্মী সাজ নিয়ে আপোষহীন নিরলস সংগ্রাম এবং প্রবঞ্চক, শঠ, কুচক্রী ও ষড়যন্ত্রকারীর বিরুদ্ধে বঞ্চিত অধিকার হারা মানুষের তেজোদীপ্ত অপরাজেয় সংগ্রামের শপথ নিয়ে। একুশ আসে ১৮ বছরের হৃদয়তন্ত্রীতে সেই সংগ্রামী ঝংকারের অনুরণন নিয়ে। এবার একুশ আসছে যেন শপথের দুর্জয় চেতনা উড়ায়ে। শহীদ মিনারের কঠিন শিলার পাদদেশে লক্ষ লক্ষ বজ্র কঠিন মুষ্টিবদ্ধ হাতের বজ্রকঠিন শপথে কামান বন্ধুক তথা নির্যাতনের যন্ত্র এবার বোবা হয়ে পড়ে। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, সালাউদ্দিন 'বায়ান্নর' এই সূর্য সৈনিকদের রক্তে রাজপথের ধুলায় যে বাণী স্বাগরিত হয়েছে আজ তা কোটি কণ্ঠে সোচ্চার। এবার ঐতিহাসিক এ দিনটি বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে অত্যন্ত ভাবগম্ভীর ও প্রশান্ত পরিবেশে ও পবিত্রতার সঙ্গে উদযাপিত হয়। ১৮ বছরের প্রতিক্রিয়াসমূহ যেন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় ও টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। সরকারও এ দিন সরকারী ছুটি ঘোষণা করে।

রাজনৈতিক কর্মকান্ড উন্মুক্ত হওয়ার পর পল্টন ময়দানে জামায়াত ইসলাম ও জনতার মধ্যে প্রচন্ড সংঘর্ষের পর ৬ দফা ও ১১ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল পি ডি পি, মুসলীম লীগ, জামায়েতে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে পল্টন ময়দান বা দেশের অন্যান্য স্থানে সুষ্ঠুভাবে জনসভা করা সম্ভব হয় নি। প্রায় প্রতি জনসভাই জনতা ভন্ডুল করে দেয়।

পল্টনে আয়োজিত পি ডি পির জনসভায় পি ডি পি নেতা সালাম খানের প্রারম্ভিব বক্তৃতাকালেই জনতা ৬ দফা ডিন্দাবাদ, শেখ মুজিব জিন্দাবাদ, নুরুল আমীনের কল্লা চাই, জাগো জাগো বাঙ্গালী জাগো ধ্বনিতে বক্তৃতা মঞ্চ দখল করে ফেলেন এবং জনসভা পন্ড হয়ে যায়। পি ডি পি'র কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও আহত হন।

২৭ শে ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামে পি ডি পি'র জনসভা জনতা পন্ড করে দেয়। জনতা সভামঞ্চ ও পি ডি পি'র অফিসে অগ্নিসংযোগ করে। নূরুল আমীন সভা মঞ্চ হতে

ত্বরিত মিসকা হোটেলে প্রত্যাবর্তনের পর বিক্ষুব্ধ জনতা হোটেল ঘেরাও করে হামলা চালায়।

এরূপ পল্টন ময়দানে মুসলীম লীগের জনসভায় জনসমাগম দেখে মুসলীম লীগের নেতারা বেশ খুশী হন। মুসলীম লীগ নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরী দেরীতে সভা মঞ্চে এসে বক্তব্য শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই জনতা প্রহারারত পুলিশ বেষ্টনী ভেঙ্গে মঞ্চ দখল করে ফেলেন। ফজলুল কাদর চৌধুরী জনতার ইষ্টক বর্ষণের মধ্যে কোন রকমে সেখান থেকে সরে যেতে সক্ষম হন।

৭ই মার্চ কুষ্টিয়ায় বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, নির্বাচনের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জিত না হলে তার দল গণ আন্দোলন শুরু করবে। গত ২২ বছরে প্রদেশের উপর যে আচরণ করা হয়েছে তা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

৮ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সর্ব প্রথম উপাচার্য বাংলা ভাষায় অভিভাষণ দেন। "শিক্ষাবিদ পুলিশ হতে পারে না"। এই বাণীতে স্বাক্ষর করে একদিন যিনি সরকারী হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আসন হতে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন সেই শিক্ষাবিদ ডঃ মাহমুদ হোসেন সমাবর্তনে সগৌরবে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী যখন আবেগ জড়িত কন্ঠে বাংলায় তাঁর ভাষণ পাঠ করেন তখন অনুষ্ঠানে সমবেত অনেককেই অশ্রু বিগলিত দেখা যায়।

এই সর্ব প্রথম, উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের মত অনুষ্ঠানে ছাত্র বন্দীদের মুক্তিদানের আহবান জানান এবং ইতিহাসে সর্বপ্রথম ছাত্রদের আপোষহীন সংগ্রামকে অভিনন্দিত করেন। এ অনুষ্ঠানে যোগদানকারী আচার্য প্রাদেশিক গভর্নর ভাইস এডমিরাল আহসান বলেন যে, জীবন হতে বিচ্ছিন্ন শিক্ষা জাতিকে লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করে না।

১১ই মার্চ সৈয়দপুরে এক বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনে প্রতিবন্ধককারী শক্তিগুলোকে প্রতিহত করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। স্বায়ত্তশাসন ছিল না বলেই আমরা উন্নয়ন ক্ষেত্রে অবহেলিত। এই জন্যই প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে। আমরা চাই আমাদের সম্পদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব। চাই ন্যায্য অংশ। পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ

জন্য নয় বরং শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য। এ নির্বাচনেই প্রমাণিত হবে যে বাঙ্গালী, বেলুচ, সিন্ধী ও পাঠানেরা নিজেদের অধিকার রক্ষাকারী শাসনতন্ত্র চায় কিনা।

এবারের ফেব্রুয়ারীর একুশ আসে ভিন্ন ধর্মী সাজ নিয়ে আপোষহীন নিরলস সংগ্রাম এবং প্রবঞ্চক, শঠ, কুচক্রী ও ষড়যন্ত্রকারীর বিরুদ্ধে বঞ্চিত অধিকার হারা মানুষের তেজোদীপ্ত অপরাজেয় সংগ্রামের শপথ নিয়ে। একুশ আসে ১৮ বছরের হৃদয়তন্ত্রীতে সেই সংগ্রামী ঝংকারের অনুরণন নিয়ে। এবার একুশ আসছে যেন শপথের দুর্জয় চেতনা উড়ায়ে। শহীদ মিনারের কঠিন শিলার পাদদেশে লক্ষ লক্ষ বজ্র কঠিন মুষ্টিবদ্ধ হাতের বজ্রকঠিন শপথে কামান বন্দুক তথা নির্যাতনের যন্ত্র এবার বোবা হয়ে পড়ে। সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, সালাউদ্দিন 'বায়ান্নর' এই সুর্য সৈনিকদের রক্তে রাজপথের ধুলায় যে বাণী স্বাগরিত হয়েছে আজ তা কোটি কণ্ঠে সোচ্চার। এবার ঐতিহাসিক এ দিনটি বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে অত্যন্ত ভাবগম্ভীর ও প্রশান্ত পরিবেশে ও পবিত্রতার সঙ্গে উদযাপিত হয়। ১৮ বছরের প্রতিক্রিয়াসমূহ যেন পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় ও টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। সরকারও এ দিন সরকারী ছুটি ঘোষণা করে।

রাজনৈতিক কর্মকান্ড উন্মুক্ত হওয়ার পর পল্টন ময়দানে জামায়াত ইসলাম ও জনতার মধ্যে প্রচন্ড সংঘর্ষের পর ৬ দফা ও ১১ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দল পি ডি পি, মুসলীম লীগ, জামায়েতে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম প্রভৃতি রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষে পল্টন ময়দান বা দেশের অন্যান্য স্থানে সুষ্ঠুভাবে জনসভা করা সম্ভব হয় নি। প্রায় প্রতি জনসভাই জনতা ভন্ডুল করে দেয়।

পল্টনে আয়োজিত পি ডি পির জনসভায় পি ডি পি নেতা সালাম খানের প্রারম্ভিব বক্তৃতাকালেই জনতা ৬ দফা ডিন্দাবাদ, শেখ মুজিব জিন্দাবাদ, নুরুল আমীনের কল্লা চাই, জাগো জাগো বাঙ্গালী জাগো ধ্বনিতে বক্তৃতা মঞ্চ দখল করে ফেলেন এবং জনসভা পন্ড হয়ে যায়। পি ডি পি'র কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও আহত হন।

২৭ শে ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রামে পি ডি পি'র জনসভা জনতা পন্ড করে দেয়। জনতা সভামঞ্চ ও পি ডি পি'র অফিসে অগ্নিসংযোগ করে। নূরুল আমীন সভা মঞ্চ হতে

ত্বরিত মিসকা হোটেলে প্রত্যাবর্তনের পর বিক্ষুব্ধ জনতা হোটেল ঘেরাও করে হামলা চালায়।

এরূপ পল্টন ময়দানে মুসলীম লীগের জনসভায় জনসমাগম দেখে মুসলীম লীগের নেতারা বেশ খুশী হন। মুসলীম লীগ নেতা ফজলুল কাদের চৌধুরী দেরীতে সভা মঞ্চে এসে বক্তব্য শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই জনতা প্রহারারত পুলিশ বেষ্টনী ভেঙ্গে মঞ্চ দখল করে ফেলেন। ফজলুল কাদর চৌধুরী জনতার ইষ্টক বর্ষণের মধ্যে কোন রকমে সেখান থেকে সরে যেতে সক্ষম হন।

৭ই মার্চ কুষ্টিয়ায় বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, নির্বাচনের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জিত না হলে তার দল গণ আন্দোলন শুরু করবে। গত ২২ বছরে প্রদেশের উপর যে আচরণ করা হয়েছে তা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

৮ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সর্ব প্রথম উপাচার্য বাংলা ভাষায় অভিভাষণ দেন। "শিক্ষাবিদ পুলিশ হতে পারে না"। এই বাণীতে স্বাক্ষর করে একদিন যিনি সরকারী হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আসন হতে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন সেই শিক্ষাবিদ ডঃ মাহমুদ হোসেন সমাবর্তনে সগৌরবে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী যখন আবেগ জড়িত কণ্ঠে বাংলায় তাঁর ভাষণ পাঠ করেন তখন অনুষ্ঠানে সমবেত অনেককেই অশ্রু বিগলিত দেখা যায়।

এই সর্ব প্রথম, উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের মত অনুষ্ঠানে ছাত্র বন্দীদের মুক্তিদানের আহবান জানান এবং ইতিহাসে সর্বপ্রথম ছাত্রদের আপোষহীন সংগ্রামকে অভিনন্দিত করেন। এ অনুষ্ঠানে যোগদানকারী আচার্য প্রাদেশিক গভর্নর ভাইস এডমিরাল আহসান বলেন যে, জীবন হতে বিচ্ছিন্ন শিক্ষা জাতিকে লক্ষ্যে পৌছাতে সাহায্য করে না।

১১ই মার্চ সৈয়দপুরে এক বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ''আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনে প্রতিবন্ধককারী শক্তিগুলোকে প্রতিহত করার মতো যথেষ্ট ক্ষমতা আমাদের রয়েছে। স্বায়ত্তশাসন ছিল না বলেই আমরা উন্নয়ন ক্ষেত্রে অবহেলিত। এই জন্যই প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটিয়াছে। আমরা চাই আমাদের সম্পদের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব। চাই ন্যায্য অংশ। পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ

ছিনাইয়া নেওয়ার বাসনা আমাদের নাই। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় তহবিলে অর্থ প্রদান করিব। আমরা শোষণ অবসান করিতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।''

১৫ই মার্চ সুনামগঞ্জে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ''যত বড় ফ্যাসীবাদী শক্তি হোক না কেন ন্যায্য অধিকার কায়েমের জন্য জনগণের আন্দোলনকে তাহারা দাবাইয়া রাখিতে পারিবে না। জনগণের ন্যায্য দাবী আদায় ও জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নিরসনের ক্ষমতা কাহারো নাই। পাকিস্তানেও ইহার কোন ব্যতিক্রম হইবেনা।''

২০ শে মার্চ ইকবাল হল মাঠে ছাত্রলীগ সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শেষ পর্যন্ত ২৬ জন ছাত্রের (তাহাকে সহ) সকলের উপর হইতে বহিষ্কারাদেশ বাতিল করলেও তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডিগ্রী লাভে ইচ্ছুক নন। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাহাকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করিয়াছিলেন। যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এরূপ অন্যায় করতে পারেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ডিগ্রী গ্রহণ সঙ্গত নয়।'

২১ শে মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোর বিমান বন্দরে মওলানা ভাসানী আল্লাহর নামে সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং সাগর ও ভূগর্ভের যাবতীয় সম্পদ সরকারী হস্তে গ্রহণ করে উহা পাকিস্তানের বারো কোটি লোকের মধ্যে তাদের চাহিদা অনুযায়ী বন্টনের আহবান জানান। তিনি বলেন, একটি পয়সাও ব্যক্তিগত সম্পত্তি রাখা উচিত্ নয়। সমুদয় সম্পদ জাতীয়করণ করা হলে সব কিছুই আল্লাহর সম্পত্তি। উহাতে প্রাদেশিকতা ও স্বজনপ্রীতি অবসান ঘটবে। জনসাধারণ তাদের দাবী অনুসারে ইসলামী সাম্যবাদের পরিপূর্ণ প্রয়োগ না হওয়া পর্যন্ত সন্তুষ্ট হবেন না বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, সেক্রেটারী, কমিশনার বা ডেপুটি কমিশনার যে যেমন সরকারী, কর্মকর্তাই হোন না কেন, তিনি আল্লাহর একজন ভৃত্য। আমলাতন্ত্র আল্লাহর নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলে আমরা সমাজতন্ত্র কায়েম করে তাদের ধূলিকণাসমূহ অবনত করব।

২৩শে মার্চ রাওয়ালপিন্ডি রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক আকর্ষণীয় কুচকাওয়াজে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, 'পাকিস্তানের দুই অংশের জনগণ ধর্ম, জাতীয়তা ও ইতিহাসের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান একই দেশের দুইটি অংগ। পৃথিবীর কোন শক্তিই একটিকে অপরটি হইতে পৃথক করিতে পারে না।'

২৮ শে মার্চ জাতির উদ্দেশে বেতার ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৫টি আইনগত নির্বাচনী কাঠামো জারি করেন। জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ সমূহের আসন সংখ্যা ঘোষণা করেন।

জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা

	সাধারণ	মহিলা
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭
পাঞ্জাব	৮২	৩
সিন্ধু	২৭	১
বেলুচিস্তান	৪	১
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৮	১
উপজাতীয় এলাকা	৭	–
মোট আসন সংখ্যা	৩০০	১৩

প্রাদেশিক পরিষদগুলোতে আসন সংখ্যা

	সাধারণ	মহিলা
পূর্ব পাকিস্তান	৩০০	১০
পাঞ্জাব	১৮০	৬
সিন্ধু	৬০	২
বেলুচিস্তান	২০	১
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৪০	২

প্রেসিডেন্ট কর্তৃক ঘোষিত ৫টি আইনগত কাঠামো নির্দেশের মধ্যে যেটির ফলে পরিষদের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে সন্দেহের সৃষ্টি হয় তা হলো জাতীয় পরিষদ কর্তৃক প্রণীত এবং পেশকৃত শাসনতন্ত্র অনুমোদনের জন্য প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠানো হবে। প্রেসিডেন্ট যদি অনুমোদন না করেন তা হলে জাতীয় পরিষদ বিলুপ্ত হবে। মওলানা ভাসানী এই আইনগত কাঠামো নির্দেশের ফলে এই মর্মে নির্বাচন বর্জনের হুমকী প্রদান করেন যে, প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদ যদি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে ঘোষিত না হয় তা হলে তার দল নির্বাচন বয়কট করবে।

আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ (ওয়ালী) তাদের প্রতিক্রিয়ায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতামতের প্রতি মর্যাদা প্রদানের জন্য গণ পরিষদের সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা বিধান কল্পে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রতি আইনগত কাঠামোর নির্দেশ সংশোধনের জন্য আহবান জানান। তারা বলেন, ''আইনগত কাঠামো নির্দেশে এমন কতিপয় ধারা সংযোজিত করা হয়েছে যা গণতন্ত্রের পরিপন্থী।" আবার দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রতিক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট–এর এই আইনগত কাঠামো নির্দেশকে স্বাগত জানান।

৩০ শে মার্চ মুন্সিগঞ্জে জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, দেশের ভবিষ্যতের শাসনতন্ত্রে অবশ্যই পূর্ব পাকিস্তান হইতে বিনা অনুমতিতে সম্পদ স্থানান্তরের উপর নিষেধাজ্ঞার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪ঠা এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "প্রাদেশিক সরকারের পূর্ব অনুমতি ব্যাতীত জনগণ একটি কপদর্কও বাংলাদেশ হইতে পাচার করিতে দিবে না।"

৫ই এপ্রিল শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ইসলাম ও আঞ্চলিক ধুয়া তুলে পূর্ব বাংলার উপর আর কোন শোষণ চালানো যাবে না। তিনি ধর্ম ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবারআহবানজানান।

৭ই এপ্রিল রাজারবাগ জনসভায় শেখ মুজিব বলেন, "নির্বাচন হইবে কিনা, তাহা বড় কথা নয়। যে কোন সময় আমি পুনরায় সংগ্রামের ডাক দিতে পারি।"

৯ই এপ্রিল বাগেরহাট জনসভায় তিনি বলেন, ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে দেশকে শক্তিশালী করার জন্য তাঁদের সংগ্রাম। তিনি আরো বলেন, ৬ দফার লক্ষ্য হচ্ছে দেশ হতে শোষণের অবসান ঘটানো।

১১ই এপ্রিল মঠবাড়িয়ায় (বরিশাল) শেখ মুজিব জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেশরক্ষা বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব দাবী করেন।

এক বিশাল জনসভায় শেখ মুজিব ঘোষণা করেন, "মিথ্যা বলিয়া কোন লাভ নাই। আমি পুনরায় ওয়াদা করিতেছি, আওয়ামী লীগ কোরআন ও সুন্নাহ র বিরুদ্ধে কোন আইন প্রণয়ন করিবে না। আমি লা ইলাহা ইল্লালহে বিশ্বাসী। আমার সম্মুখে কেহ যদি মসজিদে অগ্নি সংযোগ করে তবে তাহাকে হত্যা করিতে দ্বিধা বোধ করিব না।"

১৮ই এপ্রিল খুলনায় জনসভায় অধ্যাপক গোলাম আজম আগরতলা মামলাকে পুনরুজ্জীবিত করার আহবান জানান। এতে শ্রোতামন্ডলীর এক বিরাট অংশ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেন এবং বিরূপ ধ্বনি দিতে থাকেন। জামায়াত এর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর চেষ্টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। গোলাম আজম এই সভায় ন্যাপকে ইসলামের ঘোরতর শত্রুরূপে আখ্যায়িত করেন। কেবলমাত্র কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক আইন প্রণয়নের খাতিরে জামায়াত ক্ষমতা লাভের প্রয়াসী।

২২শে মে ঢাকার শহরতলী পোস্তগোলায় পুলিশ ও শ্রমিকদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী এক সংঘর্ষে পুলিশের গুলীতে ১১ ব্যক্তি নিহত ও চার শতাধিক লোক আহত হয়। বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের হাতে ঢাকার অতিরিক্ত সিটি এস পি ফজলুর রহমানও ঘটনাস্থলে মারা যান। পুলিশ বাহিনী বিক্ষুব্ধ শ্রমিকদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য ৮৭ রাউন্ড গুলী ছুড়ে। শ্রমিকরাও ঢাল, তলোয়ার ও ইটপাটকেল নিয়ে পুলিশ বাহিনীর উপর আক্রমণ চালায়। পুলিশ গাড়িতে করে কিছু সংখ্যক হতাহতদের ঢাকা কমিশনার অফিস প্রাঙ্গণে নিয়ে আসে এদের হাসপাতালে পাঠানোর পরিবর্তে উক্ত অফিস প্রাঙ্গণে পুলিশ আহতদের উপর পুনরায় লাঠিচার্জ ও মারধোর করতে থাকে। অল্প সময়ের মধ্যে এ খবর ঢাকা শহরে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লে ছাত্ররা মেডিক্যাল কলেজের দিকে ছুটে আসে। আমি ও ডাকসুর সহসভাপতি আ স ম আব্দুর রবের নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক ছাত্রের সঙ্গে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যাই। লাশের স্তূপ ও অসংখ্য আহত শ্রমিকদের দেখে মনে হচ্ছিল কোন যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিহত ও আহত সৈনিক পড়ে আছে। সিটের অভাবে আহতদের মেঝেতে ও বারান্দায় সীট দেয়া হয়। আ স ম আব্দুর রব প্রয়োজনীয় রক্ত

দেয়ার জন্য ছাত্রদের অনুরোধ জানান। নিহত ও আহতদের এই ভয়াবহ চিত্র ছাত্র ও জনতাকে বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন করে তোলে। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সংগে আলোচনার পর আ স ম আব্দুর রব ২৩ শে মে ঢাকা শহরে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ও বিকেলে পল্টন ময়দানে জনসভা আহবান করেন।

২৩ শে মে বিক্ষুব্ধ নগরবাসী পূর্ণ হরতাল পালন করেন। সমস্ত রাজধানী শহর একটি মিছিলের নগরীতে পরিণত হয়। বিকেলে পল্টন ময়দানে ডাকসুর সহ-সভাপতি আ স ম আব্দুর রবের সভাপতিত্বে সর্ব দলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় আগামী তিনদিনব্যাপী শোক দিবস পালনের ঘোষণা দেয়া হয়।

এরপর খুলনাসহ দেশের অন্যান্য কয়েকটি স্থানে পুলিশ ও শ্রমিকদের মধ্যে সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন শ্রমিক মারা যায় এবং শতাধিক আহত হয়। দেশের এরূপ বিরাজমান পরিস্থিতি দেখে ৬ই জুন স্থানীয় হোটেল ইডেনে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা করেন যে, "শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের পথ রুদ্ধ হইলে জনগণ চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"

১৯৭০ সনের ৭ই জুন পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধুকে ছাত্রলীগের তরফ থেকে মার্চ পাস্টে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। ছাত্রলীগের চরমপন্থীরাই এর উদ্যোক্তা। যেহেতু প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্রলীগের কর্মী এ গ্রুপে ছিলো সেহেতু মার্চ পাস্টের প্রধান দায়িত্ব পালন করেন তারাই।

মার্চ পাস্টের উদ্দেশ্যে সবুজের মধ্যে লাল উদীয়মান সূর্য, তার মধ্যে সোনালী পূর্ব বাংলা- এরূপ একটি পতাকা তৈরী করা হয়। এ পতাকার ডিজাইনও শেরে বাংলা হলেই ৪০১ নং কক্ষে আমরা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন, সিরাজুল আলম খান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যানয়ের ২/১ জন ছাত্র মিলেই করি। এ উদ্দেশ্যে সবুজ রঙের লাল বোর্ডারের টুপিও তৈরি করা হয়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের টুপিগুলো তৈরি করার জন্যে দায়িত্ব পড়ে আমার উপর। জুন মাসের ৪/৫ তারিখেই এ টুপিগুলো তৈরি করা হয়। ৬ই জুন রাতে পতাকাটি তৈরি করে এনে নূরুল আম্বিয়া আমার হাতে দেন। আমি পতাকাটি বহনের জন্যে একটি লাঠির ব্যবস্থা করলাম। আমার এক ঘনিষ্ট বন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষের ছাত্র মোঃ আব্দুর রহিম এটমিক এনার্জি কমিশনে থিসিজ করতে এসে আমার রুমে থাকতেন। এ রাতে তিনি আমার হাতে এরূপ একটি পতাকা দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি একজন ছাত্রলীগের কর্মী বলে আগে

থেকেই ৭ই জুন মার্চপাস্টে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ৭ই জুন সকাল বেলা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের হতে ছাত্রলীগের মিছিল প্রথমে শহীদ মিনারে যায়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্ররা সাদা সার্ট, সাদা প্যান্ট এবং ঐ টুপি মাথায় পরে মিছিলে অংশ নেয়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হতে শহীদ মিনার পর্যন্ত ছাত্রলীগ কর্মীদের মুরুব্বি হিসেবে পতাকাটি উড্ডয়ন অবস্থায় বহন করি আমি। শহীদ মিনারে ছাত্রলীগের ছাত্রদের বেশ সমাগম হয় এবং জয় বাংলা স্লোগানে শহীদ মিনার এলাকা মুখরিত হয়। সেখান থেকে মিছিল পল্টনে চলে যায়। এরপর পতাকা বহনকারীর কথা আমার আর স্মরণ নেই।

পল্টন ময়দানে সুশৃঙ্খল সারিবদ্ধভাবে ঐ পতাকায় মার্চপাস্টে বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন জ্ঞাপন করা হয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর চিরাচরিত পোশাকেই পল্টন ময়দানের পূর্ব দিকে সামান্য উঁচুতে পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে সবার অভিবাদন গ্রহণ করেন। তাঁর মাথায়ও ছিল ছাত্রলীগের সেই টুপি। ছাত্রলীগের মিছিলগুলো পল্টনের দক্ষিণদিক থেকে মঞ্চে বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন জানিয়ে উত্তর দিকে যাচ্ছিল। বঙ্গবন্ধু সবার অভিবাদন গ্রহণ করেন। এ মার্চপাস্টে ওবায়দুর রহমানও ঐ টুপি পরিহিত অবস্থায় বঙ্গবন্ধুর পাশে একটু পিছনে দাঁড়িয়ে থাকেন। ছাত্রলীগের চরমপন্থীরা এ সময় ওবায়দুর রহমানের উপস্থিতি মোটেই মেনে নিতে পারছিলেন না তবে এমন পরিস্থিতিতে তেমন প্রতিবাদও হয়নি।

মার্চপাস্টের পর অনেকগুলো টুপি এবং পতাকাটি গচ্ছিত অবস্থায় আবার বহন করে আমাকেই আনতে হয়। এ দিনই বন্ধুবর আবদুর রহিম রুমে ফিরে এসে পশ্চিম পাকিস্তানে তার এক আত্মীয় ঊর্ধ্বতন সামরিক অফিসার এর নিকট সমস্ত মার্চপাস্ট এবং পতাকার বিশদ বিবরণ দিয়ে একটি চিঠি লেখেন। সে চিঠি আমাকে পড়ে শোনালে আমি তাকে বললাম এটা যে স্বাধীন বাংলার পতাকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, পশ্চিমারা এ খবর জেনে গেছে। চিঠি সেন্সর হলে তার অসুবিধা হতে পারে। রহিম কোন চিন্তা না করে চিঠিটা ডাকে পাঠিয়ে দিলেন। বেশ কিছু দিন পর দরকারে একটি পুরানো কাপড় খুঁজতে ৪০১ নং রুমে আন্বিয়াদের ওখানে গেলাম। পুরাতন কাপড় খুঁজতেই আন্বিয়ার আলমারী থেকে ঐ পতাকা বের করলাম এবং শ্রদ্ধাভরে আবার রেখে দিলাম।

এদিন অপরাহ্নে শ্যামল বাংলায় দুঃখের অশ্রু বৃষ্টির ধারায় বর্ষিত হওয়ার মধ্যে অমর ৭ই জুন স্মরণে রেসকোর্স ময়দানে অসীম জন সমুদ্রে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান গগণ বিদারী করতালির মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর দলের নির্বাচনী প্রচার অভিযান শুরু করার কথা ঘোষণা করেন। শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে ঘোষণা করেন যে, আগামী নির্বাচন মূলতঃ ৬ দফা তথা স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে গণ ভোট। এ নির্বাচন বানচাল করা হলে প্রতিশোধ আন্দোলন শুরু করা হবে। আওয়ামী লীগ প্রধান রাজনৈতিক ইতিহাসের এই বৃহত্তম জন সমাবেশে নিজদলীয় ঘোষণাপত্রও আনুষ্ঠানিকভাবে জন সাধারণের নিকট পেশ করেন। অপরাহ্ন ৩টা ৪৫ মিনিটে শেখ মুজিবুর রহমান মঞ্চে আরোহণ করলে সমগ্র জনতা বিস্ফোরিত আগ্নেয়গিরির মত স্লোগানের ধ্বনিতে ফেটে পড়ে। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর ৬ দফার প্রতীক ৬টি কবুতর উড়ায়ে মাইকের মুখো-মুখি এসে দন্ডায়মান হন এবং ১৯৬৬ সনের ৬ই জুন হতে ১৯৬৯ সনে পর্যন্ত বিভিন্ন গণআন্দোলনে পুলিশের গুলীতে নিহত ৮৪ জন শহীদের নাম ঘোষণা করেন। শহীদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। দীর্ঘ সোয়া এক ঘন্টা বক্তৃতা শেষে শেখ মুজিব বলেন, 'জয় বাংলা' কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী স্লোগান নয়। তিনি ঘোষণা করেন, 'জয় সিন্ধু' জয় বেলুচিস্থান, 'জয় সীমান্ত প্রদেশ' 'জয় পাঞ্জাব মিলেই "জয় পাকিস্তান"। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহুআকবার, ৬ দফা, ১১ দফা জিন্দাবাদ, জাগো বাঙ্গালী জাগো, পশ্চিম পাকিস্তানের গরীব জনতা জাগো ধ্বনির মাধ্যমে বক্তব্য শেষ করেন।

জেনারেল ইয়াহিয়াই একজন প্রথম প্রেসিডেন্ট যিনি জনতার প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সকল রাজনৈতিক দল বা সংগঠন এর উর্ধ্বে থেকে সাধারণ নির্বাচন দেন। এবং নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তান টেলিভিশন সার্ভিস ও রেডিও পাকিস্তানের মাধ্যমে রাজনৈতিক সম্প্রচার শীর্ষক বক্তৃতামালা প্রচারের আয়োজন করেন। সবগুলো প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের নেতাদের জাতির উদ্দেশ্যে নিজ নিজ রাজনৈতিক মতামতের উপর ভাষণ দিতে অনুরোধ জানানো হয়।

পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান, ২৮ শে অক্টোবর ১৯৭০ সনে বেতার ও টিভিতে এই প্রথম ভাষণ দেন। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য তাঁর ভাষণ যথাক্রমে বাংলা এবং ইংরেজীতে রেকর্ড করে প্রচার করা হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান এই ভাষণে পূর্ব বাংলাকে ২৩ বছর ধরে পাকিস্তানের শোষণের চিত্র তুলে ধরেন।

তাঁর এই বক্তব্যের মধ্যে দিয়েই সমগ্র বাংগালী জাতি রাজনৈতিক দিক দিয়ে আরও বেশী সচেতন হয়ে উঠেন। তাছাড়া "পূর্ব বাংলা শ্মশান কেন?" এই ঐতিহাসিক পোস্টারটি আওয়ামী লীগ ও ছাত্র লীগের কর্মীগণ যেভাবে গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, বন্দরে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয় তা এক অভাবনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংগালী জাতীয়তাবাদের আদর্শে সমগ্র বাংগালী জাতি 'যেন তখন এক হয়ে গেল।

বর্ষিয়ান নেতা মওলানা ভাসানী ৫ই নভেম্বর টিভি ও রেডিওর মাধ্যমে অলিখিত ভাবেই তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তাঁর ভাষণে জনগণ যা আশা করেছিলেন সত্যিকার অর্থে তা প্রতিফলিত হয় নি।

১১ই নভেম্বর ১৯৭০ মধ্যরাতে ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ নেমে আসে বাংলার উপকূলীয় জেলাগুলোতে। প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ এবং অসংখ্য পশু পাখী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের জানার আগেই উন্নত দেশগুলো স্যাটেলাইট এর মাধ্যমে এ মহাপ্রলয়ের ছবি এবং সংবাদ বিশ্বব্যাপী প্রচার করে। পাকিস্তান সরকারের ত্রাণ তৎপরতার পরিকল্পনা ঘোষণার আগেই বিদেশী সংস্থাগুলো বিধ্বস্ত মানুষের সাহায্যার্থে তাদের ত্রাণ কর্মসূচী নিয়েএগিয়েআসেন।

বিপদগ্রস্থ মানুষের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মওলানা ভাসানীসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এবং বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কর্মীবৃন্দ। বঙ্গবন্ধু ত্রাণ সামগ্রীসহ ন'দিন ধরে দুর্গত এলাকা প্রত্যক্ষভাবে সফর করেন।

৭ই ডিসেম্বর ১৯৭০ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সর্বপ্রথম প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবারই জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেশের বিভিন্ন প্রদেশগুলোর মধ্যে আসন বন্টন করা হয়। মোট ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯০টিতে ৭ই ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসে বিধ্বস্ত পূর্ব পাকিস্তানের উপকূলীয় ৯টি আসনে নির্বাচন স্থগিত রাখা হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের একজন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। ২৫টি রাজনৈতিক দলের মোট ১৫৫৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় ২টি এবং ফরিদপুরে একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে ১৫৩টি আসনের মধ্যে ১৫১টি আসনেই বিপুল ভোটে জয় লাভ করে। অপর ২টি আসন লাভ করেন নূরুল আমীন খান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজা, রাজা ত্রিদিব রায়।

খাজা খয়েরুদ্দীন, ফজলুল কাদের চৌধুরী, ফরিদ আহম্মদ, ওয়াহিদুজ্জামান, কাজী কাদের, অধ্যাপক গোলাম আজম, সবুর খান প্রমুখ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাগণ আওয়ামী লীগের নেতাদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেন। পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস পার্টি এক বিরাট সাফল্য অর্জন করে। পিপলস পার্টি মোট ৮৩টি আসনে জয় লাভ করে। বাকী অন্যান্য ৮ দল মাত্র ৪৪টি আসনে জয় লাভ করে। ঐ নির্বাচনে গোপালগঞ্জে ওয়াহিদুজ্জামান ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, নির্বাচনে তাকে হারাতে পারলে তিনি হাতে চুড়ি পরে রাজনীতি ছেড়ে দিবেন। দুঃখের বিষয় নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়। বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ এরূপ নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে জয়যুক্ত হবে পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী উহা চিন্তাও করতে পারে নি। তাদের ধারণা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও কেন্দ্রে সরকার গঠন করার মতন সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। তাই পূর্বের ন্যায় পূর্ব পাকিস্তান হতে কিছু সংখ্যক নির্বাচিত সদস্যকে হাত করে পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠদল অনায়াসে কেন্দ্রে সরকার গঠন করতে পারবে কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে তাদের সমস্ত হিসেব ওলট পালট হয়ে যায়।

জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের পরই ১০ ডিসেম্বর বঙ্গবন্ধু আবারও ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে চট্টগ্রামে রওয়ানা দেন। এ সময়ে চট্টগ্রামে এক রহস্যময় দুর্ঘটনা ঘটে। বঙ্গবন্ধুর মোটর বহরের যাত্রী চট্টগ্রাম সিটি কলেজের ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি হারুন গোয়েন্দা পুলিশের জীপের ধাক্কায় নিহত হয়।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের বিপুল সাফল্যে ১১ই ডিসেম্বর ১৯৭০ ইং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে এক তারবার্তা পাঠান। ১৯৭০ এর ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ৩০০ টি

আসনের মধ্যে ২৭৯টিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ঘূর্ণিদুর্গত এলাকার আসনগুলোর নির্বাচন সাময়িকভাবে স্থগিত থাকে। উক্ত নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ ২৭৯টি আসনের মধ্যে ২৬৮টি আসন লাভ করে। বাকী এগারটি আসনের মধ্যে কিশোরগঞ্জে পি ডি পি পায় ২টি, বগুড়ায় জামায়াত পায় ১টি, স্বতন্ত্র প্রার্থী ৬টি আসন লাভ করে, ন্যাপ (ওয়ালী) এবং নেজাম ইসলাম একটি করে আসন পায়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাতা মুসলীম লীগ ২৩ বছরের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে ঐ নির্বাচনে সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ হয়ে যায়।

ছলে বলে কৌশলে আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত কয়েকজন সদস্যকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী সরিয়ে নিতে পারে, এ আশংকায় ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত অঞ্চলের প্রাদেশিক পরিষদের ১৮টি এবং জাতীয় পরিষদের ৯টি আসনের স্থগিত নির্বাচন নির্ধারিত ১৭ই জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই ৩রা জানুয়ারী ১৯৭১ ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল নৌকা মঞ্চে অন্তবিহীন জনসমুদ্রের সম্মুখে বঙ্গবন্ধু জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নব নির্বাচিত আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

সভামঞ্চে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা এবং ১১ দফার প্রতীক হিসেবে ৬টি এবং ১১টি কবুতর উড়িয়ে দেন। ঐ জনসমাবেশে আওয়ামী লীগ কর্মী ও নেতাদের প্রভাব এবং প্রতিপত্তিই প্রাধান্য পায় বেশী, ছাত্রলীগ কর্মী বা নেতাদের তেমন কোন প্রভাব লক্ষ্য করা যায় নি। তবে ছাত্রলীগ চরম জাতীয়তাবাদী পন্থীরা সেখানে চুপ করে বসে থাকে নি। তাদের সব সময় ধারণা ছিল, ৬ দফার ভিত্তিতে পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী কোন দিনই আওয়ামী লীগ–এর হাতে ক্ষমতা দেবে না, আর আওয়ামী লীগ ৬ দফা ছাড়া ক্ষমতায় গেলে পশ্চিমারা ৬ মাসও ক্ষমতায় রাখবে না। সিরাজুল আলম খানের মুখে এ কথা অনেকবারই শুনেছি এবং বঙ্গবন্ধু এ ব্যাপারে বিশেষ সচেতন বলেও তিনি উল্লেখ করেছেন। এই অন্তবিহীন জনসমুদ্রে ছাত্রলীগ চরম জাতীয়তাবাদীরা ৭ই জুন যে পতাকা দ্বারা বঙ্গবন্ধুকে পল্টনে অভিবাদন জানায়ন সেই পতাকা বহন করে একটি ক্ষুদ্র মিছিল 'জয় বাংলা' ধ্বনিতে সমস্ত রেসকোর্স ময়দান মুখরিত করে তুলে। এই দিন পতাকাটি বহন করে হাসানুল হক (ইনু)। এ মিছিলে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

ঢাকায় সর্ববৃহৎ এ জনসমাবেশে ১৫১ জন জাতীয় পরিষদের এবং ২৬৮জন প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করার পর বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ একটি নীতি নির্ধারণী ভাষণ দেন। একদিকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ,অন্য দিকে স্বাধীনতার পতাকাবাহী জয় বাংলা ধ্বনিতে মুখরিত মিছিল– উভয় দিকেই জনগণের সমান দৃষ্টি। এ সভাতে নীতি নির্ধারণী ভাষণে যমুনা নদীর উপর সেতু হবে বলে বঙ্গবন্ধু উল্লেখ করেন। বঙ্গবন্ধুর এ উক্তিতে উত্তর বংগের লোক হিসেবে আমি কিছুটা খুশী হই। উহা দেখে নূরুল আম্বিয়া মৃদু হাসল। আওয়ামী লীগের অনেক নেতা ও কর্মী এ মিছিলটিকে তেমন ভাল চোখে না দেখলেও ঐ ক্ষুদ্র মিছিলটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ, কেননা যেখানে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিরাট বিজয়ের মধ্যে পাকিস্তানের মসনদ দখল করতে যাচ্ছে আর সেখানে তারই একটি অংশ বাংলাকে স্বাধীন করার জয় ধ্বনি গেয়ে বেড়াচ্ছে। পরের দিন অনেক পত্র পত্রিকাতেও মিছিলটির খবর গুরুত্ব সহকারে ছাপা হয়। অনেক পত্রিকায় মন্তব্য ছিল 'এরা কারা?'

১৯৭১ এর ৪ঠা জানুয়ারী ঢাকার রমনা গ্রীনে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের ২৩ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ছাত্রলীগের সভাপতি নূরে আলম ছিদ্দিকী। প্রাক্তন ছাত্র নেতৃবৃন্দ, ছাত্রলীগ কর্মী ছাড়াও বহু সংখ্যক শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদগণ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন। সেদিন ডঃ কামাল হোসেনকে বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহচর হিসেবে দেখা যায়। তিনি বঙ্গবন্ধুর বৈদেশিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেন বলে অনেকে বলাবলি করেন ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিগত ২৩ বৎসরে এমন মনোরম এবং সুন্দর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আর কোন দিন হয় নি। অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার পূর্বে ছাত্রলীগ চরম ও নরমপন্থীদের মধ্যে শ্লোগানের বাকযুদ্ধ হলেও বঙ্গবন্ধুর আগমনে তা থেমে যায়।

১৯৭১ এর ৮ই জানুয়ারী ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের নিকট থেকে শুনতে পেলাম ৭ই জানুয়ারী রাতে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জন্য নিযুক্ত এক ভাড়াটিয়া যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ঘটনা জনমনে বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুর সংগে আলোচনার জন্য ১১ই জানুয়ারী ঢাকায় আসেন। বঙ্গবন্ধুর সংগে সাক্ষাতে তিনি তাঁকে পাকিস্তানের ভাবী প্রধান মন্ত্রী

বলে সম্বোধন করেন। তারপর থেকে জনমনে ধারণা হয়, হয়তো ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমানকে ক্ষমতা দিয়েও দিতে পারেন। পত্র-পত্রিকাগুলোতেও উক্ত খবরটি বেশ ফলাও করে ছাপা হয়।

দুর্গত এলাকার জাতীয় পরিষদের ৯টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ১৮টি ও অন্যস্থানে ৩টি স্থগিত আসনে নির্বাচন ১৭ই জানুয়ারী ১৯৭১ এ অনুষ্ঠিত হয়। সবগুলো আসনেই আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। মহিলা আসনসহ জাতীয় পরিষদের সর্বশেষ নির্বাচনী ফলাফল দাঁড়ায় নিম্নরূপঃ আওয়ামী লীগ-১৬৭, পিপলস পার্টি-৮৮, স্বতন্ত্র-১৪ এবং অন্যান্য সব দল মিলে ৪৪টি। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের এ বিপুল বিজয়ে মওলানা ভাসানী, নুরুল আমীন খান, আতাউর রহমান খান, গোলাম আজমসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগ প্রধানকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানান।

নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সারা দেশে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করলেও তা বানচাল করার জন্য কতিপয় পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। তাদের চাপে সামরিক সরকারও জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অহেতুক বিলম্ব করেন এবং নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সরকারের এ অযৌক্তিক মনোভাবের তীব্র প্রতিবাদ করেন; এর পরেও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহবান জানান।

দেশের এরূপ বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ শাসনতান্ত্রিক কাঠামো নিয়ে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সংগে আলোচনার জন্য পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি নিয়ে ২৭শে জানুয়ারী করাচী থেকে ঢাকা আসেন। ভুট্টো এবং তার সংগীরা ঢাকা আগমনের পর পরই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান এবং তাঁর সংগীদের সংগে ভুট্টোর প্রতিনিধিদের ৩ দফা আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়। ২৯ শে জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু তাঁর বাসভবনে ভুট্টোর সংগে শেষ দফা আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের উদ্দেশে যে বক্তব্য রাখেন তাতেই বুঝা গেল বঙ্গবন্ধু ৬ দফার প্রতি অপরিবর্তনীয় মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এবং আলোচনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে। সংকট কাটানোর জন্য আরও

আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে বক্তব্য রেখে জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা ত্যাগ করেন।

নির্বাচনের পর ২য় বৃহত্তম সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পিপলস পার্টিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত না করে ক্ষমতা হস্তান্তর সহ্য করা হবে না বলে ভুট্টো হুমকী দেন। ঢাকায় আলোচনা ব্যর্থ হলে ভুট্টো প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন এবং পশ্চিম পাকিস্তান ফিরে গিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করে ঢাকা বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। তাঁর বিরোধিতার কারণেই জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার সুপারিশ সত্ত্বেও ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করা হল না।

ইতিমধ্যে দু'জন কাশ্মিরী যুবক কোরেশী হাসেম এবং আশরাফ কোরেশী শ্রীনগর থেকে দিল্লীগামী ভারতীয় একটি ফোকার বিমান 'গংগা' গতিপথ পরিবর্তন করে জোরপূর্বক ৩১ শে জানুয়ারী লাহোর বিমান বন্দরে অবতরণ করাতে বাধ্য করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো লাহোরে যাত্রা বিরতি করে হাইজাকার যুবকদ্বয়ের নিকট গমন করেন। অতপর তিনি রাওয়ালপিন্ডি যান এবং পুনরায় ২রা ফেব্রুয়ারী লাহোর বিমান বন্দরে হাইজাকারদের সংগে মিলিত হন। হাইজাকার যুবকরা বিমানের সকল আরোহী এবং কর্মীদের বিমান থেকে ছেড়ে দেন কিন্তু বিমানটি তাদের দখলে রাখেন। তাদের দাবী অনুযায়ী বন্দী কাশ্মীরীদের মুক্তি না দেয়াতে ঐ রাতেই যুবকরা ডিনামাইট দিয়ে বিমানটি উড়িয়ে দেন। বিমানটির নিরাপত্তা বিধানে সরকারের উদাসীন এবং বিমানটি ধ্বংস করে দেবার সময় নিরাপত্তা রক্ষীরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী নেতা বিমানটি উড়িয়ে দেয়ার সমর্থন জ্ঞাপন, এরূপ বিদঘুঁটে নীতিতে বাংলার মানুষ চক্রান্তের আভাষ দেখতে পান।

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ৩রা ফেব্রুয়ারী সংবাদ পত্রে বিবৃতির মাধ্যমে বলেন, "লাহোরে ভারতীয় বিমানটি বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে শুনে আমি বিস্মিত হয়েছি। বিমানটি অপহরণ হয়তো বা একটা ঘটনা প্রবাহের পরিণতি, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে বিমানটিকে উড়িয়ে দেয়ার ঘটনা আসলেই নিন্দনীয়। এই ঘটনা না ঘটার জন্য কর্তৃপক্ষ ত্বরিত ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারতেন। জাতীয় জীবনের এই সংকট মুহূর্তে অস্বাভাবিক

পরিস্থিতির সৃষ্টির দ্বারা শুধু চক্রান্তকারী অন্তর্ঘাতীদের ঘৃণ্য উদ্দেশ্যই সফল হতে পারে। জনগণের কাছে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর বানচালের অশুভ উদ্দেশ্যে এই ঘটনার অপব্যবহার করে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টির সকল প্রচেষ্টা প্রতিহত করার জন্য জনগণকে সম্পূর্ণ সতর্ক থাকতে হবে। এ ঘটনা স্বর্থোন্বেষী মহল নিজেদের হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য অপব্যবহার করতে না পারে, সে উদ্দেশ্যে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আমি সরকারের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।"

ভারতীয় বিমান উড়িয়ে দেয়ার পর ৩রা ফেব্রুয়ারী ভারত তার আকাশ সীমার উপর দিয়ে পাকিস্তানী সামরিক বিমান চলাচল এবং পরের দিন সামরিক বেসামরিক সব ধরনের পাকিস্তানী বিমান চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। তখন পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে পাকিস্তানী বিমান চলাচল ভায়া কলম্বো হয়ে শুরু হয়।

এতকিছু সত্ত্বেও পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ হতে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের অনেক সদস্যই আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এর সংগে আলোচনার জন্য ঢাকা আগমন করেন। ৯ই ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগ প্রধান এক জনসভায় আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী কমিটির সভা আহবান করেন এবং পরের দিন ১৫ই ফেব্রুয়ারী জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দেন। এবং ৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র তৈরি করার দৃঢ় সংকল্পের কথা পুনরায় ব্যক্ত করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান আরও ঘোষণা করেন যে, আগামী পার্লামেন্টারী পার্টিতেই দলের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

ভুট্টো পিপলস পার্টিকে বাদ দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর সহ্য করা হবে না বলে হুমকী দিতে থাকেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন সভায় ৬দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনা রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতির পরিপন্থী বলে হুমকী দিতে থাকেন। প্রধানত ভুট্টোর প্রবল বিরোধিতার কারণেই সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার সুপারিশকে অগ্রাহ্য করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৩ই ফেব্রুয়ারী এক ঘোষণার মাধ্যমে ৩রা মার্চ সকাল ৯টায় ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান বিলম্বের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

দেরীতে হলেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবানকে পূর্ব পাকিস্তানের নেতাগণ স্বাগত জানান এবং শুভ পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করেন।

১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির ৬ দফা ও ১১ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্রের মূলনীতি সম্পর্কে আলোচনা হয় এবং উহার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার সিদ্ধান্তের দৃঢ় সংকল্পের কথা ঘোষণা করা হয়। আরও ঘোষণা করা হয় যে, ৬ দফা ও ১১ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনায় আওয়ামী লীগ সকল মহলকে স্বাগত জানাবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বিলম্বে হলেও জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান করায় উক্ত সভায় তা মেনে নেয়া হয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারী পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান ভুট্টো হঠাৎ পেশোয়ারে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা দেন যে, আওয়ামী লীগ ৬ দফার প্রতি নমনীয় মনোভাব পোষণ না করলে তাঁর দল ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করবে না। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আওয়ামী লীগ ইতিমধ্যেই ৬ দফা ভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনা করছে আর তা যদি শুধু অনুমোদন করতেই ঢাকার জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যেতে হয় তবে সেখানে যাওয়ার কোন অর্থ নাই।

এদিকে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ১৫ই ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগ দলীয় জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্যদের যৌথ অধিবেশনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, আওয়ামী লীগ ৬ দফা ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্র রচনা করবে 'কোন ষড়যন্ত্রের' কাছেই আওয়ামী লীগ মাথা নত করবে না। একমাত্র আওয়ামী লীগই দেশে সরকার গঠন করবে। তিনি দলীয় এম এন এ এবং এম পি–দের প্রতি যে কোন ধরনের ত্যাগ ও যে কোন পরিস্থিতিতে সংগ্রামে প্রস্তুত থাকার জন্য আহবান জানান। আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগ না দেয়া সম্পর্কিত ভুট্টোর অগণতান্ত্রিক মনোভাবের বিরুদ্ধে দেশের ৭ কোটি মানুষের ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানান। বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু হচ্ছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী ভুট্টো এক ঘোষণায় বলেন যে, ভারতের বিভ্রান্তিকর মনোভাবের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তাতে যে কোন সময় ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে পি পি পি– এর নির্বাচিত ৮৮ জন জাতীয় পরিষদ সদস্যদের ঢাকা ভ্রমণ সহজ ব্যাপার নয়। তাছাড়া আওয়ামী

লীগ যেখানে ৬ দফার ব্যাপারে আপোষ করতে রাজী নয় সেখানে ৩ রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদে পি পি পি এর যোগদান নিছক ৬ দফার অনুমোদন দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়। এমতাবস্থায় পি পি পি এর জাতীয় পরিষদের সদস্যগণ ঢাকা যেতে পারেন না।

১৯শে ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে বৈঠকের পর জুলফিকার আলী ভুট্টো রাওয়ালপিন্ডিতে এক ঘোষণায় বলেন যে, ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে পি পি পি-এর যোগদান না করার সিদ্ধান্ত "অনড় ও অবিচল"। তবে তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আওয়ামী লীগ যদি তার ৬ দফার প্রতি অনড় মনোভাব থেকে নমনীয় মনোভাব পোষণ করে, তবে তিনি তাঁর দলীয় সদস্যদের নিয়ে ঢাকায় অধিবেশনে যোগদান করতে পারেন। এই দিন প্রেসিডেন্ট তাঁর মন্ত্রিসভা ভেংগে দেন।

স্মরণীয় শহীদ দিবস ১৯৭১ এর ২১ শে ফেব্রুয়ারী ছিল লোকে লোকারণ্য। ১২-১০ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শহীদ মিনারে পুষ্প অর্পণ করেন এবং এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। তিনি বলেন, ''সামনে আমাদের কঠিন দিন। আমি আপনাদের মাঝে নাও থাকতে পারি। মানুষকে তো একদিন মরতেই হবে। আবার আপনাদের সামনে দাঁড়াতে পারবো কিনা জানি না। তাই আমি আজ সারা বাংলার মানুষকে ডেকে বলছি, চরম ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হন। শহীদের রক্ত যেন বৃথা না যায়।" ২২ শে ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাওয়ালপিন্ডিতে প্রাদেশিক গভর্নর এবং সামরিক আইন প্রশাসক ও জেনারেলদের সাথে বৈঠক করেন।

দেশের এরূপ রাজনৈতিক অচল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ করে পি পি-এর প্রধান ভুট্টোর লাগামহীন বক্তৃতা বিবৃতিতে ন্যাপ (ভাসানী) প্রধান মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন যে, ভুট্টো যদি ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানে ব্যর্থ হয় তবে সারা দেশে আরজকতার বন্যা বয়েদিব।"

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ভুট্টো কর্তৃক এরূপ রাজনৈতিক অচল অবস্থার সৃষ্টির মধ্যে একটা বিরাট ধরনের চক্রান্ত দেখতে পান। তাই তিনি ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে আকস্মিকভাবে দেশী বিদেশী সাংবাদিকদের এক সম্মেলনে তাঁর দলের অবস্থান, দেশের পরিস্থিতি এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের অপকর্ম তুলে ধরেন এবং সর্বশেষে বলেন "সকল গণ বিরোধী শক্তিকে বাংলার মাটি থেকে সমূলে উৎপাটিত

করতে সমগ্র জাগ্রত বাংগালী জাতিকে প্রস্তুত থাকতে আহবান জানাচ্ছি। আমাদের আগামী বংশধরেরা উপনিবেশে যাতে বসবাস না করে, স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে স্বাধীনতার মর্যাদা নিয়ে তাঁরা যাতে বাঁচতে পারে সে জন্য প্রয়োজন হলে আমাদের জীবন বিসর্জন দেওয়ার প্রতিজ্ঞা আমরা গ্রহণ করছি।"

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্যের সমর্থনে জাতীয় লীগের সভাপতি আতাউর রহমান খান ২৫শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় প্রদত্ত এক বিবৃতিতে পি পি পি এর প্রধান ভুট্টোর ক্ষমতা লিপ্সার কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ভুট্টো আইয়ুব খানের পথ অনুসরণ করে সমগ্র বাংগালী জাতিকে ক্ষমতা ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে চিরতরে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করে রাখতে চান। তাই সমগ্র বাংগালী জাতিকে তাদের মাতৃভূমিতে বসেই তাদের প্রাপ্য নির্ধারণ করতে হবে।

এইদিনই সিন্ধুর জামায়াতে ইসলামী আমীর মওলানা জান মোহাম্মদ আব্বাসী করাচীতে এক ঘোষণায় বলেন, সকল জাতীয় ও রাজনৈতিক বিষয় ড্রয়িং রুমের পরিবর্তে জাতীয় পরিষদেই মীমাংসা হওয়া প্রয়োজন। পিপলস পার্টির জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগদান না দেয়া মানে দেশকে দুই অংশে বিভক্ত করে ফেলা। পি পি পি এর চেয়ারম্যান ভুট্টো ক্ষমতা লাভের অন্তরায় হলো আওয়ামী লীগ তথা পূর্ব পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান পৃথক হয়ে গেলে সহজেই ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন। জামায়াতে আমীরের ঐরূপ বিবৃতি পশ্চিম পাকিস্তানের জনমনে বেশ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

২৫ শে ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাজধানী থেকে করাচীতে আসেন। ভুট্টো করাচী এসে প্রেসিডেন্ট ভবনে তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করেন। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস এডমিরাল এস এম আহসান এ দিন বিকেলে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাঁর বাস ভবনে দেখা করেন।

২৭শে ফেব্রুয়ারী শনিবার মতিঝিলে হোটেল পূর্বানীতে জাতীয় পরিষদের আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির এক রুদ্ধদ্বার সভা শুরু হয়। উক্ত সভায় শাসনতন্ত্রের খসড়ার খুঁটিনাটি বিচার বিশ্লেষণের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়।

অপরদিকে এ দিন পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান লাহোরে বলেন যে, পূর্ব হতে গঠিত কোন শাসনতান্ত্রিক দলিল যদি পরিষদে উপস্থাপন না করা হয় তবে তিনি

ঢাকায় জাতীয় পরিষদ অধিবেশনে যোগ দিতে প্রস্তুত আছেন। তবে, জাতীয় পরিষদে যোগদানের পূর্বে অবশ্যই তার পরিষ্কার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

তেজগাঁওস্থ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ ভবনের লনে ২৮ শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা শিল্প ও বণিক সমিতি আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানী জাতীয় পরিষদ সদস্যদের ঢাকায় এসে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে অংশগ্রহণের আহবান জানান। তিনি আরও জানান, ৬ দফা বর্তমানে জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে; সেখানে জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের পূর্ব প্রতিশ্রুতি দেয়া কি করে সম্ভব।

শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময়ে পরিষদে তো দিবা রাত্রিই আলোচনার সুযোগ পাওয়া যাবে। যদি একজন সদস্যও কোন সুষ্ঠু ও ন্যায়সঙ্গত সুপারিশ করেন, তা মেনে নেয়া হবে, তবে শাসনতন্ত্র ৬ দফার ভিত্তিতেই প্রণয়ন করা হবে। শেখ মুজিবুর রহমান আরও বলেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে নতুন করে চক্রান্ত চলছে, এ চক্রান্ত অব্যাহত থাকলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। আমরা মরব কিন্তু নতি স্বীকার করব না।

২৮ শে ফেব্রুয়ারী লাহোরে এক জনসভায় ভুট্টো সরাসরি বলেই ফেললেন যে, প্রস্তাবিত পার্লামেন্টের বিরোধী দলীয় আসনে বসার জন্য তার দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে নি। পাকিস্তানের পরবর্তী বেসামরিক মন্ত্রিসভায় পিপলস পার্টিকে অংশীদার করতে হবে। পিপলস পার্টিকে বাদ দিয়ে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলে তিনি সমস্ত পশ্চিম পাকিস্তানে আন্দোলনের ঝড় বহায়ে দিবেন। তিনি আরও বলেন যে, জাতীয় পরিষদ এখন 'কসাই খানায়' পরিণত হয়েছে, তাই অধিবেশনে এভাবে যোগদান করা অর্থহীন। ভবিষ্যতে শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে অধিবেশনের পূর্বেই আওয়ামী লীগ এবং পিপলস পার্টির মধ্যে সমঝোতায় পৌছা আবশ্যক, এর জন্য আরও কিছু সময় দেয়া প্রয়োজন। তাই জাতীয় পরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশনে পিছিয়ে দিলে বা ১২০ দিনের মেয়াদ বাতিল করলে তিনি পরিষদ অধিবেশনে যোগদান করবেন।

পিপলস পার্টির প্রতিকূল মনোভাব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে চরম সংকটের মুখে ঠেলে দেয়। এদিকে আওয়ামী লীগ শাসনতন্ত্র সাব কমিটিও পার্লামেন্টোরী পার্টির বৈঠকে অব্যাহত থাকে।

১লা মার্চ ১৯৭১ মতিঝিলে হোটেল পূর্বানীতে আওয়ামী লীগ এর পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠক চলছে। দুপুরে আকস্মিকভাবে বেতারে প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে ভেসে

আসে জনৈক ঘোষকের কন্ঠস্বর ''পাকিস্তান আজ চরম এবং ভয়াবহ রাজনৈতিক সংকটের সম্মুখীন। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধান রাজনৈতিক দল পিপলস পার্টি এবং আরও কয়েকটি রাজনৈতিক দল ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান না করার সংকল্প প্রকাশ করেছে। এছাড়া ভারতের সৃষ্ট অসাধারণ উত্তেজনাকর পরিস্থিতি জাতির সার্বিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। আমি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহবান পরবর্তী কোন তারিখের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিলাম"।

বাংলার জনসাধারণ গভীর উৎকণ্ঠার সংগে এ ঘোষণা শোনার পর প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। স্বল্প সময়ের মধ্যে দোকান পাট, স্কুল কলেজ, সরকারী- বেসরকারী অফিস, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়। সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃXফুর্ত বিক্ষোভ মিছিলে বজ্রকন্ঠে ভুট্টো বিরোধী এবং বাংলার স্বাধীনতার দাবীতে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। ঢাকা স্টেডিয়ামে পাকিস্তান একাদশ বনাম এম সি সি এর মধ্যে ক্রিকেট খেলা অসমাপ্ত রেখে খেলোয়াড়েরা মাঠ ছেড়ে চলে যায়। অল্পক্ষণের মধ্যে বাঁশের লাঠি, লোহার রড, হাতের কাছে যে যা পেয়েছে তাই নিয়ে হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসেন হোটেল পূর্বানীতে। হিংসাত্মক ঘটনার আশংকায় বঙ্গবন্ধু সবাইকে শান্ত করতে চেষ্টা করেন।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সবেমাত্র ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়েছে। মাত্র ২টা পরীক্ষা শেষ হয়। ১লা মার্চ কোন পরীক্ষা নেই। হলের সবছাত্রই ব্যস্ত। পরের দিন পরীক্ষা। হঠাৎ করে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিতের সংবাদ শুনে আমাদের কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ছাত্রের আহবানে সবাই হল ছেড়ে মাঠে নেমে আসে, বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পাকিস্তানের সামরিক জান্তা বিরোধী, ভুট্টো বিরোধী ও স্বাধীনতার দাবীতে শ্লোগান দিতে দিতে বিরাট মিছিল ঢাকার রাজপথে নেমে যায়। বাংলার স্বাধীনতার দাবীতে পরীক্ষার কথা ভুলে গিয়ে একযোগে সকল ছাত্রই রাজপথে নেমে আসে। রাজপথে এসে আমি আর স্থির থাকতে পারছিলাম না। চারদিকে দেখলাম শুধু মানুষ আর মানুষ, শুধু লাঠি আর লাঠি, প্রতিটি মানুষ বজ্র কন্ঠে উন্মাদের মত চিৎকার করে এগিয়ে যেতে চাচ্ছে। বিকেল ৪টার দিকে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে হোটেল পূর্বানীতে শেখ মুজিবুর রহমান আন্দোলন শুরু করার ভবিষ্যৎ কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

২রা মার্চ ঢাকায় এবং ৩রা মার্চ সারা দেশে হরতাল। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় চূড়ান্ত কর্মসূচী ঘোষণা দেন। তিনি আরো উল্লেখ করেন "আমরা যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে সক্ষম এবং সাত কোটি বাঙ্গালীর মুক্তির জন্য আমি চরম মূল্য দিতে প্রস্তুত। ষড়যন্ত্রকারীদের শুভ বুদ্ধির উদয় না হলে বাঙ্গালীরা নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করবে।"

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ পি ডি পি প্রধান নুরুল আমীন, জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান, ন্যাশনাল লীগের অলী আহাদ, জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যাপক গোলাম আজম জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার সিদ্ধান্তকে অযৌক্তিক বলে অভিহিত করেন। এরূপ ঘটনা দেখে প্রকৌশল এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কয়েক ঘন্টার মধ্যেই সিন্ডিকেট অধিবেশনে মিলিত হন এবং পরবর্তী ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেন। পিপলস পার্টির প্রধান ভুট্টোর পদলেহী মুসলীম লীগের খান আব্দুল কাইয়ুম খান প্রেসিডেন্টের ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে এটাই সঠিক সিদ্ধান্ত বলে উল্লেখ করেন। দলীয় প্রধান খান আবদুল কাইয়ুম খানের এরূপ বিবৃতির প্রতিবাদে দলের সেক্রেটারী জেনারেল খান এ সবুর খান দলের সদস্য পদ ও সম্পাদক পদ থেকে ইস্তাফা দেয়ার ঘোষণাদেন।

এদিকে আওয়ামী লীগসহ আরও রাজনৈতিক দলগুলো এরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজেদের মধ্যে আলোচনা অব্যাহত রাখেন এবং পরবর্তী কর্মসূচী নিয়ে নিজেদের মধ্যে দলীয় আলোচনা করতে থাকেন।

পুলিশ ঢাকায় অনেক স্থানে বিক্ষোভকারী জনগণকে ছত্রভংগ করার জন্য কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করেন। টি ভি, রেডিও, টেলিফোন এক্সচেঞ্জসহ বিভিন্ন কি পয়েন্ট সশস্ত্র প্রহরাধীন এর আওতায় আনা হয়। তেজগাঁও বিমান বন্দর সেনা বাহিনী নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার চেষ্টা করলে জনগণের সংগে এক সংঘর্ষ হয়। সেনাবাহিনীর গুলীতে কয়েকজন নিরস্ত্র মানুষ নিহত হয় এবং অর্ধশতাধিক ব্যক্তি আহত হয়।

এ দিন রাতেই পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর এস এম আহসানকে অপসারণ করা হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসনকর্তা লেঃ জেঃ সাহেব জাদা এম ইয়াকুব খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর নিযুক্ত করা হয়। ১১০ নং সামরিক আদেশ বলে পাকিস্তানের অখন্ডতা এবং সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কোন প্রকার খবর বা ছবি না

ছাপানোর জন্য সংবাদপত্র সমূহকে নির্দেশ দেয়া হয়। এ আদেশ লংঘনকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি হবে দশ বৎসর সশ্রম কারাদন্ড।

২রা মার্চ ঢাকার সর্বত্র সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। অনেক স্থানে গুলী বর্ষিত হয় এবং অনেক হতাহত হয়। এ দিন সকালের দিকে ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় কলা ভবনে এক বিরাট ছাত্র সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে এত বড় ছাত্র সমাবেশ আর কোন দিন অনুষ্ঠিত হয় নি। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী। বেলা ৯-১০ টার মধ্যেই ছোট বড় মিছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা ভবনের বটতলা ছাত্র ছাত্রীতে ভরে যায় এবং অবিরাম স্বাধীনতার বিভিন্ন শ্লোগানে বটতলা মুখরিত হয়ে যায়। বিভিন্ন দিক থেকে আরো মিছিল আসতে থাকে। বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর সমাবেশ হওয়াতে সভামঞ্চ কলা ভবনের পশ্চিম দিকের শেডে নিয়ে যাওয়া হয়। উক্ত সভায় বক্তব্য রাখেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজাহান সিরাজ, ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক আবদুল কুদ্দুস মাখন এবং সহসভাপতি আ স ম আবদুর রব। শাহজাহান সিরাজ খোলাখুলিভাবেই বাংলার স্বাধীনতার উপর বক্তব্য রাখেন। রবের বক্তব্যের সময় স্বাধীন বাংলার শ্লোগান দিতে দিতে একটি মিছিল বহন করে আনে সবুজ জমিনের উপর লাল বৃত্তের মধ্যে হলুদ রং এর পূর্ব বাংলার মানচিত্র আঁকা একটি সুন্দর পতাকা। সে পতাকা দিয়ে প্রথম ৭ই জুন ১৯৭০ পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধুকে অভিবাদন জানান হয়েছিল। আ স ম আব্দুর রব ডাকসুসহ সভাপতি হিসেবে এই পতাকাটি সর্ব প্রথম স্বাধীন বাংলার পতাকা হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের পশ্চিম পাশের গাড়ী বারান্দার উপর উত্তোলন করেন। নূরে আলম সিদ্দিকী স্বাধীনতার আন্দোলনকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহবান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিকেলে মগবাজার ওয়ারলেস স্টেশনের গিয়ে জানতে পারলাম পাকিস্তান সেনা বাহিনীর চীপ অব স্টাফ জেনারেল হামিদ অকথ্য ভাষায় টেলিফোনে পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসনকর্তা লেঃ জেঃ সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে গালাগালি করেছেন। জেনারেল হামিদের বক্তব্য ছিল "কেন তুমি পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলন দমন করতে পারছ না। দরকার হলে রাজথ লাল করে ফেলো। এতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।" জবাবে তিনি বার বার বলেন "আমার পক্ষে এটা সম্ভব নয় স্যার" ।এইদিন জেনারেল ইয়াকুব খান টেলিফোনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সংগে কথা বলার জন্য

অনেকবার চেষ্টা করেন কিন্তু ইয়াহিয়া খানের নির্দিষ্ট স্থানগুলোতে তাঁকে পাওয়া যায় নি। অন্য এক জায়গায় তাকে পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি ঘুমাচ্ছেন বলে টেলিফোন তাঁকে দেয়া হয় নি।

১লা মার্চ থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে আর টেলিফোনে পাওয়া যেত না। জেনারেল হামিদ সর্বপ্রকার নির্দেশ দিতেন। এরপর প্রায়ই আমি মগবাজার ওয়ারলেস কলোনীর গেটে আমার আত্মীয় হামিদ সাহেবের বাসায় যেতাম পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী জেনারেলদের মধ্যে কি ধরনের কথা বার্তা হয়েছে তা শোনার জন্য। আমি না গেলেও হামিদ সাহেব তাঁর ছোট ভাই আব্দুল হাফিজ এর মাধ্যমে ওয়ারলেস স্টেশন থেকে পাওয়া বিভিন্ন খবর পাঠাতেন।

এদিন থেকেই ঢাকা শহরে সন্ধ্যা– সকাল সান্ধ্যআইন জারি করা হয়। জনতা সান্ধ্য আইন ভংগ করে রাস্তায় নেমে আসে। বিভিন্ন জায়গায় গুলী বর্ষণ করা হয়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে অসীম সাহসের সংগে যে বিরাট ছাত্র মিছিলটি নিয়ে আমরা রাত ৯টায় দিকের সান্ধ্য আইন ভংগ করে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হতে নিউমার্কেটের দিকে এগুচ্ছিলাম। ইডেন কলেজের কাছে পৌছামাত্র মিছিলের উপর গুলী বর্ষিত হয়। মিছিলটি ছত্রভংগ হয়ে যায় এবং শেষ বর্ষের শেরে বাংলা হলের ছাত্র ফজলুর রহমান আহত হয়।

৩রা মার্চ সারা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কর্মসূচী সর্মথনে পল্টন ময়দানে এক বিশাল জনসভা হয়। এ জনসভা হয়ে উঠে সবচেয়ে মারাত্মক ও জংগী সমাবেশ। অসংখ্য মানুষ বাঁশের লাঠি, লোহার রড, বল্লম যে যা হাতের কাছে পেয়েছে তাই নিয়ে হাজির হয়। যে কোন ধরনের অঘটন ঘটে যেতে পারে তা আগে থেকেই উপলব্ধি করতে পেরে বঙ্গবন্ধু পূর্ব কর্মসূচী ব্যতিরেকে এ সভায় বক্তব্য দিতে আসেন। নূরে আলম সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে সভা শুরু হয়। ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ এই সভাতে সুস্পষ্টভাবে বাংলাদেশকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। এবং 'আমার সোনার বাংলা' গানকে স্বাধীন বাংলার জাতীয় সঙ্গীত, ফ্লাইট সার্জেন্ট জহুরুল হক যিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শহীদ হন তাঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম শহীদ ঘোষণা দেন বিভিন্ন হলের নাম পরিবর্তন করেন। এই দিন মঞ্চে পূর্বদিন ঘোষিত স্বাধীন বাংলার পতাকাও ছিল। জনগণ লাঠির ঝনঝনানীর শব্দে এবং বিভিন্ন শ্লোগানে শাহজাহান সিরাজের ঘোষণাকে

স্বাগত জানায়। বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে জনগণকে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালাতে আহবান জানান। তিনি তাঁর ভাষণে জানান "আমি আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আপনাদের সামনে আসতে বাধ্য হয়েছি। ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানেই সব কথা বলব বলে ইচ্ছা ছিল। পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে আজ এ সভায় এসেছি। জানিনা আপনাদের সামনে আর বক্তৃতা করতে পারবো কি না, তাই আজ আমার কর্মসূচী স্পষ্টভাবে আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে এসেছি।

বাংগালীদের উপর যেভাবে নির্মম হত্যাকান্ড চালানো হচ্ছে, তারপর আর স্থির থাকা যায় না। নিরস্ত্র বাংগালীকে এভাবে হত্যা করার মধ্যে কোন বীরত্ব থাকতে পারে না, এটা কাপুরুষতা ছাড়া আর কিছু নয়। গতকাল রাতে আমি নিজকানে মেশিনগানের গুলীর শব্দ শুনেছি। এদেশের এ অবস্থা সৃষ্টির জন্য বাংলার মানুষ দায়ী নয়। সাত কোটি মানুষকে হত্যা করা যাবে না। আমাদের মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে লাভ নাই। আমরা মারা গেলেও বাংলার মানুষের স্বাধীকার অর্জিত হবেই।

আপনাদের সবাইকে শান্তিপূর্ণভাবে শৃংখলার সাথে দাবী আদায়ের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আহবান জানাচ্ছি। আপনারা হলেন একটি সুশৃংখল স্বেচ্ছাবাহিনী। যে নির্দেশ দিব তা পালন করবেন। মনে রাখবেন, আমি বাংলার মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি না। বাংলার মানুষের সংগে বেঈমানী করতে পারি না। বাংলার মানুষ আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে এনেছে, আমাকে ভোট দিয়েছে, আমি মরে গেলেও আমার আত্মা বাংগালীর সুখ সমৃদ্ধি দেখে শান্তি পাবে।"

এরূপ অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে একই দিনে রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে এক ঘোষণায় বলা হয় যে, আমাদের সাধারণ লক্ষ্য অর্জনে প্রেসিডেন্ট তাঁর সাধ্যানুযায়ী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে সাহায্য করতে সব কিছু করবেন। শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনের জন্য জাতীয় পরিষদের সকল পার্লামেন্টারী গ্রুপের নেতাদের কাছে ১০ই মার্চ ঢাকায় এক বৈঠকে মিলিত হবার জন্য জরুরী ব্যক্তিগত আমন্ত্রণলিপি প্রেরণ করেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এ আমন্ত্রণকে সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতির মাধ্যমে সরাসরি প্রত্যাখান করেন। তিনি তাঁর বিবৃতিতে জানান, "ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বাংলার অন্যান্য স্থানে যখন ব্যাপকভাবে নিরস্ত্র জনসাধারণকে হত্যা করা হচ্ছে, শহীদের তাজা খুন এখনও রাজপথ থেকে শুকিয়ে যায় নি, অনেক

নিহতের লাশ এখনও দাফন করা সম্ভব হয় নি, শতশত আহত লোক এখনও হাসপাতালে মৃত্যুর সংগে সংগ্রাম করছে, সে সময়ে আগামী ১০ই মার্চ ঢাকায় প্রেসিডেন্টের সংগে রাজনৈতিক নেতাদের এক সম্মেলনে মিলিত হবার প্রস্তাবিত আমন্ত্রণ বেতারে ঘোষণা করা একটি নিষ্ঠুর তামাসা ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন কতিপয় ব্যক্তিদের সংগে সম্মেলনে মিলিত হবার জন্য এই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যাদের দূরভিসন্ধি ষড়যন্ত্রই নিরস্ত্র ও নিরাপরাধ কৃষক, শ্রমিক ও ছাত্রদের মৃত্যুর জন্য দায়ী।

যখন সামরিক প্রস্তুতি অব্যাহত রয়েছে, সেনাবাহিনীর অস্ত্রের কঠোর ভাষা শোনানো হচ্ছে, সেই অবস্থায় এ আমন্ত্রণ কার্যতঃ বন্দুকের মুখেই জানানো হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে এ ধরনের আমন্ত্রণ গ্রহণের প্রশ্নই উঠেনা। তাই আমি এ ধরনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলাম।"

ঢাকাসহ আরও কয়েকটি শহরে আবার সান্ধ্য আইন জারি করা হয়। জনসাধারণ আগের মতই সান্ধ্য আইন ভংগ করে রাস্তায় নেমে আসে এবং সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করে। ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বহু লোক নিহত ও অগণিত লোক আহত হয়।

দেশের এরূপ দুঃখজনক পরিস্থিতিতে পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন নেতা অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতি আহবান জানান। বিশেষ করে অবসর প্রাপ্ত এয়ার মার্শাল নূর খান হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি যেভাবে দ্রুত মোড় নিচ্ছে তাতে অবিলম্বে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া না হলে, যদি সেখানকার জনগণ কোন প্রকার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে তবে তা আর ফিরানো নাও যেতে পারে।

৪ঠা মার্চ পি ডি পি প্রধান জনাব নূরুল আমীন খান ১০ই মার্চ নেতৃ সম্মেলনে যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন এবং শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের এ সম্মেলন আহবানকে একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ বলে অবিহিত করেন। তিনি অবিলম্বে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রতি আহবান জানান।

আজও পূর্বের ন্যায় পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। শেখ মুজিব এক বিবৃতিতে সাফল্যজনকভাবে পূর্ণ হরতাল পালিত হওয়ার জন্য জনসাধারণকে অভিনন্দন জানান এবং যে কোন মূল্যে অধিকার আদায়ের জন্য প্রস্তুত থাকার আহবান

জানান। তিনি আরও নির্দেশ দেন যে, দেশের সমস্ত অফিস শুধুমাত্র বেতন দেয়ার জন্য প্রতিদিন ২-৩০ থেকে ২ ঘন্টা করে খোলা থাকবে ও এ সময় পর্যন্ত ব্যাংকগুলো সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা পর্যন্ত চেক ভাংগানোর জন্য খোলা থাকবে। তাছাড়া অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিসগুলোও হরতালের আওতামুক্ত থাকবে।

৫ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে বাংলার সার্বিক স্বাধীকার আদায়ের সংগ্রামের পঞ্চম দিনে ঢাকাসহ সারা বাংলায় সকাল থেকে বেলা ২ টা পর্যন্ত পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। কিন্তু এর মধ্যেই সেনাবাহিনী টংগী, খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের উপর গুলী বর্ষণ করে। ফলে কয়েকশ' লোক নিহত ও কয়েক হাজার লোক আহত হয়। পরিস্থিতির অবনতির জন্য রংপুরে সান্ধ্য আইন জারি হয়।

জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণার প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার সর্বত্র যে হরতাল এবং অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন ৬ই মার্চ হ'ল তার শেষ দিন। ঐদিনও পূর্বের ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় সার্ভিসগুলো হরতালের আওতামুক্ত রেখে সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানসহ বহির্বিশ্বের সংগে সমস্ত টেলি যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়া হয়।

এই দিন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে লৌহ কপাট ভেংগে বাঁশ রশি ইত্যাদির সাহায্যে উর্দু রোড দিয়ে দেয়াল টপকে এবং আই জি প্রিজন্স এর বাংলোর পাশ দিয়ে দেয়াল টপকেও কয়েকশ' বন্দী পালিয়ে যায়। জেল কর্তৃপক্ষের গুলীতে বেশ কিছু লোক হতাহত হয়।

পলাতক বন্দীদের মধ্যে মন্টু ও সেলিম নামক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ পরিচিত দু'জন ছাত্র নেতাও ছিলেন। ঢাকার নিউমার্কেট এলাকায় একজন উর্ধ্বতন অবাংগালী সামরিক অফিসারকে হত্যার দায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিপরিচিত তিনজন ছাত্র খসরু, মন্টু ও সেলিমকে অভিযুক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়েছিল। একদিন অতর্কিতে ইকবাল হল 'রেড' করে শতশত পুলিশ ৯ ঘন্টা হল ঘেরাও করে রেখে মন্টু ও সেলিমকে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। খসরু ছাদে পানির ট্যাংকের মধ্যে আত্মগোপন করে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পায়। ইকবাল হলে ধরা পড়ার পর থেকে মন্টু এবং সেলিম ছিল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বিচারাধীন বন্দী।

৬ ই মার্চের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণ। তাঁর বেতার ভাষণের পূর্বে অনেকেরই ধারণা ছিল হয়তো আশাপ্রদ কিছু ঘোষণা হতে পারে। তিনি তাঁর ভাষণে ১০ই মার্চ ঢাকায় সকল পার্লামেন্টারী গ্রুপের নেতাদের সম্মেলনকে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক সরাসরি প্রত্যাখ্যানে বিস্ময়কর ও নৈরাশ্য জনক বলে উল্লেখ করেন।

দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে এ দুর্ভাগ্যজনক অচলাবস্থা দূর করতে তিনি অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করতে পারেন না। তাই তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আগামী ২৫শে মার্চ ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে। তিনি দৃঢ় বিশ্বাসে আশা করেন তাঁর এই সিদ্ধান্ত সকল রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে দেশপ্রেমিকসুলভ ও গঠনমূলক সাড়া পাবেন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, তিনি যতক্ষণ পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর ও রাষ্ট্রের প্রধান থাকবেন ততক্ষণ তিনি পাকিস্তানের সংহতি, সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার নিশ্চয়তা বিধান করবেন। টেলিফোনে তিনি শেখ মুজিবকে চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিরত থাকার অনুরোধ জানান।

এই দিন বেলুচিস্তানের কুখ্যাত লে: জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভনর হিসেবে নিয়োগের ঘোষণা দেয়া হয়। প্রেসিডেন্টের ঘোষণায় আশাপ্রদ কিছু না হওয়ায় দেশের এরূপ সার্বিক পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবিত ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় ভাষণ সম্পর্কে নানান জল্পনা কল্পনা শুরু হয়। আওয়ামী লীগের চরম জাতীয়তাবাদী গ্রুপ এবং ছাত্রলীগ সম্পূর্ণভাবে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য বঙ্গবন্ধুকে চাপ দিতে থাকে, অন্যদিকে দক্ষিণ পন্থী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুকে যে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার জন্য চেষ্টা করেন।

অপরাহ্নে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী বৈঠক বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে শুরু হয়। ওয়ার্কিং কমিটির এ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক দেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক এবং ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নিয়ে আলোচনা হয়। গভীর রাত পর্যন্ত কোন প্রকার সিদ্ধান্ত ছাড়াই বৈঠক মুলতবী হয়।

৭ই মার্চ সকালে পাকিস্তানে নব নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড বঙ্গবন্ধুর সংগে ধানমন্ডি বাসভবনে সাক্ষাৎ করেন। পর্যবেক্ষকদের মতে এই স্বল্পকালীন

গোপন বৈঠকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পরিষ্কার ভাষায় বঙ্গবন্ধুকে ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন। তা হল বাংলার স্বাধীনতা ঘোষিত হলে যুক্তরাষ্ট্র তা সমর্থন করবে না।

উল্লেখ্য, ফারল্যান্ড ১৯৬৫ সনে ইন্দোনেশিয়ায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত থাকা অবস্থায় ঐ দেশে কমনিষ্ট বিদ্রোহ দমন নামে প্রায় ১৫ লক্ষ নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। পাকিস্তানের এরূপ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে ফারল্যান্ডের নিযুক্ত হওয়াতে বাংলার বুকেও এরূপ কোন হত্যাকান্ড সংঘটিত হতে পারে বলে জনমনে নানান জল্পনা কল্পনা শুরু হয়। এ দিন সকালে পুনরায় আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির মুলতবী বৈঠক শুরু হয় এবং বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবিত ভাষণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ছাত্র জনতার দাবী অনুযায়ী বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়া হবে কিনা এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিতে যাবার শেষ মুহূর্তে স্থির হয় যে, যে কোন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বংগবন্ধু এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

বৈঠকের পর চরম জাতীয়তাবাদী ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ আবার বঙ্গবন্ধুর সংগে কথা বার্তা বলেন এবং সরাসরি বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা দেয়ার জন্য বারংবার অনুরোধকরেন।

বেলা ২ টার মধ্যেই লক্ষ লক্ষ লোক জমায়েত হয় রেসকোর্স ময়দানে। সবাই এসেছে যেন বজ্র শপথ নিয়ে। অধিকাংশ মানুষের ধারণা বঙ্গবন্ধু আজকের জনসভায় স্বাধীনতা ঘোষণা দিবেন।

বেশ দেরীতে বঙ্গবন্ধু সভাস্থলে আসেন। বেলা ৩টা ২০ মিনিটে তিনি মঞ্চে আরোহণ করেন। ৩রা জানুয়ারী রেসকোর্স ময়দানে জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্ধারিত আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান, মঞ্চ এবং তার আশেপাশে আওয়ামী লীগ নেতাদের যেমন ভীড় ছিল এবং যে ভাবে বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে রেখেছিলেন, আজকের সভায় আওয়ামী লীগ নেতাদের তেমন একটা দেখা যায় নি, ছাত্রলীগ নেতা ও কর্মীবৃন্দই বঙ্গবন্ধুর সভামঞ্চ ঘিরে থাকে।

মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত এবং সংগ্রামী শহীদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন। পরে এ ঐতিহাসিক জনসভায় একমাত্র বক্তা বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতা শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ একসংগে দেশের সর্বত্র প্রচারের জন্য প্রত্যক্ষভাবে ঢাকা বেতার থেকে প্রচার শুরু হয়।

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

"আজ দু:খ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দু:খের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এ দেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি, ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সংগে বলতে হয় ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের ইতিহাস, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নি। ১৯৫৮সালে আইয়ুব খান মার্শাল-ল-জারী করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলী করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হোল। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সংগে দেখা করেছি। আমি শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাঁকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে-মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম, ঠিক আছে আমরা এসেমব্লিতে বসবো। আমি বললাম, এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো-এমন কি আমি এপর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশী হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সংগে আমরা আলোচনা করলাম আপনারা আসুন বসুন আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি-এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে,যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেমব্লি চলবে। তারপরে হঠাৎ ১ তারিখে এসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসাবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর এদেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কি পেলাম আমরা? জামার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরীব, দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে –তার বুকের উপর হচ্ছে গুলী। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যা গুরু– আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।

টেলিফোনে আমার সংগে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলী করা হয়েছে। কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল করফারেন্স হবে।

আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কিসের রাউন্ড টেবিল, কার সংগে যাবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সংগে বসবো? হঠাৎ আমার সংগে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘন্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভায়েরা আমার, ২৫ তারিখে এসেমব্লি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঐ শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আর - টি -সি -তে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেমব্লি কল করেছেন, আমার দাবী মানতে হবে। প্রথম সামরিক আইন মার্শাল -ল -withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারবো কি, পারবো না। এর পূর্বে এসেমব্লিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাইনা। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট - কাচারী, আদালত -ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত? যে সমস্ত জিনিসগুলি আছে সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ী, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে-শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোনকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটি গুলী চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয় -তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু -আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলী চালাবার চেষ্টা

করো না। সাত কোটি মানুষ কে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগ এর থেকে যতদূর পারি তাদের সাহায্য করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা পয়সা পৌছে দেবেন। আর এই সাত দিন হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌছে দেবেন। সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো- কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রু বাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু ,মুসলমান, বাঙালী, অ-বাঙালী যারা আছেন তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালী রেডিও ষ্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালী টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘন্টা ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনে পত্র নিতে পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সংগে নিউজ দেয়া নেয়া চালাবেন।

কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালীরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। এবং তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশা আল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।”

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভাষণ, সেদিন রেসকোর্সের উত্তাল জনসমুদ্রকে শান্ত করতে সক্ষম হলেও, জনগণের মধ্যে কিছুটা হতাশা দেখা দেয় কারণ বেশীর ভাগ লোকই বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা শুনতে চেয়েছিলেন।

টিক্কা খান ঢাকায় নেমে, বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ঢাকা বেতার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে সরাসরি প্রচারিত হচ্ছিল,উহা মাঝ পথে বন্ধ করে দেন। হঠাৎ করে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বেতার মাধ্যমে প্রচার বন্ধ হয়ে যাওয়াতে গ্রাম বাংলার মানুষের মনে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে একটা বিরাট কিছু ঘটে যাচেছ বলে নানা জল্পনা কলপনা শুরু হয় এবং পরবর্তী সময় ঘোষণা না শোনা পর্যন্ত গ্রাম বাংলার মানুষ অস্বস্তির মধ্যে সময় কাটান। তবে পরের দিন বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি ঢাকা বেতার হতে পুরোপুরি প্রচার করা হয়।

৮ই মার্চ থেকে সারা বাংলায় এক ঐতিহাসিক অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। সমগ্র সরকারী, বেসরকারী ভবন, অফিস, শিক্ষা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সবখানে স্বাধীন বাংলার পতাকা ও কাল পতাকা উত্তোলন করা হয়। সব ধরনের যানবাহনে ছোট ছোট স্বাধীন বাংলার পতাকা ও কাল পতাকা লাগানো হয়। বাংলার সব কিছু বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে চলতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতিসহ অন্য বিচারপতিগণ লেঃ জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ গ্রহণ করাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

৯ই মার্চ মওলানা ভাসানী ঢাকার পল্টনে আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় বলেন, "১৩ বছর আগে কাগমারী সম্মেলনে আমি আসসালামু আলাইকুম বলেছিলাম। মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দী অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি হয়েও সে দিন এ কথাগুলো বুঝতে পারননি। আমি বুঝতে পেরেছিলাম পশ্চিমা কুচক্রীদের দ্বারা পাকিস্তানের দুই অংশ বিনষ্ট হবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান অনেক হয়েছে, আর নয়। তিক্ততা বাড়াইয়া আর লাভ নাই। লাকুমদীনুকুম ওয়ালীয়া দীন, এই নিয়মে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা মানিয়া নেও।"

শেখ মুজিবুর রহমান আজ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসেছে। খামোখা তাকে কেহ অবিশ্বাস করবেন না। তাকে আমি ভাল করে চিনি। তাকে আমি রাজনীতিতে হাতে খড়ি দিয়েছি। আমার রাজনৈতিক জীবনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে ৩১ জন সেক্রেটারীর মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমানই শ্রেষ্ঠ সেক্রেটারী ছিল। আপোষ করলে কাহারও নিস্তার থাকবেনা। পূর্ব বাংলা স্বাধীন হবেই।"

এই দিন জাতিসংঘের মহাসচিব উথান ঢাকায় অবস্থিত জাতি সংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি ও কর্মচারীদের পরিবার বর্গদের সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন। জাপান ও

পশ্চিম জার্মান সরকারও তাদের লোকজনকে অন্যত্র পাঠানোর কথা ঘোষণা করেন। এ দিনে ঢাকায় সায়েন্স ল্যাবরেটরী থেকে বেশ কিছু বিস্ফোরক দ্রব্য খোয়া যায়। রাতে প্রকৌশলী মজিবুর রহমান আমার অবর্তমানে আমার রুমে ৪০৪ শেরে বাংলা হল প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এই জাতীয় অনেক কিছু রেখে যায়।

প্রকৌশলী মজিবুর রহমান ছাত্রলীগের একজন নেতা ছিলেন। তিনি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শেরে বাংলা হলে থাকতেন। পাস করার পর তিনি আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী না হলেও একজন সমর্থক ছিলেন। তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, সুলতান আহমদ, কামাল উদ্দিন, ষ্টুয়াড মুজিব মিলে লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কমিটি নামে যে সংগঠনটি গঠিত হয় তাদের সঙ্গে সংযুক্ত হন প্রকৌশলী মুক্তিবর রহমান। তিনি ভাল বেতনে চাকুরী করতেন এবং তার বেতনের প্রায় সমস্ত টাকা এ সংগঠনের পিছনে খরচ করতেন। এ দলের সংগে কাজ করার জন্য তিনি আমাকে অনেক পীড়াপীড়ি করেন এবং এ দলের অনেক নেতার সঙ্গেও আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। কিন্তু ছাত্রলীগ ছেড়ে আমি তাদের দলে যোগদান করিনি। তবে, তাদের সমস্ত খবরা-খবরই আমি জানতাম। ষ্টুয়াড মুজিব সহ বেশ কয়েকজন নেতা শেরে বাংলা হলে আমার রুমে আসা যাওয়া করতেন। একসময় তারা তাদের দলের বেশ কিছু দলিলপত্র আমার রুমে রেখে যান। পরবর্তীতে এই সংগঠন একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশের তাদের সকল প্রস্তুতি শেষ করেন। তাদের দফা ছিল ১টি "পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা" পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ষ্টুয়াড মুজিব সরাসরি এ ঘোষণা দিয়েছিলেন। শেরে বাংলা হলে আমার রুমে রক্ষিত এ দলের দলিলপত্র স্বাধীনতার পর আর পাওয়া যায় নি।

১০ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্দেশিত বাংলার স্বাধীকার সংগ্রামের দশম দিন। ঐ দিনেও বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মোতাবেক পূর্বের ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় বিভাগসমূহ ছাড়া সকল প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। শেখ মুজিবুর রহমান সংবাদপত্রে এক বিবৃতিতে বলেন, জাতিসংঘ সেক্রেটারী জেনারেল উথান জাতিসংঘ কর্মচারীদের সরিয়ে নেয়ার অনুমতি দিয়ে এটা স্বীকার করে নিলেন যে,বাংলার মানুষ আজ সামরিক শক্তির হাতে গণহত্যার মুখোমুখি। তাঁর অনুধাবন করা উচিত যে, কোন অশান্ত এলাকা থেকে শুধুমাত্র তার কর্মচারীদের সরিয়ে নিলেই জাতিসংঘের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। আজ যে হুমকী দেখা দিয়েছে তা এদেশের

সাড়ে সাত কোটি মানুষের মৌলিক অধিকার হরণের হুমকী যথা জাতিসংঘের মানবাধিকার সংক্রান্ত সনদ লংঘনের হুমকী।

এই দিন নারায়ণগঞ্জ জেলখানা থেকে বেশ কিছু কয়েদী বেরিয়ে যায়। নিরাপত্তা কর্মীদের গুলীতে বেশ কয়েকজন কয়েদী নিহত এবং অনেক আহত হয়।

১১ ই মার্চ ঢাকা মহানগরী মোটামুটি শান্ত থাকলেও অন্যান্য অঞ্চলে পরিস্থিতি মোটেই স্বাভাবিক নয়। কুমিল্লা এবং বরিশাল জেল গেট ভেঙে এবং দেয়াল টপকে বেশ কিছু সংখ্যক কয়েদী পালিয়ে যায়। জেলরক্ষীদের গুলীতে ৪ জন কয়েদী নিহত এবং বেশ কিছু আহত হয়। ১২ ই মার্চ তেহরিক-ই-ইশতিকলাল পার্টির সভাপতি পাকিস্তান বিমান বাহিনীর প্রাক্তন প্রধান এয়ার মার্শাল আসগর খান ঢাকা সফর শেষে করাচী ফিরে গিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করলে বাংগালীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করতে পারে। তিনি পাকিস্তান সরকারকে পূর্ব পাকিস্তানের গণঅভ্যুথান সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্কতার সংঙ্গে সিদ্ধান্ত নেয়ার পরামর্শ দেন। তিনি আরও বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের অদূরদর্শিতার কারণে যদি পূর্বাঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তবে তা হবে তাদের জন্য অমার্জনীয় অপরাধ।

এ দিন বগুড়া কেন্দ্রীয় কারাগারের প্রধানগেট ভেঙ্গে এবং দেয়াল টপকে অনেক কয়েদী পালিয়ে যায়।

১২ই মার্চ সরকারী, আধাসরকারী ও বিভিন্ন অফিস আদালতে হরতাল পালিত হয়। ছাত্র সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে শহীদ মিনার ও শহরের বিভিন্ন মোড়ে মোড়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ ঢাকা শহর কমিটির এক জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শহরের সকল ইউনিট ও ইউনিয়নকে অনতিবিলম্বে স্ব স্ব সংগ্রাম পরিষদ গঠনের নির্দেশ দেয়া হয়। ন্যাপ (ওয়ালী) এর কার্য নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে সংগ্রামকে আরও সু-সংগঠিত ও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে প্রতি এলাকা ও গ্রামে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম পরিষদ গঠন করার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান।

১৩ই মার্চ সামরিক কর্তৃপক্ষের ১১৫ নং সামরিক আইন জারি হয়। এই আদেশে প্রতিরক্ষা বাজেট থেকে যে সকল অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী বেতন নেয় তাদেরকে ১৫ই মার্চ বেলা ১০ঘটিকার মধ্যে কাজে যোগ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। নির্দেশ অমান্যকারীকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হবে বলে উল্লেখ করা হয়।

১৪ই মার্চ সকালে ন্যাপ নেতা ওয়ালী খান বঙ্গবন্ধুর সহিত বৈঠকে মিলিত হন।

এদিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন,–"এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে, এ সময়েও বিচার বিবেচনাধীন ব্যক্তিগণ সামরিক আদেশ জারি করে এক শ্রেণীর বেসামরিক কর্মচারীরকে ভীতি প্রদর্শন করছে। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ ও তাদের পরিবার পরিজন তাদের পিছনে রয়েছে। অতএব যাদের উদ্দেশ্যে আদেশ জারি করা হয়েছে সে হুমকীর কাছে নতি স্বীকার না করার জন্য আমি তাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি"। প্রতিরক্ষা বেসামরিক কর্মচারীগণ সামরিক আদেশটি অমান্য করে এর বিরুদ্ধে মিছিল ও সমাবেশ করেন।

জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু জানান, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকায় এলে তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত আছেন। ঐদিন সরকার চট্টগ্রাম বন্দরের দিকে আগত খাদ্যশস্য বোঝাই একটি জাহাজকে ফিরে যেতে নির্দেশ দেন।

১৫ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেলা ২ টা ২০ মিনিটে ঢাকার তেজগাঁ বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। কড়া সামরিক প্রহরা ও কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় বিমান বন্দরে জেনারেল টিক্কা খান প্রেসিডেন্টকে অভ্যর্থনা জানান। বিমান বন্দরের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা এতই কঠোর ছিল যে, সাংবাদিকদের পর্যন্ত সেখানে যেতে দেয়া হয় নি। এমন কি প্রেসিডেন্ট কবে এবং কখন আসবেন এ সংবাদটি গোপন রাখা হয়েছিল। বিমান থেকে নেমেই কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থায় তিনি প্রেসিডেন্ট ভবনে চলে যান। তার সংগে কতিপয় উচ্চ পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক উপদেষ্টা/অফিসারও ছিলেন।

এদিন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বায়তুল মোকাররমে এক জনসভায় দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকার জন্য জনগণের প্রতি আহবান জানান। তারা আরও জানান, ইতিমধ্যেই প্রতিপক্ষের সংগে বাংগালীদের সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। তাই মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আমাদের দীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হবে। এই যুদ্ধের মোকাবেলায় ছাত্র জনগণকে অনেক ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

১৬ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর গাড়ীতে কাল পতাকা উড়িয়ে বেলা ১১টায় কড়া প্রহরাধীনে প্রেসিডেন্ট ভবনে প্রবেশ করেন। তাঁর সংগে অপর একটি গাড়ীতে আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতা প্রেসিডেন্ট ভবনের বহির্দ্বার পর্যন্ত

আসেন। আড়াই ঘন্টা ধরে শেখ মুজিবের সংঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাষ্ট্রীয় নীতি ও শাসনতান্ত্রিক প্রশ্ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন।

বৈঠক শেষে অপেক্ষমান সাংবাদিকদেরকে বঙ্গবন্ধু জানান, রাজনৈতিক ও আগামী বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এর বেশী কিছু বলতে অস্বীকার করেন।

১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ৫২ তম জন্মদিন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সংগে দ্বিতীয় দফা বৈঠকের পর বঙ্গবন্ধু তাঁর বাসভবনে সাংবাদিকদের সংগে আলাপকালে বলেন, "আমি জন্মদিন পালন করি না। বাংলার এই দুর্দিনে আমার জন্ম দিনই বা কি আর মৃত্যু দিনই বা কি?" বৈঠকে যে কোন অগ্রগতি হয়নি তা স্পষ্ট বোঝা গেল।

ভুট্টো করাচীতে বসে হুমকী দিলেন তাঁর মতামত ছাড়া রাজনৈতিক কোন কিছু ফয়সালা হলে তা অবশ্যই প্রতিরোধ করা হবে।

১৮ই মার্চ পরামর্শদাতাদের নিয়ে উভয় পক্ষের বৈঠকে কিছুটা সমঝোতার সৃষ্টি হয়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ৬ দফার দাবীতে কোন আপোষ না করেই এক নতুন ফর্মূলা উপস্থাপন করায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শর্ত সাপেক্ষে তাতে সম্মত হন।

পর্যবেক্ষকদের মতে ১৮ই মার্চ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয়ঃ

(১) প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণায় সামরিক আইন প্রত্যাহার করে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক।

(২) কেন্দ্রে প্রথমতঃ ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে সরকার থাকতে পারে; কিন্তু প্রদেশগুলোতে অবিলম্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা সরকার গঠন করবে।

(৩) পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সদস্যরা পৃথকভাবে ৬ দফার ভিত্তিতে খসড়া সংবিধানের সুপারিশ করবে এবং জাতীয় সংসদের অধিবেশনে তা চূড়ান্ত করা যেতে পারে।

কেন্দ্রে ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে সরকার থাকার প্রস্তাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কিছুটা নমনীয় মনোভাব প্রকাশ করে বলেন, "পিপলস পার্টি আপত্তি না করলে এধরনের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।"

এ আলোচনার উপর প্রেসিডেন্টের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা এ কে ব্রোহী মত প্রকাশ করেন যে, একটা প্রেসিডেন্সিয়াল ঘোষণায় ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব। ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্টস এ্যাক্টে এধরনের নজীর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এম এম আহম্মদ প্রেসিডেন্টকে জানান, আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবীর বৈদেশিক বাণিজ্য, পৃথক মুদ্রা ব্যবস্থা বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বিধা বিভক্ত করা যায়, তবে পশ্চিম পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হতেহবে।

প্রেসিডেন্টের অন্যতম উপদেষ্টা বিচারপতি এ আর কর্নেলিয়াস সম্ভবত কোন মতামত দেন নি। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া করাচীতে অবস্থানরত পিপলস পার্টির নেতা ভুট্টোকে আলোচনার অগ্রগতি অবহিত করেন এবং শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে গোপন আলোচনায় যোগদানের জন্য পরদিন ঢাকা আসতে আমন্ত্রণ জানান। ভুট্টো তাৎক্ষণিকভাবে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট এই যে,

(১) জাতীয় সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলে আওয়ামী লীগ নিশ্চিন্তে ৬ দফা ভিত্তিক সংবিধান রচনা করতে সক্ষম হবে।

(২) পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের মধ্যে মাত্র দু'টি প্রদেশে পিপলস পার্টি ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারবে, কেননা, সীমান্ত প্রদেশের ৪০টি আসনের মধ্যে ৩টি আসন পিপলস পার্টি পেয়েছে এবং বেলচিস্তানে সব কয়টি আসনে পরাজিত হয়েছে।

(৩) পিপলস পার্টিকে তাদের অঘোষিত পাকিস্তানের ক্ষমতার অংশীদারিত্ব হতে বঞ্চিত হয়ে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় আসনে বসতে হবে।

১৯শে মার্চ মুজিব–ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয় ১১টায়। আলোচনা ৯০মিনিট কাল অব্যাহত থাকে। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন "সব চাইতে ভাল কিছুর আশা করছি এবং সবচাইতে খারাপের জন্যও প্রস্তুত আছি"। সন্ধ্যায় শেখ মুজিবের পরামর্শদাতা তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ডঃ কামাল হোসেন এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের মধ্যে ২ঘন্টা ধরে পৃথক বৈঠক হয়।

ঢাকায় যখন আলোচনা চলছিলো তখন ঢাকার অদূরে জয়দেবপুরে পাক বাহিনীর একটি দলের সংগে বাংগালীদের এক সংঘর্ষ হয়। ঢাকা ব্রিগেডের বিগ্রেডিয়ার সাহানজেবের নেতৃত্বে একদল পাক সেনা জয়দেবপুর অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীতে

প্রহারারত ই পি আর এর একটি দলকে নিরস্ত্র করার উদ্দেশ্যে সেখানে যাত্রা করে। খবর পেয়ে জনসাধারণ রাস্তায় দৃঢ়তার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে সেনাবাহিনী বেসামরিক লোকদের উপর গুলী বর্ষণ করে। ঘটনাস্থলে অন্ততঃ ২০ব্যক্তি নিহত হন। এ ঘটনায় বঙ্গবন্ধু এতই বিচলিত হন যে, তিনি সাংবাদিকদের বলেন, পরের দিন প্রেসিডেন্টের সাথে নির্ধারিত বৈঠকে নাও বসতে পারি।

২০শে মার্চ মুজিব-ইয়াহিয়া ৪র্থ দফা বৈঠক হয়। আলোচনার কিছুটা অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের পক্ষে আরও তিনজন অতিরিক্ত পরামর্শদাতা যথাক্রমে মনসুর আলী, কামরুজ্জামান এবং খন্দকার মোস্তাক আহমেদ যোগ দেন।

এইদিন ভুট্টো করাচীতে বলেন, প্রেসিডেন্টের নিকট থেকে তিনি যে ব্যাখ্যা চেয়েছিলেন তার সন্তোষজনক জবাব পেয়ে তিনি ২০ সদস্যের একটি দল নিয়ে আগামী কাল ঢাকা রওয়ানা দিচ্ছেন।

এ দিকে বঙ্গবন্ধু সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে আন্দোলনে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার আহবান জানান । মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী চট্টগ্রামে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী ও স্বাধীকারের দাবীতে রাজনৈতিক দলের বিষয় জনসাধারণ অনেক এগিয়ে গেছে; তাই সবগুলো রাজনৈতিক দলের উচিত জনগণকে অনুসরণ করা।"

২১শে মার্চ স্বীয় ঘোষণা মোতাবেক জুলফিকার আলী ভুট্টো আলোচনায় অংশ নেয়ার জন্য ঢাকায় আসেন। জাতীয় সংসদে সংখ্যালঘু দল হয়েও পাকিস্তান সরকারের ক্ষমতায় অংশীদারের দাবীদার ভুট্টোর সংগে আলোচনার জন্য দেশী বিদেশী বহু সাংবাদিক নানাভাবে বিমান বন্দরে উপস্থিত হন। কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষ কড়া সামরিক পাহাড়ায় অতি দ্রুত সকলের অলক্ষ্যে তাকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে নিয়ে যান। তিনি দু'ঘন্টা ধরে ইয়াহিয়ার সংগে আলোচনায় মিলিত হন এবং প্রকাশ্যে ত্রি-পক্ষীয় মতৈক্যের দাবী উথাপন করেন। পর্যবেক্ষকদের মতে, তিনি এমর্মে আইনের প্রশ্ন উথাপন করে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে হুঁশিয়ার করে দেন যে, আওয়ামী লীগকে বিশ্বাস করে একবার সামরিক আইন প্রত্যাহার করে জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহবান করলে, ভবিষ্যতের সবকিছু সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই নির্ধারণ করবে। এই দিন শেখ মুজিবুর রহমান, ইয়াহিয়া এবং ভুট্টোর মধ্যে এক যৌথ বৈঠক ও অনুষ্ঠিত হয়।

২২শে মার্চ ও শেখ মুজিবুর রহমান, ইয়াহিয়া এবং ভুট্টোর মধ্যে এক যৌথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়; অপরদিকে ঢাকায় প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে প্রচারিত এক সরকারী ঘোষণায় ২৫শে মার্চ থেকে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন পুনরায় স্থগিত ঘোষণা করেন। কারণ হিসেবে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ঐকমত্য সৃষ্টির জন্য আরও সময়ের প্রয়োজন বলে উল্লেখ করা হয়।

এদিন ঢাকায় প্রধান দৈনিক পত্রিকাসমূহে অবজারভার ছাড়া 'বাংলার স্বাধীকার' শীর্ষক ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়। ক্রোড়পত্রে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ নিবন্ধগুলোর লেখক ছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক রেহমান সোবাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ চৌধুরী এবং আওয়ামী লীগ নেতা কামরুজ্জামান। এতে প্রথম পাতায় তিন কলাম ব্যাপী ছবিসহ বঙ্গবন্ধুর বাণী প্রকাশিত হয়।

এদিকে গোপন আলোচনায় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত নয়া ফর্মূলায় কেন্দ্রে ইয়াহিয়াকে প্রেসিডেন্ট রেখে, দুই প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল প্রাদেশিক সরকার গঠন করবে উহা ছাত্র নেতৃবৃন্দের মধ্যে ফাঁস হয়ে গেলে, তারা রাতে শেখ ফজলুল হক মনির নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর বাড়ীতে আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাব প্রত্যাহার করার অনুরোধ জানান। স্বাধীনতার স্বপক্ষের প্রতি ছাত্রদের এরূপ মনোভাব দেখে শেখ সাহেব যুক্তি দেখান যে কেবল জনগণের সমর্থন থাকলেই স্বাধীনতা আসবে না। প্রয়োজন অস্ত্র এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন। তিনি বলেন বৃটেন, আমেরিকা, পশ্চিম জার্মানী, চীন কেউ পাকিস্তান ভাংগতে রাজী নয়। মওলানা ভাসানীও এই ইংগিত দিয়েছেন। শেখ সাহেব আরও বলেন, আমাদের প্রস্তাবে তারা রাজী হলে, আমরাও অস্ত্র সংগ্রহসহ অন্যান্য সকল প্রস্তুতি নিতে পারব। তিনি আরও বলেন, কোন কিছুতেই সহজে কাজ হবে না। সব কিছু নিয়ে প্রস্তুত থাকার জন্য পরামর্শ দেন এবং যার যার এলাকায় চলে যেতে বলেন।

২৩শে মার্চ সারা বাংলায় পাকিস্তান দিবসের পরিবর্তে প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়। পাকিস্তানী পতাকার পরিবর্তে সর্বত্র স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। ছাত্রলীগ প্রতিরোধ বাহিনী পল্টন ময়দানে আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন। পতাকা উত্তোলনের সময় ছাত্রনেতা হাসানুল হক (ইনু) এবং খসরু একাধারে রাইফেলের গুলীর শব্দ করতে থাকেন। স্বাধীন বাংলা

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ৪ নেতা ছাড়া ও ছাত্রলীগের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি কামাল আহমেদ এবং নগর শাখার সভাপতি মনিরুল হক প্রতিরোধ বাহিনীর প্যারেডে অভিবাদন গ্রহণ করেন। সংগ্রাম পরিষদের আহবানে ঢাকাস্থ বৃটিশ হাইকমিশন ও সোভিয়েট কনসুলেটসহ প্রায় সব বিদেশী দূতাবাসেই স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়াতে দেখা যায়। কেবল চীনা এবং ইরানী দূতাবাসে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করা হলে, ছাত্ররা উহা নামিয়ে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়ায়।

মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী দিনটিকে স্বাধীন পূর্ববাংলা দিবস হিসেবে পালনের আহবান জানান। শিল্পচার্য জয়নুল আবেদীন, প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দীন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুনীর চৌধুরী পাকিস্তান সরকার প্রদত্ত খেতাব বর্জন করেন।

পল্টন ময়দানের আনুষ্ঠানিকতা শেষে ছাত্ররা প্যারেড করে বঙ্গবন্ধু বাসভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে তার মাধ্যমে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করান এবং বঙ্গবন্ধু ছাত্রদের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

২৪শে মার্চ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং সামরিক জান্তার পরামর্শদাতাদের মধ্যে দু দফা বৈঠক হয়। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট ছোট দলের নেতারা এবং পিপলস পাটির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টো ছাড়া তার দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়া সম্পর্কিত গুজব ঢাকায় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ঢাকার রাজনৈতিক মহল একটি অশুভ ইংগিতের আভাস পান।

চট্টগ্রাম বন্দরের ১৭নং জেটিতে সোয়াত নামক জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র খালাস করার জন্য সেনাবাহিনী বন্দর শ্রমিকদেরকে নিয়োগ করতে চাইলে শ্রমিক কর্মচারীরা বাধা দেয় এবং শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে শ্রমিক জনতা বন্দর এলাকায় গিয়ে সমবেত হয়। প্রায় চার মাইল রাস্তার বিভিন্ন স্থানে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে। হাজার হাজার শ্রমিক জনতা চরম উত্তেজনার মধ্যে সেনাবাহিনীর মুখোমুখি অবস্থান করে।

২৫ শে মার্চ সারা দিন বঙ্গবন্ধুর পরামর্শ দাতারা আমন্ত্রণের অপেক্ষায় থেকেও লেঃ জেনারেল পীরজাদার কাছ থেকে আর কোন প্রত্যাশিত সারা পেলেন না। বঙ্গবন্ধু সব কিছু বুঝতে পেরে সেনাবাহিনী কর্তৃক আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় নেতৃস্থানীয়

সহকর্মীদের গোপন আশ্রয়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। বঙ্গবন্ধুকেও নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলে তিনি বাড়ী ছেড়ে পালাতে অস্বীকৃতি জানান।

সূর্য ডোবার পর থেকে সব থমথমে। কেমন যেন অস্বস্তিকর পরিবেশ। গোপনে ঢাকা থেকে পালালেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। সন্ধ্যার মধ্যেই সম্ভাব্য সেনাবাহিনীর হামলার খবর ঢাকা শহরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অকুতোভয় বাঙ্গালীরা রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবন্ধক তৈরী করতে শুরু করে। একই সঙ্গে সেনা ছাউনি থেকে ইউনিফর্ম পরিহিত হানাদার বাহিনী রাইফেল, মেশিন গান, ট্যাংকসহ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল গোটা শহরে। রাত ১১টায় হানাদার বাহিনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পিলখানা, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, আজিমপুর, ফুলবাড়িয়া, রাজারবাগসহ শহরের অন্যান্য সকল স্থানে অলিতে গলিতে খুনের নেশায় 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে শুরু করল ইতিহাসের সবচেয়ে বর্বরোচিত, পাশবিক ও ঘৃণ্য গণ হত্যা। রক্তের স্রোতে, লাশের স্তূপে, আগুনের লেলিহান শিখা আর মুমূর্ষু মানুষের আর্ত চিৎকার গোটা নগরী পরিণত হলো নরককুন্ডে। অসম যুদ্ধে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে প্রাণ দিল বহু বাঙ্গালী পুলিশ। এ রাতেই প্রাণ দিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অসংখ ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক মন্ডলী। জ্বালিয়ে দেয়া হয় দৈনিক সংবাদ, পিপল্, ইত্তেফাক কার্যালয় ও প্রেস। ক্রোধে ও আক্রোশে উপরে ফেললো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বট গাছটি এবং গুড়িয়ে ফেললো স্বাধীকার আন্দোলনের পাদপীঠ কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার।

এদিকে সেনাবাহিনীর একটি ইউনিট শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ী ঘিরে ফেলে এবং তাঁর বাড়ীর উপর গুলী ছুড়তে থাকলে তিনি বেলকনীতে বেরিয়ে আসেন। শেখ মুজিব বললেন, "গুলী ছোড়ার দরকার নাই, "আমি প্রস্তুত"। পাকিস্তান সেনা বাহিনী শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। শেখ মুজিবকে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে সৈন্যরা তাঁর বাড়ীতে ঢুকে যাবতীয় কাগজপত্র ও তাঁর সারা জীবনের সঞ্চিত মূল্যবান দলিলপত্রসমূহ ধ্বংস করে ফেলে। তাঁর বাড়ীতে উড্ডীয়মান স্বাধীন বাংলার পতাকাটিও তারা গুলীতে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে।

এভাবে এরাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী বাঙ্গালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার ঘৃণ্য মতলবে এক বর্বর হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠে। রাতের অন্ধকারে হানাদার বাহিনী একটি জাতির মুক্তির অধিকারকে গুঁড়িয়ে দেয়ার জন্য যে কাপুরুষোচিত নৃশংস উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাতে রচিত হয় জঘন্যতম গণহত্যার এক ইতিহাস।

হত্যার এই মহোৎসব, রক্তের এই লিলাখেলার মধ্যেই বঙ্গবন্ধুর ২৫ মার্চ মধ্য রাতে স্বাধীনতার ঘোষণায় রচিত হলো প্রতিরোধ, মুক্তি পিয়াসী বীর বাঙ্গালী শুরু করল চূড়ান্ত সংগ্রাম। সূচনা হলো স্বশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের। সংগ্রাম, আত্মত্যাগ আর রক্তের নদীতে স্নান করে জেগে উঠলো বাংলাদেশ। শুরু হলো মহান মুক্তিযুদ্ধ।

পঞ্চান্ন হাজার বর্গমাইলের যে জাতির নাম বাঙ্গালী, যে দেশটির মানুষ কথা বলে বাংলায়, যাদের রয়েছে ভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জন আর সংগ্রামের গৌরব, হাজার বছরের প্রাচীন এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। সেই সংস্কৃতির সব ক'টি চিহ্নকে সত্তায় ধারণা করে বাঙ্গালীর প্রাণে গহীণ থেকে উঠে আসে যে মহান পুরুষটি যাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বাগ্মিতা, দেশ প্রেম আর সংগ্রামশীলতার কাছে সব কিছু ম্লান হয়ে, যিনি হয়ে উঠেন জাতির স্বপ্ন পূরণের প্রতীক। সেই মহান পুরুষ শেখ মুজিবুর রহমান লাখো লাখো শহীদের বিনিময়ে প্রায় ন'মাস পরে ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে রেসকোর্স ময়দানে ৯১ হাজার পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আত্মসমার্পণের মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতিকে উপহার দেন তাদের আপন রাষ্ট্রভূমি স্বাধীন সার্বভৌমবাংলাদেশ'।

২৪ বছরের (১৯৪৭—১৯৭১) পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ

লিয়াকত আলী খান

নাজিমউদ্দীন

মওলানা আবুল মওদুদী

আইয়ুব

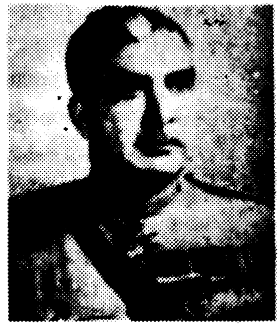

জেনারেল ইয়াহিয়া খান

জেনারেল টিক্কা খান

জুলফিকার আলী ভুট্টো

অধ্যাপক গোলাম আযম

ডাঃ এ এম মালেক

রাও ফরমান আলী

লেঃ জেনারেল এ এ কে নিয়াজী

১৭ই জানুয়ারী ১৯৬৯– বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পুলিশের তৎপরতা

১৮ই জানুয়ারী ১৯৬৯– গুলিস্তানে কামানের উপর দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখছেন জনৈক ছাত্রনেতা

ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠি চার্জ

২০ শে জানুয়ারী ১৯৬৯– পুলিশের গুলীতে নিহত আসাদ

২০ শে জানুয়ারী ১৯৬৯–পুলিশের গুলীতে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আহত আসাদুলহক

নিহত আসাদ স্মরণে ঐতিহাসিক জানাজা

শহীদ মতিয়ুর রহমান মল্লিক
মৃত্যু ঃ ২৪ জানুয়ারী, ১৯৬৯
স্থান ঃ সচিবালয়ের কাছে।

শহীদ রুস্তম আলী
মৃত্যু ঃ ২৪ জানুয়ারী, ১৯৬৯
স্থান ঃ সচিবালয় গেট।

টনে তিনলক্ষাধিক লোকের ঐতিহাসিক সমাবেশ

পাকিস্তানী স্বৈর শাসকদের বিরুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবাদ মুখর ছাত্রদের সভা

পল্টন ময়দানে ছাত্র জনতার উদ্দেশে বক্তব্য রাখছেন ডাকসুর ভিপি তোফায়েল আহমদ

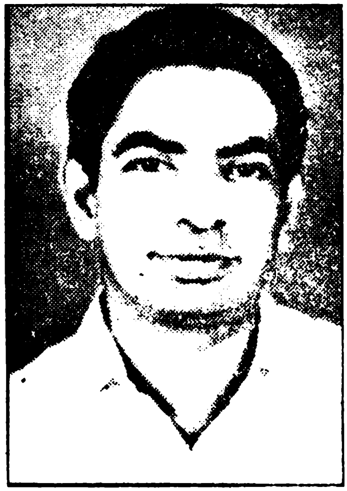

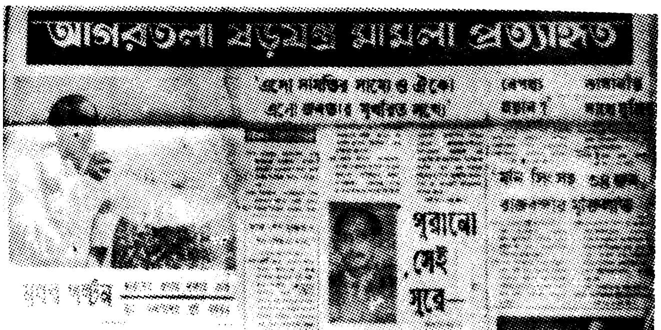
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহৃত

পুরানো সেই সুরে

মুক্তমানব শেখ মুজিব

নিহত সার্জেন্ট জহুরুল হক

আনন্দমুখর পল্টন

মওলানা ভাসানীর একান্ত সান্নিধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

ভোলায় ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে

ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দের ছবি

সার্জেন্ট জহরুল হকের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে '১৫ ই ফেব্রুয়ারী বাহিনী'র মিছিল। মিছিলে শেখ হাসিনাকে দেখা যাচ্ছে (চতুর্থ)

মুজিব-ভুট্টো আলোচনা।

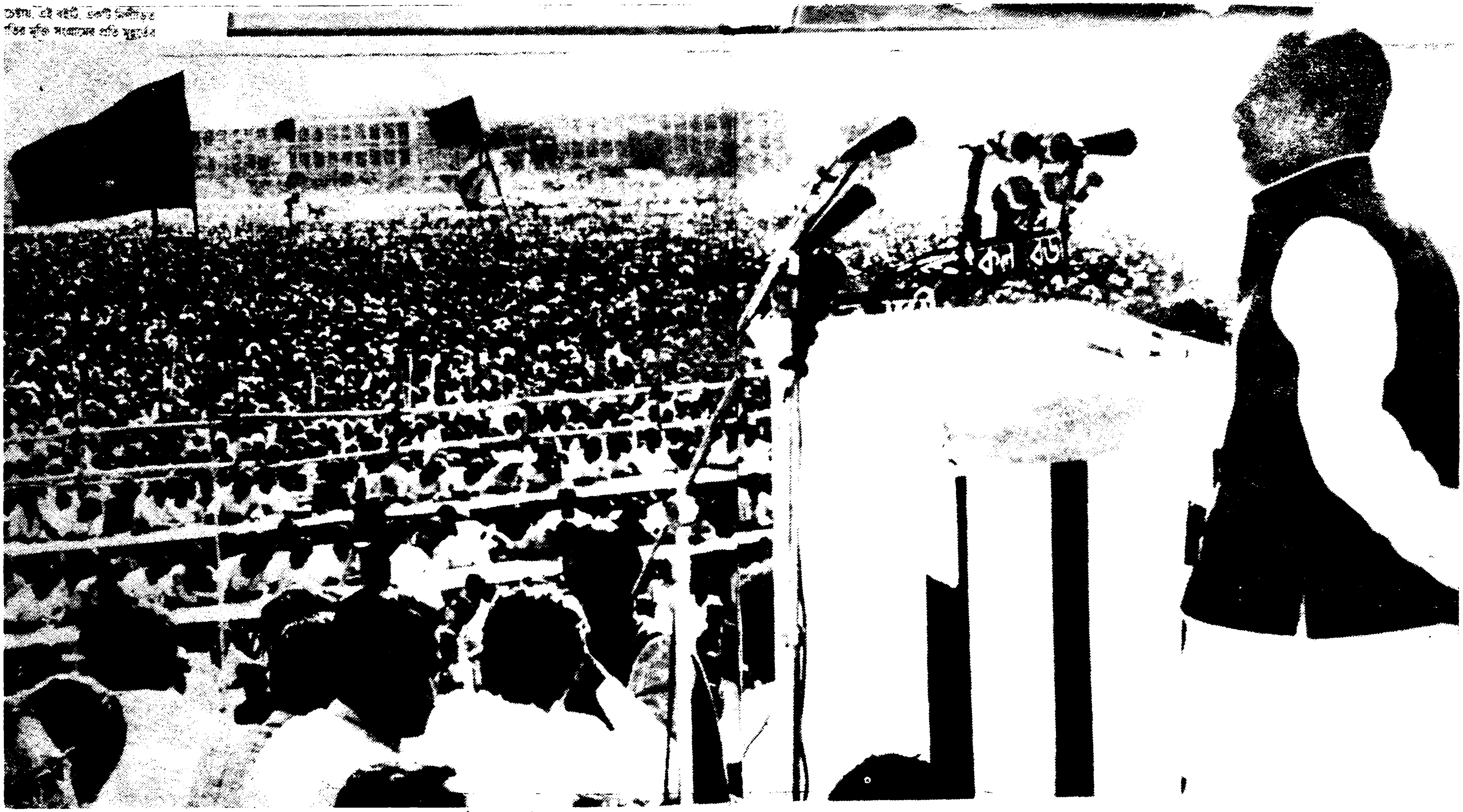

১৯৭১ সনের ৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে ভাষণ দিচ্ছেন

ঢাকায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান

মৃত্যুর নিপুণ শিল্পী ইয়াহিয়ার এক ফ্রিজ শট

১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ রাতে পাক বাহিনীর হত্যা ও ধ্বংস যজ্ঞের নমুনা

পাকিস্তানী কারাগারে প্রহারারত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ঢাকা ছেড়ে পালাচ্ছে জনতা

জন্ম নিল নতুন জাতি

শান্তি কমিটির বৈঠকে গোলাম আজম

পূর্বপাকিস্তানের গভর্নর কুখ্যাত ডাঃ মালেক

জীবন বাঁচাতে অন্ধকার থেকে আলোয়

নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে যাচ্ছে। এতটুকু সময় নেই স্নানের পর কাপড় শুকাবার

কোন একটি ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং চলছে

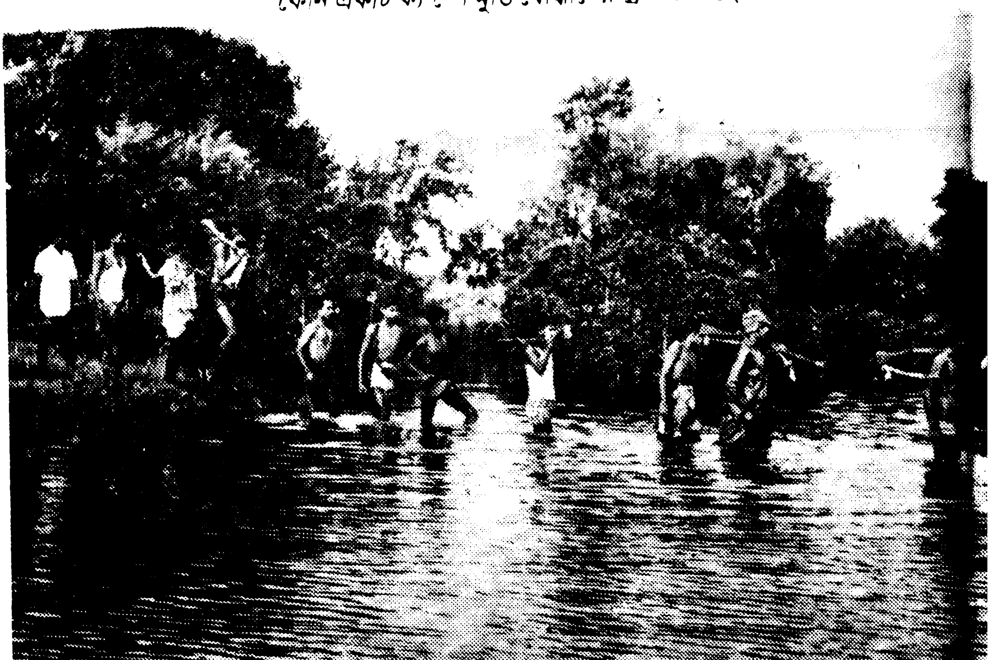

মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধে যাচ্ছে

পাকবাহিনীর অত্যাচারে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পালিয়ে যায় ভারতে। শরনার্থী শিবিরের একটি দৃশ্য

নয় মাস যুদ্ধের পর ঢাকা শহরে বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধারা

১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১– বাঙ্গালীদের স্বাধীনতার দাবী গুঁড়িয়ে দেয়ার একটি অপপ্রয়াস। পাক বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা বুদ্ধিজীবিদের ধরে এনে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে হত্যা করে

এই সেই ঘৃণ্য পাকিস্তানী সেনা যারা নিরস্ত্র বাঙ্গালীদের নয় মাস ধরে নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ নির্বিশেষে হত্যা করে। এরা মুক্তি বাহিনী ও মিত্র বাহিনীর কাছে ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে আত্মসমর্পণ করে।

INSTRUMENT OF SURRENDER

The PAKISTAN Eastern Command agree to surrender all PAKISTAN Armed Forces in BANGLA DESH to Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA, General Officer Commanding in Chief of the Indian and BANGLA DESH forces in the Eastern Theatre. This surrender includes all PAKISTAN land, air and naval forces as also all para-military forces and civil armed forces. These forces will lay down their arms and surrender at the places where they are currently located to the nearest regular troops under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

The PAKISTAN Eastern Command shall come under the orders of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA as soon as this instrument has been signed. Disobedience of orders will be regarded as a breach of the surrender terms and will be dealt with in accordance with the accepted laws and usages of war. The decision of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA will be final, should any doubt arise as to the meaning or interpretation of the surrender terms.

Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA gives a solemn assurance that personnel who surrender shall be treated with dignity and respect that soldiers are entitled to in accordance with the provisions of the GENEVA Convention and guarantees the safety and well-being of all PAKISTAN military and para-military forces who surrender. Protection will be provided to foreign nationals, ethnic minorities and personnel of WEST PAKISTAN origin by the forces under the command of Lieutenant-General JAGJIT SINGH AURORA.

(JAGJIT SINGH AURORA)
Lieutenant-General
General Officer Commanding in Chief
Indian and BANGLA DESH Forces in the
Eastern Theatre

16 December 1971.

(AMIR ABDULLAH KHAN NIAZI)
Lieutenant-General
Martial Law Administrator Zone B and
Commander Eastern Command (PAKISTAN)

16 December 1971.

পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিল

লেঃ কর্ণেল খালেদ মোশাররফ
'কে'ফোর্স ও ২নং সেক্টর কমান্ডার
(সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)

লেঃ কর্ণেল কে. এম. সফিউল্লাহ
'এস' ফোর্স ও ৩নং সেক্টর কমান্ডার
(সেপ্টেম্বর পর্যন্ত)

লেঃ কর্ণেল জিয়াউর রহমান
জেড ফোর্স কমান্ডার

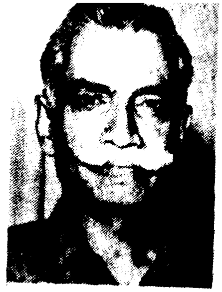
কর্ণেল এম. এ. জি. ওসমানী
সর্বাধিনায়ক

ক্যাপ্টেন এম. হায়দার
২নং সেক্টর কমান্ডার (ভারপ্রাপ্ত)
(অক্টোবর-ডিসেম্বর)

মেজর এ. এন. এম. নুরুজ্জামান
৩ নং সেক্টর কমান্ডার
(অক্টোবর-ডিসেম্বর)

লেঃ কর্ণেল সি. আর. দত্ত
৪নং সেক্টর কমান্ডার

লেঃ কর্ণেল মীর শওকত আলী
৫ নং সেক্টর কমান্ডার

লেঃ কর্ণেল কাজী নুরুজ্জামান
৭নং সেক্টর কমান্ডার
(সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর)

মেজর আবু ওসমান চৌধুরী
৮নং সেক্টর কমান্ডার
(আগষ্ট '৭১ পর্যন্ত)

লেঃ কর্ণেল এম. এ. মঞ্জুর
৮নং সেক্টর কমান্ডার
(আগষ্ট-ডিসেম্বর '৭১)

মেজর এম. এ. জলিল
৯ নং সেক্টর কমান্ডার

মেজর রফিকুল ইসলাম
১নং সেক্টর কমান্ডার

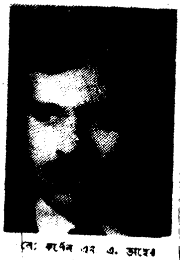
লেঃ কর্ণেল এম. এ. তাহের
১১ নং সেক্টর কমান্ডার
(নভেম্বর '৭১ পর্যন্ত)

ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট হামীদুল্লাহ
১১নং সেক্টর কমান্ডার
(নভেম্বর-ডিসেম্বর'৭১)

উইং কমান্ডার এম. কে. বাশার
৬নং সেক্টর কমান্ডার

১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধে সেনানায়কবৃন্দ

মাল্যদান করা হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি বাঙ্গালী জাতির অবিস্মরণীয় নেতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান